BanglaBook.org

BanglaBook.org

নাটক থেকে গল্প

উইলিয়াম শেকসপিয়র

www.BanglaBook.org

শেক্সপীয়ার

নাটক থেকে গল্প

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

সূচি

আ কমেডি অভ এররস ৫
দ্য মার্চেন্ট অভ ভেনিস ৩১
কিং লিয়ার ৫৫
দ্য টুয়েলফথ নাইট ৮৩
ম্যাকবেথ ১০৭
দ্য টেমিং অভ দ্য শ্রু ১৩৩

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

আ কমেডি অভ এররস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রধান চরিত্র

ডিউক অভ এফিসাস।

এজনঃ সিরাকিউসের সওদাগর। যমজ-দের বাবা।

অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউসঃ এই ভাইটি তার অপর যমজ ভাইকে খুঁজছে।

অ্যান্টিফোলাস অভ এফিসাসঃ
স্ত্রী কর্তৃক অপমানিত যমজ ভাই।

ড্রমিও অভ সিরাকিউস এবং ড্রমিও অভ এফিসাসঃ যমজ দু ভাই। অ্যান্টিফোলাস-দের পরিচারক।

অ্যাঞ্জেলোঃ স্বর্ণকার।

এমিলিয়াঃ এজনের স্ত্রী।

অ্যাড্রিয়ানাঃ
অ্যান্টিফোলাস অভ এফিসাসের স্ত্রী।

লুসিয়ানাঃ তার বোন।

ডিউক মেনাফনঃ
ডিউক অভ এফিসাসের চাচা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক

বহুদিন আগের কথা। প্রাচীন এফিসাস শহরে ধরা পড়লেন এক বুড়ো সওদাগর, ডিউকের লোকজনদের হাতে।

সওদাগরের নাম এজন। সিরাকিউস শহর থেকে এসেছেন। সিরাকিউস এবং এফিসাসের মধ্যে তখন প্রচণ্ড শত্রুতা। এফিসাসে আইন জারী করা হয়েছে, সিরাকিউসের কোন সওদাগরকে যদি শহরে দেখা যায় তবে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। অবশ্য এক হাজার মার্ক জরিমানা দিতে পারলে মাফ পেয়ে যাবে সে।

এজন জরিমানা দিতে ব্যর্থ হলেন। ফলে তাঁকে নিয়ে আসা হল ডিউকের সামনে, মৃত্যুদণ্ড মাথা পেতে নেয়ার জন্যে।

ডিউক এ ধরনের কঠোর শাস্তির পক্ষপাতী নন। তাই রায় ঘোষণার আগে এজনকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তিনি এফিসাসে এসেছেন।

'ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি,' উত্তর দিলেন এজন। 'সাত বছর আগে ও আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর ফেরেনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোন জায়গায় খুঁজতে বাকি রাখিনি। বাদ ছিল কেবল এফিসাস।'

'ও চলে গেল কেন?' জানতে চাইলেন ডিউক।

'যমজ ভাইকে খোঁজার জন্যে। ওরা পঁচিশ বছর ধরে কেউ কাউকে দেখেনি।'

ব্যাপারটা রহস্যময়। কৌতূহলী হলেন ডিউক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অদ্ভুত গল্পটা বলতে শুরু করলেন এজন।

দুই

পঁচিশ বছর আগে স্ত্রীকে নিয়ে এপিডামাম শহরে গিয়েছিলেন এজন। সেখানে যমজ সন্তানের জন্ম দেন তাঁর স্ত্রী। দু ভাইয়ের চেহারায় এত মিল যে ওদের আলাদা করে চেনা বড় দুঃসাধ্য ছিল।

সেই একই দিনে সরাইখানার মালিকের স্ত্রীরও যমজ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বাচ্চা দুটোর বাবা ছিল গরীব, সন্তানদের খরচ জোগানর সামর্থ্য ছিল না তার। ফলে এজন কিনে নেন যমজ বাচ্চা দুটোকে। ইচ্ছে ছিল বড় করে তুলবেন ওদের, তাঁর বাচ্চাদের সঙ্গী হবে এরা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভবিষ্যতে

এপিডামামে কাজ সেরে পরিবার এবং ক্রীত যমজদের নিয়ে সিরাকিউসের পথে রওনা দিলেন এজন। পথে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ল তাঁদের জাহাজ। নাবিকরা বেগতিক দেখে সবাইকে ফেলে পালাল, লাইফ বোটে চেপে। বাঁচার তাগিদে এজন ছোট একটি মাস্তুলের শেষ প্রান্তে বাঁধলেন নিজেকে, সঙ্গে রাখলেন দু জোড়ার একটি করে যমজ শিশু। তাঁর স্ত্রী-ও অন্য দুটি বাচ্চাকে নিয়ে নিজেকে বাঁধলেন মাস্তুলের সঙ্গে।

খানিকক্ষণ বাদেই জাহাজটি আঘাত করল একটি শিলাখণ্ডকে। ফলে ভেঙে তলিয়ে যেতেও সময় লাগল না। এজন এবং তাঁর স্ত্রী শক্ত হাতে আঁকড়ে রইলেন মাস্তুল। নাকানি চোবানি খেতে লাগলেন সাগরের পানিতে। কখন যেন দুজনই সরে গেলেন দুজনের কাছ থেকে। এজন স্ত্রীকে সাহায্য করতে পারলেন না। তিনি তখন বাচ্চা দুটিকে বাঁচাতে ব্যস্ত।

স্ত্রী তখনও এজনের দৃষ্টিসীমার ভেতরেই আছেন। এজন দেখতে পেলেন কজন জেলে উদ্ধার করল তাঁকে। কিছুক্ষণ বাদে একটি জাহাজ তুলে নিল এজন এবং শিশু দুটিকে, পৌঁছে দিল সিরাকিউসে।

হারানো স্ত্রী আর ছেলেকে খুঁজে পাওয়ার জন্যে সব রকম চেষ্টা করলেন এজন। কিন্তু কোন খোঁজই পাওয়া গেল না তাদের। শেষমেষ আশা ছেড়ে দিলেন তিনি। নিজেকে উৎসর্গ করলেন ছেলে এবং ক্রীত বাচ্চাটির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখাশোনার কাজে। দু জোড়া যমজের মধ্যে আলাদা করে ছোট বড় বুঝে উঠতে পারলেন না এজন। ধরে নিলেন তাঁর কাছে রয়েছে যমজ জোড়ার ছোট জোড়া। তিনি এদের নাম দিলেন অ্যান্টিফোলাস আর ড্রমিও।

ছেলে দুটোর বয়স যখন আঠারো তখন অ্যান্টিফোলাস ঠিক করল ভাইকে খুঁজে বার করবে। তার সঙ্গে একমত হল বিশ্বস্ত সঙ্গী ড্রমিও। ভাইয়ের সন্ধান করবে সে-ও। বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

তারপর পেরিয়ে গেছে সাতটি বছর। ছেলের বিরহে কাতর হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ এজন।

'তাই ছেলেকে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছি!' গল্প শেষ করে বললেন এজন।

বৃদ্ধ সওদাগরের জীবন কাহিনী আলোড়িত করল ডিউককে। তাঁকে হয়ত মাফই করে দিতেন ডিউক যদি না দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতেন। যাহোক, একদিনের জন্যে বিচার স্থগিত রাখলেন ডিউক। এক হাজার মার্ক জোগাড় করে জীবন বাঁচানর শেষ সুযোগ দিলেন এজনকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

এজন জানেন না তাঁর দু ছেলেই এ মুহূর্তে এফিসাসে রয়েছে। কাকতালীয়ভাবে অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস সেদিনই এসেছে এফিসাসে, ব্যবসার কাজে।

নিজের শহরের এক বৃদ্ধ সওদাগরের বিপদের কথা শুনেছে সে। ফলে নিজেকে এপিডামামের সওদাগর হিসেবে পরিচয় দিল ও। ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না বিপদগ্রস্ত বুড়ো মানুষটি আর কেউ নয়, তারই বাবা!

ওদিকে এফিসাসে বাস করে অপর যমজ ভাইটি। তার নামও অ্যান্টিফোলাস। এফিসাসের এক ধনী সওদাগর সে। তেইশ বছর ধরে বাস করছে এখানে। যদি জানত কতবড় বিপদের সম্মুখীন তার বাবা তবে অতি সহজেই সে জরিমানার টাকাটা দিয়ে দিত। কিন্তু বিধি বাম। বাবাকে চেনে না সে, চেনার কথাও নয়। উদ্ধারকারী জেলেরা তাকে এবং ক্রীতদাসটিকে বেচে দেয় ডিউক মেনাফনের কাছে। বিখ্যাত যোদ্ধা তিনি, ডিউক অভ এফিসাসের চাচা। ডিউক মেনাফন বাচ্চা দুটিকে নিয়ে বেড়াতে এসেছিলেন ভাতিজার দরবারে।

www.BanglaBook.org

অ্যান্টিফোলাসকে পছন্দ হয়ে যায় ডিউক অভ এফিসাসের। তাকে দরবারে রেখে দেন তিনি।

অ্যান্টিফোলাস সাহসী সৈনিক। অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেছে সে। যুদ্ধের সময় জীবন বাঁচিয়েছে ডিউকের। সন্তুষ্ট ডিউক তার বিয়ে দিয়েছেন এফিসাসের এক ধনী মহিলার সঙ্গে। নাম তার অ্যাড্রিয়ানা।

অ্যান্টিফোলাস এখন অ্যাড্রিয়ানা এবং তার বোন লুসিয়ানার সঙ্গে বাস করে ফিনিক্স নামের এক সুদৃশ্য দালানে।

চার

অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস সওদাগরি করে। তবে গৃহত্যাগের প্রধান কারণটার কথা ভোলেনি সে। ভাইকে খুঁজে চলেছে হন্যে হয়ে।

এফিসাসে পৌঁছে সার্বক্ষণিক সঙ্গী ড্রমিওকে এক ব্যাগ টাকা দিল ও। বলে দিল তার জন্যে একটি নির্দিষ্ট সরাইখানায় অপেক্ষা করতে। নিজে বেরিয়ে পড়ল শহরটা ঘুরে দেখার জন্যে। বেড়াতে বেরিয়ে অবাক হল সে। এখানকার সব্বাই চেনে তাকে, নাম ধরে ডাকছে।

'লোকে ঠিকই বলে দেখছি,' মনে মনে বলল সে।

www.BanglaBook.org

'এফিসাস সত্যিই জাদু নগর!'

এ সময় হঠাৎ সে দেখতে পেল ড্রমিও হেঁটে আসছে তার দিকে।

'এখানে এলে কেন?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল সে। 'টাকা কোথায়?'

'কিসের টাকা?' আকাশ থেকে পড়ল যেন ড্রমিও। 'আমার সঙ্গে মাত্র ছ পেন্স রয়েছে। জলদি চলুন, বেগম সাহেবা অপেক্ষা করছেন। খাবারও ঠাণ্ডা হয়ে এল প্রায়।'

'আমরা এখানে নতুন। টাকাগুলো কোন্ আক্কেলে মানুষের কাছে রেখে এলে? এক হাজার মার্ক কোথায়?' জিজ্ঞেস করল অ্যান্টিফোলাস।

ঢোক গিলল ড্রমিও। তার মনিব আজ বড্ড উল্টো-পাল্টা বকছেন।

'মার্কগুলো আছে আমার মাথায়। আপনি আর বেগম সাহেবা রোজ যেখানে ঘা বসান। তবে তাতেও তো এক হাজার দাগ পড়ার কথা নয়!'

অ্যান্টিফোলাস বুঝতে পারল না সে আসলে কথা বলছে তার ভাইয়ের সঙ্গী ড্রমিওর সঙ্গে।

'চলুন, হুজুর, বাড়িতে বেগম সাহেবা বসে রয়েছেন,' চাপাচাপি শুরু করল ড্রমিও।

রেগে আগুন হয়ে গেল অ্যান্টিফোলাস।

'কিসের বেগম সাহেবা? গর্দভ কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল সে। কষে দু ঘা বসিয়ে দিল ড্রমিওকে।

বেচারা ড্রমিও বুঝতে পারল না আজ কোন্ ভূত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সওয়ার হয়েছে মনিবের কাঁধে। লম্বা দিল সে। অ্যান্টি-ফোলাস অভ সিরাকিউস তখুনি রওনা হল সরাইখানার উদ্দেশে। টাকাগুলোর খবর নেয়া দরকার।

পাঁচ

ওদিকে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছে অ্যাড্রিয়ানা। সে আবার খুব সন্দেহপ্রবণ মহিলা। তার ধারণা তাকে লুকিয়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে অ্যান্টিফোলাস। তার বোন অর্থাৎ লুসিয়ানা অবশ্য এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করে।

'স্বামীকে তো তোয়াজ করতেই হবে, সেটাই স্বাভাবিক,' বোনকে বোঝায় সে। 'তোমার একগুঁয়েমির কারণেই ও অন্য মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়বে। ধৈর্য ধরতে শেখো। খেতে আসতে দেরি হচ্ছে, তাতে কি? নিশ্চয়ই কাজ পড়ে গেছে। আমরা বরং খেতে বসে যাই। সময় হলে ও আপনিই আসবে।'

'তোর বিয়ে হয়নি। কাজেই তুই বুঝবিও না কেমন লাগে। আমাকে নাকি ভালবাসে কই, তার কোন প্রমাণ তো দেখি না। বাড়িতে থাকে না, ওকে কখনোই কাছে

www.BanglaBook.org

পাই না আমি।'

'এমন করলে পাবেও না।'

ঠিক সে মুহূর্তে ঘরে ঢুকল ড্রমিও অভ এফিসাস।

'সাহেব এলেন না?' প্রশ্ন করল অ্যাড্রিয়ানা।

'বেগম সাহেবা, হুজুর পাগল হয়ে গেছেন। তাঁকে বাড়ি আসার কথা বলতেই বলেন কিনা, "টাকা কোথায়?" বললাম খাবেন চলুন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, "টাকা কোথায়?" জানালাম খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তেড়ে উঠলেন তিনি, "টাকা কোথায়?" তারপর বললেন, তাঁর নাকি বউ, বাড়ি-ঘর কিছুই নেই। আমাকে খুব করে মারলেন।'

'যাও, এক্ষুণি নিয়ে এসো তাকে,' ক্রুদ্ধ অ্যাড্রিয়ানা নির্দেশ দিল।

প্রতিবাদ জানাল ড্রমিও। 'গেলে আবার মারবেন!'

'না গেলে আমি মারব!' হুমকি দিল অ্যাড্রিয়ানা। ড্রমিও বেচারা আর কি করে, মনিবকে খুঁজতে গেল বাধ্য হয়ে।

'ভ্রূ কুঁচকালে তোমাকে খুব কুৎসিত দেখায়,' বোনকে তিরস্কার করল লুসিয়ানা।

'আমার স্বামী বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়া সারে, আর আমি বাড়িতে বসে থাকি হাঁ করে,' নালিশ করল অ্যাড্রিয়ানা। 'আমাকে কুৎসিত দেখায়, সেজন্যে তো ও-ই দায়ী। আমি লোকের বিরক্তি উৎপাদন করে থাকলেও ও দায়ী। ও আমাকে সামান্য খেয়াল করলেই সব ঠিক হয়ে যেত।

www.BanglaBook.org

জানি, ও অন্য কোন মেয়ের পিছনে ঘুরছে।'

অ্যাড্রিয়ানা বেরিয়ে পড়ল বাড়ি ছেড়ে। সারা এফিসাস চষে বেড়াল হন্যে হয়ে, স্বামীর খোঁজে।

অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস ইতোমধ্যে নিজের ড্রমিওকে পেয়ে গেছে।

'আমার সঙ্গে মশকরা করছিলে কেন?' রেগেমেগে জানতে চাইল সে।

ড্রমিও জবাব দেয়ার আগেই ওখানে হাজির হয়ে গেল অ্যাড্রিয়ানা। স্বামীকে (!) খুব করে বকতে লাগল সে, ড্রমিওর সঙ্গে বাড়িতে আসেনি বলে।

নানাভাবে প্রতিবাদ করতে চাইল অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস। কিন্তু অ্যাড্রিয়ানা তার কথা শুনলে তো? বেচারা অ্যান্টিফোলাস জানাল মাত্র দু ঘন্টা আগে এফিসাসে এসেছে সে, অ্যাড্রিয়ানাকে ও জীবনেও দেখেনি। কিন্তু তার সব কথাই পানিতে গেল।

মাথা গুলিয়ে গেছে অ্যান্টিফোলাসের। অপরিচিত এক মহিলা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

'স্বপ্নের মধ্যে বিয়ে করেছি নাকি? স্বপ্ন দেখছি না তো?'

তার পরিচারক ড্রমিওর অবস্থাও অদ্রূপ।

'সত্যিই এটা ভুতুড়ে শহর। ডাকিনী যোগিনীদের সঙ্গে কথা বলছি আমরা। এদের কথা না শুনলে মেরে সারা শরীরে কালশিটে ফেলে দেবে। তারচেয়ে বাবা এদের সঙ্গে যাওয়াই ভাল,' বলল অ্যান্টিফোলাস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যাড্রিয়ানার সঙ্গে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। লুসিয়ানাকে এখানে দেখল সে এবং প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেল।

সে যখন খাওয়া দাওয়া করছে তখন অ্যাড্রিয়ানার সত্যিকার স্বামী বাড়ি এল। গেটে ধাক্কা দিল সে। অ্যাড্রিয়ানা কাজের লোকদের আগেই বলে রেখেছে কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়া হয়। স্বামীর সঙ্গে একান্তে খাবে সে। কেউ যেন বিরক্ত না করে। কাজেই কাজের লোকরা গেট খুলতে অস্বীকার করল। বৃথাই নিজেকে বাড়ির মালিক দাবি করে হম্বিতম্বি করল অ্যান্টিফোলাস।

কাজের লোকরা জানাল তাদের মালিক বেগম সাহেবার সঙ্গে খেতে বসেছেন। মাথায় রক্ত চড়ে গেল অ্যান্টিফোলাসের। তাকে কিনা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে অন্য লোকের সঙ্গে ডিনার করে তার স্ত্রী! রেগেমেগে ওখান থেকে চলে গেল সে।

ছয়

অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউসের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চাইছে না। তার ধারণা অ্যাড্রিয়ানা আর লুসিয়ানা দুজনই পাগল। সে চিন্তায় পড়ে গেল কিভাবে বেরোবে এ বাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেড়ে।

দুই মহিলারই স্থির সিদ্ধান্ত, সে এ বাড়ির লোক। তাকে চোখের আড়াল করা চলবে না।

তার ওপর কথা হচ্ছে অ্যান্টিফোলাস লুসিয়ানার প্রেমে পড়েছে। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী মেয়েটি মন কেড়ে নিয়েছে তার। অন্যদিকে অ্যাড্রিয়ানাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে চলেছে সে।

'বউয়ের সঙ্গে কেউ এমন ব্যবহার করে?' লুসিয়ানা অনবরত উপদেশ দিচ্ছে তাকে, 'ওর সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলবে, আর অন্য মেয়েমানুষের পিছনে ঘুরঘুর করবে না। তাদের সঙ্গে কথা যদি বলতেই হয় তো সাবধানে বলবে। জানোই তো তোমার বউ একটু হিংসুটে। ওর মেজাজটা সামান্য খিটখিটে যদিও কিন্তু তোমাকে ও অসম্ভব ভালবাসে।'

'তুমি যেভাবে শেখাবে সেভাবেই কথা বলব,' গদগদ হয়ে বলল অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস। 'তোমার বোন আমার বউ নয়। আমি বরং তোমাকেই বিয়ে করব।'

'পাগল নাকি?' প্রায় বিষম খেল লুসিয়ানা।

'তোমার প্রেমে পড়ে পাগল হয়ে গেছি।'

'এসব কথা বউকে শোনাওগে যাও। আমি তোমার বোনের মত।'

'তুমি আমার জান, আমার ধন, আমার স্বর্গ। তোমার স্বামী নেই, আমারও বউ নেই। হাতটা দাও।'

'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা,' বোনকে ডাকতে ছুটে ঘর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে বেরিয়ে গেল লুসিয়ানা।

এমন সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল ওরা দুজন। বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে, ছায়ার মত নিঃশব্দে।

'শোনো,' বলল অ্যান্টিফোলাস, 'এখুনি পালাতে হবে এ শহর ছেড়ে। এখানকার সব্বাই পাগল। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাই না আমি। বন্দরে গিয়ে খবর নাও, আজ রাতে কোন জাহাজ ছাড়ছে কিনা। জলদি যাও। আমি তোমার জন্যে বাজারে অপেক্ষা করছি। ওখানে চলে এসো।'

সাত

বাজারে এক স্বর্ণকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অ্যান্টিফোলাসের। লোকটির নাম অ্যাঞ্জেলো। বলা নেই কওয়া নেই সে একটি সোনার নেকলেস ধরিয়ে দিল অ্যান্টিফোলাসের হাতে।

অ্যান্টিফোলাস তো হতভম্ব।

'এটা চেয়েছে কে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সে। বুঝে উঠতে পারছে না এই অপরিচিত লোকটি কি চায়।

হেসে উঠল অ্যাঞ্জেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এটা একবার নয় অন্তত বিশবার চেয়েছেন আপনি। নিন। আমার ধারণা আপনার স্ত্রীর হাতে এটা দিলে বাড়িতে আর অশান্তি থাকবে না। আজ রাতে মজুরী নিতে আসব আমি।'

'ওটা বরং এখনই নিয়ে রাখুন,' বলল অ্যান্টিফোলাস। 'নইলে নেকলেস আর টাকা দুটোই হারাবেন চিরতরে।'

'আপনি মজার মানুষ!' হেসে বলল অ্যাঞ্জেলো। চলে গেল ওখান থেকে।

'অদ্ভুত লোক,' ভাবল অ্যান্টিফোলাস।

আট

অ্যান্টিফোলাসকে নেকলেস গছিয়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরল অ্যাঞ্জেলো। পথে দেখা হল এক পাওনাদারের সঙ্গে। সে পাওনা টাকা চাইল। সময় প্রার্থনা করল অ্যাঞ্জেলো।

'সঙ্গে টাকা নেই এখন,' বলল সে। 'আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, একটা নেকলেসের টাকা পাব। তখন মিটিয়ে দেব আপনার পাওনা।'

'এসময় অ্যান্টিফোলাস অভ এফিসাস এবং তার পরিচারক ড্রমিওকে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি সোনার দোকানে যাচ্ছি,' বলতে শোনা গেল অ্যান্টিফোলাসকে। 'তুমি দড়ি কিনে নিয়ে এসোগে যাও। বউ আর তার বন্ধু বান্ধবদের উপহার দেব। তখন স্বামীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার মজাটা বুঝবে।'

আদেশ পালন করতে ছুটল ড্রমিও।

'নেকলেসের টাকাটা এখন দেবেন?' দেখা হতেই জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলো।

'জিনিস না পেয়েই টাকা দিয়ে দেব? বেশ মজা পেয়েছেন তো!' জবাব দিল অ্যান্টিফোলাস।

'আবারও ঠাট্টা করছেন। এই দেখুন রশিদ। আজ বিকেলে ওটা দিয়েছি আপনাকে, বাজারে।'

'সারাটা বিকেল বন্ধুর বাসায় কাটিয়েছি। আমাকে আপনি পেলেন কোথায়? ঐ বাসায় আসতে বলেছিলাম আপনাকে, নেকলেস পৌঁছে দেয়ার জন্যে। কই এলেন তো না। আমি এখন আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম, নেকলেস নিতে।'

লেগে গেল তর্ক। ওদের বিবাদ মেটাতে এগিয়ে আসতে হল এক পুলিশকে।

'দুজনেই পুলিশ স্টেশনে চলুন। যা বলার ওখানেই বলবেন।'

ঠিক সে মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল ড্রমিও অভ সিরাকিউস।

'হুজুর, আজ রাতে একটা জাহাজ ছাড়ছে। আমি প্যাসেজ বুক করে এসেছি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হাঁদারাম, তোকে বললাম দড়ি কিনে আনতে!'

অ্যাঞ্জেলো এবং পুলিশটি জাহাজের কথা শুনে ভাবল অ্যান্টিফোলাস অভ এফিসাস দেনা শোধ না করে দেশ ছেড়ে কেটে পড়ার তালে রয়েছে। বলেও ফেলল সে কথা।

অ্যান্টিফোলাস তাকে মিথ্যে সন্দেহ করার জন্যে বকাঝকা করল ওদেরকে। তারপর ড্রমিওকে বলল বাড়ি গিয়ে অ্যাড্রিয়ানার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে আসতে।

'আমাকে পাগলের বাড়িতে পাঠাতে চাইছেন কেন, হুজুর?' ফিসফিস করে বলল ড্রমিও অভ সিরাকিউস, 'ওই মহিলা দুজন তো পাগল!'

'সে আমিও জানি। কিন্তু উপায় নেই। বেগম সাহেবাকে বলবে কাবার্ড থেকে যেন টাকা দিয়ে দেয় তোমাকে। জলদি যাও!'

অনুরোধের বহর দেখে বিস্মিত হল ড্রমিও। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিড়বিড়িয়ে বলল সে, 'কি আর করা! মনিবের কথা তো শুনতেই হবে।'

অ্যাড্রিয়ানার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ড্রমিও অভ সিরাকিউস জেলখানার পথে চলল। এসময় দেখা হয়ে গেল তার আসল মনিবের সঙ্গে।

'বেরোলেন কিভাবে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল সে। 'এই নিন টাকা।'

'বেরোলাম মানে? কি বলতে চাও তুমি? আমি তো বাইরেই রয়েছি। অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আপনাকে না গ্রেফতার করে নিয়ে গেল?' থতমত খেয়ে বলল ড্রমিও।

'বোকার মত কথা বোলো না,' বলল অ্যান্টিফোলাস। 'জাহাজের কোন ব্যবস্থা করতে পারলে?'

'আপনাকে তো জানালামই আজ রাতে ছাড়ছে একটা।'

হাঁফ ছাড়ল অ্যান্টিফোলাস।

'তবে চলো, বোঁচকা বেঁধে সরে পড়ি এদেশ ছেড়ে।'

ওদিকে পুলিশ স্টেশনে বসে রাগে ফোঁস ফোঁস করছে অ্যান্টিফোলাস অভ এফিসাস। এত দেরি করছে কেন ড্রমিও? শেষ পর্যন্ত এল ড্রমিও।

'হুজুর, দড়ি নিয়ে এসেছি,' বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল সে।

বলাই বাহুল্য বেশ কিছু উত্তম মধ্যম পড়ল তার পিঠে।

'ব্যাটা গর্দভ, আনতে বললাম টাকা আর নিয়ে এলি কিনা দড়ি? টাকা কই?'

ভয় পেয়ে গেল ড্রমিও। মনিব আবার টাকা চাইছেন! আবার পাগলামি!

'টাকা নেই!' কোনমতে বলল সে।

'তবে বাড়ি গিয়ে নিয়ে আয়, যা!' চিৎকার করে বলল ক্রুদ্ধ অ্যান্টিফোলাস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

ড্রমিও রওনা হওয়ার আগেই হাজির হল অ্যাড্রিয়ানা। সে নিশ্চিত, তার স্বামী এবং ড্রমিও শয়তানের কবলে পড়েছে। সঙ্গে করে সে এক ওঝা নিয়ে এসেছে, মেরে শয়তান তাড়ানর জন্যে। দুজন মিলে কষে বাঁধল শয়তান তাড়িত (!) লোক দুটিকে। তারপর টেনে নিয়ে চলল।

'করেন কি! করেন কি! উনি আমার জিম্মায় আছেন। ওনাকে আপনারা নিয়ে যাচ্ছেন কোন আইনে?' চেঁচিয়ে উঠলেন পুলিশ অফিসার।

'একেও বাঁধো! একেও শয়তানে পেয়েছে!' নির্দেশ দিল ওঝা।

হুকুম তামিল করল তার চ্যালারা। বেঁধে নিয়ে গেল সকলকে।

'ও জেলে গিয়েছিল কেন?' ওঝা চলে গেলে অ্যাঞ্জেলোকে অ্যাড্রিয়ানা জিজ্ঞেস করল। তার ধারণা পাগল স্বামীকে সারিয়ে তুলতে পারবে ওঝা।

'আমাকে দিয়ে নেকলেস বানিয়েছে। নিয়েওছে সেটা, কিন্তু টাকা দেয়নি,' বলল অ্যাঞ্জেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নেকলেস!' গর্জে উঠল অ্যাড্রিয়ানা, 'আমাকে কথা দিয়েছিল একটা নেকলেস দেবে। এখনও পাইনি ওটা। তারমানে অন্য কোন মেয়েলোককে দিয়ে দিয়েছে। ওহ্, লুসিয়ানা, আমি শেষ!' ফোঁপাতে লাগল সে।

ঠিক তক্ষুণি দেখা মিলল অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস আর তার সঙ্গী ড্রমিওর। তলোয়ার বাগিয়ে ধরেছে তারা।

'ওরা ছুটে গেছে,' আর্তচিৎকার করল অ্যাড্রিয়ানা। 'এদিকে তেড়ে আসছে!'

অ্যাঞ্জেলো আর তার পাওনাদারের দিকে ধেয়ে এল ওরা দুজন।

'ওই দেখুন নেকলেসটা,' বলে উঠল অ্যাঞ্জেলো। 'অথচ উনি বলছেন ওটা তাঁকে দিইনি।'

'অমন কথা কখনোই বলিনি,' বলল অ্যান্টিফোলাস।

'আমাকে মিথ্যুক বলতে চান?' চেঁচাল অ্যাঞ্জেলো।

'আমি মিথ্যে বলছি?' গর্জে উঠল অ্যান্টিফোলাস।

যে কোন মুহূর্তে লড়াই বেধে যেতে পারে। দুজনেই প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ।

'ওকে কিছু বলবেন না। ওর মাথার ঠিক নেই,' বলল অ্যাড্রিয়ানা।

'হুজুর, সেই ডাইনী দুটো,' দুবোনকে দেখে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল ড্রমিও।

'বাপরে! শিগগির চল, আশ্রমে গিয়ে লুকাই,' বলেই ছুটল অ্যান্টিফোলাস। তার পেছন পেছন ড্রমিও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্ন্যাসিনীদের একটি মঠের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছিল ওরা। এবার ঢুকে পড়ল ওটার ভেতর।

খানিক বাদে বেরিয়ে এলেন মঠাধ্যক্ষ।

'আমার স্বামীকে বাইরে আসতে বলুন, প্লীজ। আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাব,' অনুরোধ করল অ্যাড্রিয়ানা। 'ওর মাথার দোষ আছে।'

'দোষটা হল কি কারণে?' জানতে চাইলেন মঠাধ্যক্ষ ভদ্রমহিলা। 'জাহাজডুবিতে কোন বন্ধুকে হারিয়েছে? নাকি সহায় সম্পত্তি নষ্ট করেছে? প্রেমে ব্যর্থ হয়নি তো?'

'শেষেরটাই ঠিক,' জবাব দিল অ্যাড্রিয়ানা, 'ও কারও প্রেমে পড়েছে। হাজার বকেও ফেরাতে পারিনি।'

'তারমানে তোমার জ্বালাতেই পাগল হয়ে গেছে ও। বকে বকে মাথাটা খারাপ করে দিয়েছ,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'ওকে নিয়ে যেতে দিচ্ছি না আমি। তোমার স্বামী আর তার চাকর এখানে আশ্রয়ের জন্যে এসেছে। ওদের যতদিন ইচ্ছে এখানেই থাকবে।' কথা কটা বলে তিনি চলে গেলেন মঠের ভেতর।

'আমি ডিউকের কাছে নালিশ করব,' ক্ষিপ্ত অ্যাড্রিয়ানা চেঁচাল।

'এখনই করুন না,' বলল অ্যাঞ্জেলো। অ্যাড্রিয়ানার সঙ্গে মঠাধ্যক্ষ ভদ্রমহিলার কথোপকথন এতক্ষণ উপভোগ করছিল সে। 'ওই দেখুন, ডিউক এপথেই আসছেন, সিরাকিউসের এক সওদাগরের কল্লা নেয়ার জন্যে।'

অ্যাঞ্জেলোর কথাই ঠিক। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে

www.BanglaBook.org

আসছেন ডিউক। এজনকে ঘিরে রেখেছে পাহারাদারেরা।

'মহামান্য ডিউক,' বলল অ্যাড্রিয়ানা, 'মোহান্ত আমার স্বামীকে আটকে রেখেছেন, আমার সঙ্গে যেতে দিচ্ছেন না।'

অ্যাড্রিয়ানা সারা দিনের সব ঘটনাই খুলে বলল ডিউককে।

'আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব,' বললেন ডিউক। 'ভদ্রমহিলা ভাল, বিচক্ষণও বটে।'

দশ

অ্যাড্রিয়ানা যখন ডিউকের সঙ্গে কথা বলছে তখন তার এক কাজের লোক ছুটে এল।

'বেগম সাহেবা, সাহেব আর ড্রমিও ওঝার হাত ফসকে পালিয়েছেন। খুঁজে বেড়াচ্ছেন আপনাকে, চোখে তাঁদের খুনের নেশা।'

ডিউক সাহস জোগালেন অ্যাড্রিয়ানাকে। বললেন তাকে রক্ষা করবেন।

'অ্যান্টিফোলাসকে আমি চিনি। ও আপনার কোন ক্ষতি করবে না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্টিফোলাস অভ এফিসাস যখন ডিউককে দেখল তখন সে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

'হুজুর, এই মহিলা বলতে চায় সে আমার স্ত্রী। অথচ আমার সঙ্গে কাজের লোকদের মত আচরণ করে। আমাকে বাসায় ঢুকতে দেয়নি, সবার সামনে অপমানিত হয়েছি। আর এখন বলছে আমি নাকি পাগল। কোত্থেকে এক পাগলা ওঝা ধরে নিয়ে এসেছে, আমাকে সারাবার জন্যে। আপনি এর বিচার করুন, হুজুর।'

'ওর পাগলামির প্রমাণ পেলেন?' প্রশ্ন করল অ্যাড্রিয়ানা। 'আমার সঙ্গে বসে ডিনার করেছে, আর বলে কিনা ওকে বাসায় ঢুকতে দিইনি!'

অ্যাঞ্জেলো বলল তার সঙ্গেও অদ্ভুত আচরণ করেছে অ্যান্টিফোলাস।

'সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!' চেঁচালেন ডিউক। 'তোমরা সব মাতাল। অ্যান্টিফোলাস পাগল হলে এত গুছিয়ে কথা বলতে পারত? তোমাদের গল্পগুলোও বেখাপ্পা। স্ত্রী বলছে স্বামী তার সঙ্গে ডিনার করেছে, আর স্বামী বলছে বন্ধুর সঙ্গে! অ্যাঞ্জেলো বলছে ওকে সে নেকলেস দিয়েছে। অথচ অ্যান্টিফোলাস তা অস্বীকার করছে। পাগল হয়ে যাব! মোহান্তকে ডাকো।'

স্থির দৃষ্টিতে অ্যান্টিফোলাস অভ এফিসাসকে এতক্ষণ লক্ষ করেছেন এজন।

'মাই লর্ড,' ডিউককে বললেন তিনি, 'এটাই আমার ছেলে—অ্যান্টিফোলাস, যাকে গত ক'বছর ধরে খুঁজে

www.BanglaBook.org

মরছি। আর ও হচ্ছে ড্রমিও, আমার ছেলের সঙ্গী।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ওরা দুজন।

'আমরা আপনাকে চিনি না,' দুজনই বলল। 'আপনিও কি পাগলা ওঝার রোগী?'

'আমাকে চেনো না?'

'জীবনেও দেখিনি।'

'আমি তোমার বাবা। কি নিষ্ঠুর জীবন! আমার ছেলে আমাকে চিনতে পারছে না! এখনও অতটা বুড়ো হইনি যে নিজের ছেলেকে চিনতে ভুল করব।'

'সবাই জানে জন্মেও সিরাকিউসে যাইনি আমি। আমার বাবা নেই, তাঁকে কোনদিন দেখিওনি।'

'সাত বছর আগে ছেড়ে এসেছিস আমায়। এত জলদি সব ভুলে গেলিরে বাপ?'

'অ্যান্টিফোলাসকে বহু বছর ধরে চিনি,' বললেন ডিউক। 'আমি ওর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারি।'

সে মুহূর্তে মঠাধ্যক্ষ বেরিয়ে এলেন অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস আর ড্রমিওকে নিয়ে।

'বাবা!' ডেকে উঠল অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস।

'হুজুর, আপনাকে বেঁধে রেখেছে কেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল ড্রমিও অভ সিরাকিউস।

মঠাধ্যক্ষ ততক্ষণে চিনে ফেলেছেন এজনকে। ইনি আর কেউ নন, তাঁরই হারানো স্বামী।

'ওঁর বাঁধন খুলে দিন,' বললেন তিনি। 'আমি ওঁর জামিনের টাকা দিয়ে দেব, যদি উনি জাহাজডুবির সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এজন হয়ে থাকেন।'

'এমিলিয়া, তুমি? বেঁচে আছ এখনও?' স্ত্রীকে চিনতে পেরে চিৎকার করে উঠলেন এজন।

'জেলেরা বাঁচিয়েছিল আমাকে। পরে ওরাই বাচ্চা দুটোকে চুরি করে নেয়। তারপর এখানে চলে এসেছি, থাকছি তখন থেকে।'

চমকিত হলেন ডিউক। এজনের মুখে শোনা দুঃখজনক ঘটনাটির মধুর সমাপ্তি দেখে খুশি হয়ে উঠলেন।

'তুমি আমার স্বামী নও?' দেবরকে জিজ্ঞেস করল অ্যাড্রিয়ানা। 'আমার সঙ্গে কি তুমিই ডিনার করেছিলে?'

'হ্যাঁ,' নম্র গলায় জবাব দিল অ্যান্টিফোলাস অভ সিরাকিউস। 'আপনি আমার বোনের মত। আর যে মহিলা বোন হতে চাইছিল তার নিশ্চয়ই এখন মত পাল্টাতে আপত্তি নেই?' লুসিয়ানার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল সে।

সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। ছাড়া পেলেন এজন। যমজ ভাইয়েরা বাবা-মার সঙ্গে মিলিত হল। দুই ড্রমিও-ও পরস্পরকে ফিরে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য মার্চেন্ট অভ ভেনিস

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রধান চরিত্র

অ্যান্টোনিওঃ ভেনিসের সওদাগর।

ব্যাসানিওঃ তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

শাইলকঃ সুদখোর ইহুদি।

পোর্শিয়াঃ ধনী মহিলা।

জেসিকাঃ শাইলকের মেয়ে।

লরেঞ্জোঃ জেসিকার প্রেমিক।

গ্র্যাশিয়ানোঃ ব্যাসানিওর বন্ধু।

নেরিসাঃ পোর্শিয়ার সহচরী।

স্যালেরিওঃ অ্যান্টোনিওর বন্ধু।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক

ভেনিস তখন ছিল বড়লোকদের শহর। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল শহরটি। মূলত সওদাগরদের প্রাধান্য ছিল ভেনিসে। বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক ছিল তারা। তাদেরই একজন হচ্ছে অ্যান্টোনিও।

দয়ালু এবং উদার লোক হিসেবে পরিচিতি ছিল তার। লোকের বিপদে আপদে সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। বন্ধু হিসেবেও সে ছিল বিশ্বস্ত।

অ্যান্টোনিওর সবচেয়ে কাছের বন্ধুর নাম ব্যাসানিও। সুদর্শন যুবকটি উচ্চবংশীয়। তার আবার খরচের হাতটাও বড়। অ্যান্টোনিওর ওপর অগাধ আস্থা তার। বিশ্বাস রয়েছে, দেনার দায়মুক্ত হতে তাকে সব সময়ই সাহায্য করবে সওদাগর বন্ধুটি।

ভেনিসে অ্যান্টোনিওর একমাত্র শত্রু হচ্ছে শাইলক। ইহুদি, সুদের ব্যবসা করে। চড়া সুদে খ্রীষ্টান বণিকদের ধার দেয় সে। ধূর্ত, লোভী এবং নির্দয় লোক হিসেবে চেনে তাকে লোকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

ব্যাসানিও একদিন বন্ধুর কাছে বিশেষ একটি অনুরোধ নিয়ে এল।

'বেলমন্টে এক মহিলা আছে,' বলল সে। 'পোর্শিয়া নাম। তাকে বিয়ে করতে চাই আমি। সে যেমনি সুন্দরী তেমনি বড়লোক। কিন্তু ভালবাসার কথা তাকে জানাতে সাহস পাই না। আমার মত গরীবকে সে বিয়ে করবে কেন? অনেক যোগ্য লোক তার পিছে ঘুরঘুর করছে।'

'অ্যান্টোনিও, এই লোকগুলোর পাশে অন্তত দাঁড়াতে তো হবে। জানি সেক্ষেত্রে আমার প্রস্তাবে রাজি হবে ও। আমাকে সাহায্য করতে হবে, ভাই। তিন হাজার ডাকাট দিতে হবে।'

'আমার সব টাকা এখন ব্যবসায় খাটছে, জাহাজগুলোতে,' জবাব দিল অ্যান্টোনিও। 'তবু শহরে যাও তুমি। গিয়ে দেখো, কেউ ধার দেয় কিনা। আমার নামে টাকাটা লিখে রাখতে বলবে। আমিও দেখছি কি করা যায়। বুঝতে পারছি বেলমন্টে যাওয়ার জন্যে এক

www.BanglaBook.org

পায়ে খাড়া তুমি।'

তিন

ব্যাসানিও ধার চাইল গিয়ে শাইলকের কাছে। ব্যাসানিও যখন বলল তিন হাজার ডাকাট দিলে তিন মাসের ভেতর শোধ করা হবে তখন আঁইগুঁই করতে লাগল শাইলক। তারপর কি ভেবে বলল, 'অ্যান্টোনিও ভাল লোক।'

'তাতে কারও সন্দেহ আছে?' রেগে জিজ্ঞেস করল ব্যাসানিও।

'না, না তা বলছি না। আসলে বলতে চাইছি ওর ওপর ভরসা রাখা যায়,' দ্বিধান্বিত শাইলক বলল। তারপর যোগ করল, 'অ্যান্টোনিওর টাকা আছে, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবই ব্যবসায় ঢেলে দিয়েছে। ত্রিপোলি, ইণ্ডিস, মেক্সিকো, ইংল্যাণ্ড সবখানে চলে গেছে তার জাহাজগুলো। জাহাজের কোন বিশ্বাস নেই। ডুবে যেতে পারে। বোম্বেটেদের খপ্পরে পড়াও অসম্ভব নয়। তবে এটাও ঠিক, অ্যান্টোনিওকে টাকা ধার দেয়াটা নিরাপদ। বেশ,' বলল শাইলক। 'তবে তাকে একটা চুক্তিপত্র সই করতে বলুন, টাকা আমি দেব।'

www.BanglaBook.org

*

বন্ধুর সঙ্গে এল অ্যান্টোনিও। তাকে দেখামাত্রই ঘৃণায় গা রিরি করে উঠল শাইলকের। এই খ্রীষ্টান বণিক নানাভাবে অপমান করেছে তাকে। সে সুদ খায় বলে জনসমক্ষে তাকে 'কুকুর' বলেছে, গায়ে থুথু দিয়েছে।

বিপদগ্রস্ত মানুষকে বিনা সুদে ধার দেয় অ্যান্টোনিও। ফলে সুদের হার পড়ে গেছে ভেনিসে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শাইলক। তাছাড়া অ্যান্টোনিও খ্রীষ্টান। ইহুদিরা তার দু চোখের বিষ। কথাগুলো মনে পড়তে প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলে উঠল শাইলক। অ্যান্টোনিওকে ফাঁদে ফেলার বুদ্ধি আঁটল সে।

'অ্যান্টোনিও,' বলল শাইলক, 'আমাকে অনেক গালমন্দ করেছ তুমি। আমার মক্কেলদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করেছ। সবই মুখ বুজে সহ্য করেছি। ধৈর্য হচ্ছে ইহুদিদের অলংকার। এখন তুমি এসেছ আমার কাছে ধার চাইতে। কুকুর কি ধার দিতে পারে? কুকুরের কাছে তিন হাজার ডাকাট থাকা কি সম্ভব?'

'আমি তোমার কাছে ধার চাইতে এসেছি। তুমি আমার শত্রু। কখনোই তোমাকে বন্ধু ভাবতে পারব না। আশ মিটিয়ে আমার সঙ্গে ব্যবসা করে নাও তুমি। সুদের হার যত ইচ্ছে চড়াও, আমি শোধ করে দেব,' একটানা কথাগুলো বলল অ্যান্টোনিও। রেগে গেছে সে।

'এত রাগছ কেন?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল শাইলক। 'আমি তোমার সঙ্গে সব মিটমাট করে ফেলতে চাই। সব

www.BanglaBook.org

অপমান ভুলে যেতে চাই। সেজন্যেই তোমাকে টাকা ধার দেব আমি, এবং বিনা সুদে।'

চার

ব্যাপারটা সন্দেহজনক। কিন্তু খুব একটা খেয়াল করল না অ্যান্টোনিও।

শাইলক তখন মহা ফুর্তিতে বলে চলেছে, 'একটা মজা করি এসো। চুক্তি হবে আমাদের। একটি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ধার শোধ করতে না পারলে শরীর থেকে এক পাউণ্ড মাংস হারাবে তুমি। ইচ্ছেমত যে কোন অঙ্গ থেকে মাংসটুকু কেটে নেব আমি।'

'আমি তাতেই রাজি,' বলল অ্যান্টোনিও, 'চুক্তি সই করব, এবং এটাও স্বীকার করব তোমার মনে দয়ামায়া আছে।'

কিন্তু বেঁকে বসল ব্যাসানিও।

'আমি তোমাকে অমন চুক্তি করতে দেব না,' বলল সে। 'কোন কারণে তোমার জাহাজগুলো যদি ঠিকমত ফেরত না আসে, তখন? শাইলক তো তোমাকে ছাড়বে না। এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেবে। তোমার হৃৎপিণ্ড

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কেটে ফেলবে ও। কারও কিছু করার থাকবে না। না, বন্ধু, আমার জন্যে এতবড় ঝুঁকি তুমি নিয়ো না।'

বৃথাই অনুরোধ করল ব্যাসানিও। হেসে বন্ধুর ভীতি দূর করতে চাইল অ্যান্টোনিও।

'মিছেই ভয় পাচ্ছ তুমি। ধার শোধ করতে অতদিন লাগবে না। জাহাজগুলো তার আগেই পৌঁছে যাবে,' বলল অ্যান্টোনিও।

সানন্দে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করল সে।

পাঁচ

পোর্শিয়ার বাবা মৃত্যুর আগে অদ্ভুত এক পরিকল্পনা করে গেছেন। মেয়েকে তিনটে কৌটো দিয়েছেন তিনি। প্রথমটি সোনা, দ্বিতীয়টি রূপা এবং তৃতীয়টি সীসার তৈরি।

একটি কৌটোর ভেতর আছে পোর্শিয়ার ছবি। যে পাণি প্রার্থী প্রথমে আন্দাজ করতে পারবে কোন কৌটোয় ছবিটি রয়েছে সেই পাবে পোর্শিয়াকে।

তবে আরও একটি শর্ত রয়েছে। সব পাণি প্রার্থীকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, তাদের অনুমানে ভুল হলে জীবনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারা আর বিয়ে করবে না।

ব্যাপারটি কঠিন নিঃসন্দেহে। অনেকেই শর্ত শুনে কেটে পড়েছে, পোর্শিয়ার ধারে কাছেও ঘেঁষেনি।

এবার অনেকেই এসেছেন বেলমন্টে। প্রত্যেকেই ধনী এবং সুবিখ্যাত। তাঁদের মধ্যে মরক্কোর রাজকুমার, স্কটল্যাণ্ডের লর্ড, স্পেনের রাজকুমার সকলেই আছেন।

তবে এঁদের কাউকেই পছন্দ নয় পোর্শিয়ার। এবং এঁরা কেউ সঠিক অনুমানও করতে পারেননি।

প্রথমে চেষ্টা করলেন মরক্কোর রাজকুমার।

'রূপা আর সীসা সস্তা জিনিস,' ভাবলেন তিনি। 'পোর্শিয়ার ছবি ও দুটোতে থাকতেই পারে না। আমি সোনার কৌটো খুলব।'

যে ভাবা সেই কাজ। রাজকুমার সোনার কৌটো খুললেন এবং ঠকলেন। কৌটোর ভেতরে রয়েছে একটি মড়ার খুলির ছবি। তাছাড়া একটি কথাও লেখা রয়েছেঃ "চকচক করলেই সোনা হয় না।" ভগ্ন হৃদয়ে রাজকুমার বেলমন্ট ত্যাগ করলেন।

তারপর কৌটো খুললেন স্পেনের রাজকুমার। তাঁর ধারণা হল পোর্শিয়ার ছবি রূপার কৌটোয় রয়েছে। ওটাই খুললেন তিনি। ভেতরে পেলেন এক ভাঁড়ের মাথার ছবি। তিনিও বেলমন্ট ত্যাগ করলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল পোর্শিয়া। কারণ পাণি প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র ব্যাসানিওকেই পছন্দ তার। তবে পছন্দ হলে কি হবে, ব্যাসানিওকে ঠিক কৌটো খুলতে তো হবে। নইলে মনের

www.BanglaBook.org

আশা পূরণের কোন সম্ভাবনাই নেই।

'কদিন ভেবে নিয়ে তারপর কৌটো বাছাই কোরো, ব্যাসানিওকে উপদেশ দিল পোর্শিয়া। 'কারণ ভুল যদি করে বসো তবে তোমাকে চিরতরে হারাব আমি। তোমাকে আসল কৌটোটা চিনিয়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আমি প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারব না।'

'আমি এখনই বাছব,' বলল ব্যাসানিও। 'নইলে যত অপেক্ষা করব ততই মানসিক কষ্ট সইতে হবে।'

'মানসিক কষ্ট?' প্রশ্ন করল পোর্শিয়া।

'হ্যাঁ। সর্বক্ষণ ভয় পাই, ভুল কৌটো বেছে হয়ত পাব না তোমাকে।'

'বেশ,' বলল পোর্শিয়া, 'এখনই বেছে নাও।' তারপর কাজের লোকদের বলল, 'সবাইকে পিছিয়ে দাঁড়াতে বলো। এখন ব্যাসানিওর পালা। তোমরা বাজনা বাজাও।'

ব্যাসানিও খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল কৌটোগুলোকে। সোনা আর রূপার কৌটো সরিয়ে রেখে সীসারটা বেছে নিল সে। ওটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল পোর্শিয়ার ছবি। জিতে গেছে ব্যাসানিও, পোর্শিয়াও।

হবু দম্পতির আনন্দ ধরে না। মনে মনে আসন্ন বিয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করল ওরা।

ব্যাসানিওর সঙ্গে বেলমন্টে এসেছে তার এক বন্ধু, গ্র্যাশিয়ানো। পোর্শিয়ার সহচরী নেরিসাকে মনে ধরে গেছে তার। প্রেম নিবেদনও করেছে। মেয়েটি জানিয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার প্রস্তাব গ্রহণ করবে সে, যদি ব্যাসানিও আর পোর্শিয়ার বিয়ে হয়। এখন আর কোন বাধা রইল না। বিয়েতে সানন্দে মত দিল নেরিসা।

সিদ্ধান্ত হল, একই সময় দুটি বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

ছয়

ওদিকে, ভেনিসে শাইলকের মেয়ে জেসিকা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। সে ভালবাসে লরেঞ্জো নামে এক যুবককে, তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বাধা দিয়েছে শাইলক। লরেঞ্জোকে অপছন্দ তার। কারণ, লরেঞ্জো খ্রীষ্টান এবং অ্যান্টোনিওর বন্ধু।

এক রাতে টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি নিয়ে বাপের বাড়ি ছাড়ল জেসিকা। পালিয়ে গেল লরেঞ্জোর সঙ্গে। ভেনিস ত্যাগ করল ওরা, বিয়ে করার মানসে।

মহাখাপ্পা হল শাইলক। মেয়ের চেয়েও তার বেশি কষ্ট হচ্ছে টাকা আর গয়নার জন্যে। 'যাবি তো যা,' ভাবল সে, 'আমাকে পথে বসিয়ে গেলি কি জন্যে?'

লরেঞ্জো অ্যান্টোনিওর বন্ধু, সেহেতু তার খ্রীষ্টান শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ আরও বাড়ল শাইলকের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অ্যান্টোনিওকে দেখে নেবে সে।

জেসিকা আর লরেঞ্জো ভেনিস ত্যাগের সময় স্যালেরিওর মুখোমুখি পড়ে গেল। স্যালেরিও অ্যান্টোনিওর বন্ধু। সে একটি চিঠি নিয়ে বেলমন্ট চলেছে। অ্যান্টোনিও ব্যাসানিওকে চিঠিটি লিখেছে। স্যালেরিও প্রেমিক যুগলকে তার সঙ্গে যেতে রাজি করাল। পোর্শিয়ার বাড়িতে পৌঁছেই স্যালেরিও চিঠিটি তুলে দিল ব্যাসানিওর হাতে।

সাত

পোর্শিয়া লক্ষ্য করল চিঠিটি পড়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্যাসানিওর মুখ। কারণ জিজ্ঞেস করলে ব্যাসানিও বলল, 'চরম দুঃসংবাদ আছে। তোমার কাছে সত্য গোপন করিনি কখনও। জানোই তো আমি গরীব মানুষ। নিজের বলতে কিছুই নেই আমার। অ্যান্টোনিওর কাছ থেকে তিন হাজার ডাকাট ধার করেছি আমি। আমার জন্যে টাকাটা এক ইহুদির কাছ থেকে ধার করেছিল ও। ওর কারণেই এখানে আসতে পেরেছি, তোমার ভালবাসা পেয়েছি।'

চুপ করে শুনল পোর্শিয়া। সব শুনেও ব্যাসানিওর

www.BanglaBook.org

প্রতি দুর্বলতা এতটুকু কমল না তার।

বলে চলল ব্যাসানিও, 'অ্যান্টোনিও লিখেছে, ওর সবগুলো জাহাজ সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। পাওনাদাররা টাকার জন্যে চাপাচাপি শুরু করেছে। তাছাড়া ইহুদি লোকটার সঙ্গে ওর চুক্তিটা তো আছেই। অ্যান্টোনিও মৃত্যুর আগে আমাকে একবার দেখতে চায়। আমাকে যেতেই হবে।'

শাইলকের সঙ্গে অ্যান্টোনিওর চুক্তিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ শুনল পোর্শিয়া।

'মাত্র তিন হাজার ডাকাট ধার নিয়েছে!' বলে উঠল সে। 'আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে আমার সমস্ত সম্পত্তি তুমি পাচ্ছ। তখন তিন হাজার ডাকাট কেন তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি টাকা তুমি শোধ করতে পারবে। তোমার বন্ধুকে নিয়ে চলে আসতে পারবে আমার এখানে। এত ঘাবড়াচ্ছ কেন?'

কিন্তু ব্যাসানিও একবিন্দু স্বস্তি পাচ্ছে না। সে পোর্শিয়াকে জানাল, টাকা দিয়ে শাইলককে খুশি করা যাবে না।

'লোকটা কিছুই শুনছে না। সে চুক্তি মোতাবেক অ্যান্টোনিওর এক পাউণ্ড মাংস চায়। ডিউক অভ ভেনিস সহ অন্যান্য মান্যগণ্য লোকেরা অনেক বুঝিয়েছে তাকে, কাজ হয়নি। সে বলেছে, চুক্তি যেহেতু বৈধ সেহেতু ন্যায় বিচার করতেই হবে।'

পোর্শিয়া বুঝদার মেয়ে। সে ব্যাসানিওকে নিয়ে চলে

www.BanglaBook.org

গেল গির্জায়, বিয়ে হল তাদের। ওদিকে, গ্র্যাশিয়ানোও বিয়ে করল নেরিসাকে।

ব্যাসানিও এখন বিপুল টাকার মালিক। সে গ্র্যাশিয়ানোকে নিয়ে তখুনি ছুটল ভেনিসের পথে। মনে ক্ষীণ আশা, বন্ধুর প্রাণটা হয়ত টাকার জোরে রক্ষা করতে পারবে।

আট

ব্যাসানিও ভেনিসে পৌঁছোনর আগেই শুরু হয়ে গেছে বিচার। ডিউকের অনুরোধ গায়ে মাখেনি শাইলক।

'আমি ন্যায্য বিচার চাই। অ্যান্টোনিওকে ঘৃণা করি আমি, কাজেই প্রতিশোধ নেব,' বলল সে।

'কাউকে অপছন্দ করলেই তাকে খুন করে মানুষ?' জিজ্ঞেস করল ব্যাসানিও।

'ওকে এসব বলে কোন লাভ নেই,' বলল অ্যান্টোনিও। 'তারচেয়ে বরং রায় হয়ে যাক।'

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয় ব্যাসানিও।

'তিন হাজারের বদলে তোমাকে ছয় হাজার ডাকাট দেব,' লোভ দেখাল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু তার কথা কানেই তুলল না শাইলক।

'আমি চুক্তির বাস্তবায়ন চাই,' তার এক কথা।

নয়

ঠিক সে সময় কোর্টে প্রবেশ করল এক তরুণ ক্লার্ক। বিখ্যাত উকিল বেলারিওর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছে সে। অ্যান্টোনিওর পক্ষে মামলা লড়ার কথা তাঁর।

বেলারিও লিখেছেনঃ 'আমি অসুস্থ, আসতে পারছি না। আমার বদলে রোমের এক তরুণ আইনবিদকে পাঠাচ্ছি। তাঁর নাম বালথাজার। মামলার ব্যাপারে আলাপ করেছি আমরা, আমার অভিমত জানেন তিনি। বয়স কম বলে তাঁকে অবহেলা করবেন না। এত জ্ঞানী আইনজ্ঞ আমার চোখে আর পড়েনি।'

তরুণ উকিল প্রবেশ করলেন কোর্টে। তাঁকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে সেই তরুণ ক্লার্ক। কোর্টের কেউই চেনেন না এই অপরিচিত তরুণদ্বয়কে। তবে এদের চেনা আসলে খুব একটা কষ্টকর কিছু নয়।

পোর্শিয়ার বুদ্ধি খুব পরিষ্কার। এই বিপদের মুহূর্তে মাথা খেলাতেই এসেছে সে। ব্যাসানিও ভেনিসের পথে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রওনা দেয়ার পর থেকেই সে স্বামীর বন্ধু এবং স্বামীকে সাহায্য করার জন্যে চিন্তা ভাবনা করেছে।

স্বামীর মুখে অ্যান্টোনিওর বন্ধু বৎসলতার কথা শুনে তাকে সাহায্য করতে এক পায়ে খাড়া সে। বেলারিওকে চেনে ও। এ-ও জানে ডিউক তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন অ্যান্টোনিওর পক্ষে মামলা লড়ার জন্যে।

বেলারিওকে চিঠি লিখেছে পোর্শিয়া, মামলার চরিত্র সম্বন্ধে জানিয়েছে, উপদেশ চেয়েছে। এমনকি তাঁর কাছে উকিলের পোশাক পর্যন্ত চেয়ে পাঠিয়েছে।

বেলারিও চিনতেন পোর্শিয়াকে। এই মহিলার প্রতি আস্থা রয়েছে তাঁর। তাই তার অনুরোধ আর ফেলতে পারেননি।

নেরিসাকে সহকারী সাজিয়ে ভেনিসে চলে এসেছে পোর্শিয়া। বালথাজারের ছদ্মবেশধারী পোর্শিয়া তার বাচনভঙ্গি দিয়ে মন কেড়ে নিল সবার। শাইলকের সঙ্গে পরিচিত হল সে, তাকে ক্ষমাশীল হতে অনুরোধ করল।

'কেন ক্ষমা করব?' খেঁকিয়ে উঠল শাইলক।

পোর্শিয়া তখন ক্ষমার গুণাগুণ বর্ণনা করল।

'ও জিনিসটা স্বর্গীয় বৃষ্টির মত ঝরে পড়ে,' বলল সে। 'ক্ষমার দু রকম গুণ। যে ক্ষমা করে সে তো আশীর্বাদপুষ্ট হয়ই, যে ক্ষমা লাভ করে সে-ও বিশুদ্ধ হয়। এখন ভেবে দেখুন, দাবি ছাড়বেন কিনা।'

'কোন প্রশ্নই ওঠে না,' একই কথা শাইলকের। পোর্শিয়া শাইলককে তার পাওনার তিনগুণ টাকা গ্রহণ

www.BanglaBook.org

করার আমন্ত্রণ জানাল। প্রত্যাখ্যান করল শাইলক।

'আপনি আইনত এক পাউণ্ড মাংসের দাবিদার। বেশ, আপনার ছুরি বার করুন,' নিরুপায় পোর্শিয়া বলল।

শাইলকের খুশি ধরে না।

চুক্তির শর্তের কথা ভাল করেই জানা আছে পোর্শিয়ার। তবু সে শাইলককে অনুরোধ করল ওটা তাকে দেখানর জন্যে। সানন্দে দেখাল শাইলক।

'আপনি এক পাউণ্ড মাংস পাবেন। কিন্তু আবারও অনুরোধ করছি আমার মক্কেলকে ক্ষমা করে দিন। টাকা নিন আপনি, আমাকে চুক্তি পত্রটা ছিঁড়ে ফেলতে দিন।'

বারবার একই কথা শুনে বিরক্ত হয়ে গেছে শাইলক।

'আমার ইচ্ছের নড়চড় হবে না,' বলল সে। 'আমি চাই এখুনি বিচার কার্যকর হোক।'

বাহ্যত হতাশ পোর্শিয়া এবার ফিরল অ্যান্টোনিওর দিকে।

'আপনি তৈরি হয়ে নিন। আইন শাইলকের পক্ষে।' একথা শুনে কাপড় খুলে বুক উন্মোচিত করল অ্যান্টোনিও।

শাইলকের হাসি গিয়ে ঠেকল দু কানে।

'সঙ্গে স্কেল আছে তো?' জিজ্ঞেস করল পোর্শিয়া।

'আছে,' বলল শাইলক। উঁচিয়ে দেখাল।

'ডাক্তারের ব্যবস্থা রেখেছেন? অ্যান্টোনিওর রক্তপাত বন্ধ করতে হবে না?'

'চুক্তিতে সেরকম কথা ছিল না।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু দয়ার খাতিরে?'

গোঁ ধরে রইল শাইলক। অমন কথা চুক্তিতে নেই, কাজেই মানবে না সে।

অ্যান্টোনিও শেষ বিদায় জানাল প্রিয় বন্ধু ব্যাসানিওকে। জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে তার, প্রচণ্ড মানসিক চাপ সয়ে। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত সে।

সবার সহানুভূতি রয়েছে অ্যান্টোনিওর জন্যে। কিন্তু তার আর বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। তার উকিল বালথাজারও আইনের পক্ষে।

'এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিন আপনি,' বলল পোর্শিয়া।

ক্রুর হেসে শিকারের দিকে এগিয়ে গেল শাইলক। বিপর্যস্ত অ্যান্টোনিওর উদ্দেশে বলল, 'তৈরি হও।'

দশ

কোর্টে পিন পতন নিস্তব্ধতা। উত্তেজনায় দম আটকে আসছে যেন উপস্থিত সকলের।

'দাঁড়ান,' বলে উঠল কে যেন। সব জোড়া চোখ ঘুরে গেল বক্তার দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এই চুক্তির ফলে,' বলল পোর্শিয়া, 'এক পাউণ্ড মাংস পাবেন আপনি। কিন্তু সাবধান, এক ফোঁটা রক্তও যেন না বেরয়। মাংস কাটতে গিয়ে রক্ত ঝরালে আপনার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে, ভেনিসের আইন অনুসারে।'

এই ঘোষণায় কেবল যে শাইলকই বিস্মিত হল তা নয়, অ্যান্টোনিওর বন্ধুরাও অবাক হয়ে গেল।

আইনের ফাঁক খুঁজে পেয়েছে পোর্শিয়া। সবাই জানে রক্তপাত না করে মাংস কেটে নিতে পারবে না শাইলক।

ব্যাপারটা ধূর্ত সুদখোরেরও বুঝতে অসুবিধা হল না।

'এটাই আইন নাকি?' কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

আইনের নির্দেশ স্পষ্ট দেখিয়ে দিল পোর্শিয়া।

মুখ কালো হয়ে গেল শাইলকের।

'আমাকে তিনগুণ টাকা দেয়ার কথা বলেছিলেন, তাই দিন,' কোনমতে বলল শাইলক।

'না,' কঠিন গলায় বলল পোর্শিয়া।

'তবে যে টাকাটা ধার দিয়েছিলাম সেটাই দিন,' অনুনয় করল শাইলক।

'না। আপনি বিচার চেয়েছিলেন, টাকা চাননি।'

ব্যাসানিও সেই মুহূর্তেই শাইলকের ঋণ শোধ করে দিতে চাইল। কিন্তু সমস্ত কিছুর ওপর এখন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে পোর্শিয়ার। সে যা বলবে তাই হবে।

'কি হল? দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বিনা রক্তপাতে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিন না।'

শাইলকের আর কি করার আছে? নিজের কপাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেই পুড়িয়েছে সে। পরাজয় মেনে নিয়ে কোর্ট ছাড়ার উদ্যোগ নিল সে। তাকে থামাল পোর্শিয়া। 'ভেনিসের আইন মোতাবেক, কোন বিদেশী যদি ভেনিসের কোন নাগরিকের প্রাণ নিতে চায় তবে তার সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয়ে যায় সেই ভেনিসবাসী, আর বাকি অর্ধেক পায় রাষ্ট্র। আরও কথা আছে, সেই বিদেশীর জীবন-মরণ তখন নির্ভর করে ডিউকের করুণার ওপর। ডিউক চাইলে তার প্রাণ নিতে পারেন। কাজেই আপনার উচিত ডিউকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করা।'

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যে লোক খানিক আগে অন্যকে ক্ষমা করার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়েছে এখন তাকেই নিজের জীবনের জন্যে অনুরোধ করতে হচ্ছে।

শাইলককে প্রাণে মারলেন না ডিউক। তবে বললেন, 'আপনার সমস্ত সম্পত্তি অ্যান্টোনিও আর রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগাভাগি হবে।'

অ্যান্টোনিও এসময় বলল, 'আমি শাইলকের সম্পত্তি চাই না। তবে তাকে কথা দিতে হবে, তার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অর্ধেক পাবে জেসিকা, তার মেয়ে। আমার বন্ধু লরেঞ্জোকে বিয়ে করেছে সে।'

পোর্শিয়া এবার ফিরল শাইলকের দিকে।

'আপনি রাজি আছেন? রাজি থাকলে একটি চুক্তি হবে, আপনি তাতে সই করবেন।'

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে শাইলকের। রাজি না হয়ে উপায় নেই তার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমি অসুস্থ বোধ করছি। চুক্তি তৈরি করে পাঠিয়ে দেবেন, সই করে দেব।' ধীরে ধীরে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল শাইলক।

সবার হাসির খোরাকে পরিণত হল সে।

বালথাজারের জন্যে বিরাট বিজয় এই বিচার। ডিউক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করলেন তার। ব্যাসানিও ডিনারে আমন্ত্রণ জানাল তাকে। কিন্তু অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেল পোর্শিয়া।

অ্যান্টোনিও এগিয়ে গেল পোর্শিয়ার দিকে। কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে তিন হাজার ডাকাট দিতে চাইল। কিন্তু নিতে রাজি হল না সে। ব্যাসানিও তখন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কিছু একটা উপহার দিতে চাইল তাকে।

'এতই যখন চাপাচাপি করছেন,' ব্যাসানিওকে বলল পোর্শিয়া, 'তবে আপনার আঙটিটি দিন।'

আসল ব্যাপার হচ্ছে বিয়ের সময় পোর্শিয়া এবং নেরিসা তাদের স্বামীদের আলাদা ভাবে একটি করে আঙটি উপহার দিয়েছিল। বলেছিল তারা যেন কখনোই সে আঙটি দুটো হাতছাড়া না করে। এ ব্যাপারে কথাও আদায় করে নিয়েছিল তারা।

'ওটা দিতে পারছি না,' নরম গলায় বলল ব্যাসানিও। 'আঙটিটি আমার স্ত্রীর দেয়া। তাকে কথা দিয়েছি সবসময় ওটা নিজের কাছে রাখব।'

কথাটা হেসে উড়িয়ে দিল পোর্শিয়া, 'দিতে না চাইলে লোকে অনেক কথাই বানায়। আমাকে আঙটিটি দিলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার স্ত্রী খুশি হবেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

ব্যাসানিও তবু দ্বিধা করতে লাগল।

তার রকম সকম দেখে ঘুরে হাঁটা দিল পোর্শিয়া, নেরিসাকে নিয়ে। কোর্ট থেকে বেরিয়ে যাবে তারা।

'ব্যাসানিও,' বলল অ্যান্টোনিও, 'আঙটিটি ওঁকে দিয়ে দাও। উনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।'

এবার আর রাজি না হয়ে পারল না ব্যাসানিও। গ্র্যাশিয়ানোকে পাঠাল পোর্শিয়ার পেছনে, আঙটি দেয়ার জন্যে। ওটা নিল পোর্শিয়া। ওদিকে ছদ্মবেশী নেরিসাও পটিয়ে ফেলেছে গ্র্যাশিয়ানোকে, হাতিয়ে নিয়েছে আঙটি।

পোর্শিয়া আর নেরিসা ফিরে গেল বেলমন্টে। পোশাক পাল্টে বসে রইল স্বামীদের অপেক্ষায়। তারা পৌঁছেও গেল খানিক বাদে, সঙ্গে অ্যান্টোনিও।

পোর্শিয়া যখন সাদরে ডেকে নিচ্ছে অ্যান্টোনিওকে তখন ঘরের এক কোণে ঝগড়ার শব্দ শোনা গেল। গ্র্যাশিয়ানো আর নেরিসার মধ্যে তর্ক চলছে।

হেসে ফেলল পোর্শিয়া। চিৎকার করে বলল, 'কি হল? এর মধ্যেই ঝগড়া শুরু করে দিলে? ব্যাপারটা কি?'

'ও আমাকে একটা আঙটি দিয়েছিল,' বলল গ্র্যাশিয়ানো। 'ওতে লেখা ছিল, "ভুলো না আমায়, ও...'

ক্রুদ্ধ নেরিসা মাঝপথে থামিয়ে দিল তাকে। 'কোথাকার কোন্ উকিলের ক্লার্ককে নাকি দিয়েছে আঙটিটা। অথচ আমাকে বলেছিল জীবনেও হাতছাড়া করবে না। নিশ্চয়ই ওর পছন্দের কোন মেয়েমানুষকে দিয়েছে ওটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তুমি ভুল বলছ,' প্রতিবাদ করল গ্র্যাশিয়ানো। কিন্তু নেরিসা তার কথা শোনার পাত্রীই নয়।

এগারো

এবার স্বামীকে বোকা বানানর পালা পোর্শিয়ার।

'নেরিসা,' বলল সে, 'তোমার রাগ করার কারণ আছে। গ্র্যাশিয়ানো কথা রাখেনি। এমন স্বামীকে বিশ্বাস করবে কি করে! আমার স্বামী নিশ্চয়ই অমন কাজ করেনি!'

'ব্যাসানিও-ও তার আঙটি দিয়ে দিয়েছে,' বলে উঠল গ্র্যাশিয়ানো। 'বালথাজারকে দিয়েছে ও। আর আমি দিয়েছি তাঁর ক্লার্ককে।'

পোর্শিয়া রেগে যাবার ভান করল।

'কোন্ আঙটিটা দিয়েছ? আমারটা নয় নিশ্চয়ই?'

ব্যাসানিও স্বীকার করল সেটাই দিতে হয়েছে। 'বাধ্য হয়ে দিয়েছি,' বলল সে। 'অ্যান্টোনিওর জীবন বাঁচিয়েছেন যিনি তাঁকে মুখের ওপর না বলি কি করে?'

'তোমার কথা বিশ্বাস করি না,' চেঁচিয়ে উঠল পোর্শিয়া, 'ওটা তোমার কোন্ প্রেমিকাকে দিয়েছ বলো।'

www.BanglaBook.org

নানাভাবে বোঝাতে চাইল ব্যাসানিও। কিন্তু পোর্শিয়া তার কথা শুনলে তো!

'সব দোষ আমার,' করুণ শোনাল অ্যান্টোনিওর গলা। 'আমার জন্যেই বালথাজারকে আঙটিটা দিয়েছে ও। ওকে এবারের মত মাফ করে দিন। দেখবেন, আর কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে না।'

'বেশ, এবারের মত ছেড়ে দিচ্ছি,' বলল পোর্শিয়া। 'আর আমার ক্ষমার নিদর্শন হিসেবে ওকে এই আঙটিটা দিচ্ছি।' এই বলে ব্যাগ থেকে আঙটি বার করে ব্যাসানিওর হাতে দিল সে।

'এটাও হারিয়ে বোসো না যেন,' বলল পোর্শিয়া। আঙটিটি নিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইল ব্যাসানিও। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না তার। এই তো সেই আঙটি! এটাই বালথাজারকে দিয়েছিল সে!

'পোর্শিয়া আর বালথাজার একই মানুষ,' হাসতে হাসতে বলল পোর্শিয়া।

'তুমি উকিল সেজে গিয়েছিলে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ব্যাসানিও। 'আমি তো চিনতেই পারিনি।'

তখন সব কথা খুলে বলল পোর্শিয়া। খুশি হয়ে উঠল সবাই।

তবে আরও আনন্দ বার্তা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। জানা গেল অ্যান্টোনিওর সবগুলো জাহাজ নিরাপদে বন্দরে ফিরে এসেছে। সওদাগর হিসেবে আবার আগেকার অবস্থায় ফিরে গেছে সে।

সেদিন সন্ধ্যায় খুশির বান ডাকল বেলমন্টে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিং লিয়ার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রধান চরিত্র

কিং লিয়ারঃ ইংল্যাণ্ডের রাজা।

গনেরিলঃ তাঁর বড় মেয়ে।

রেগানঃ তাঁর মেঝ মেয়ে।

কর্ডেলিয়াঃ তাঁর ছোট মেয়ে।

ডিউক অভ অ্যালবানিঃ গনেরিলের স্বামী।

ডিউক অভ কর্নওয়ালঃ রেগানের স্বামী।

আর্ল অভ কেন্টঃ কিং লিয়ারের একজন সৎ সভাসদ।

ডিউক অভ বারগাণ্ডিঃ একজন যুবক।

কিং অভ ফ্রান্সঃ কর্ডেলিয়ার স্বামী।

আর্ল অভ গ্লস্টারঃ কিং লিয়ারের বিশ্বস্ত বন্ধু ও প্রজা।

এডগারঃ আর্ল অভ গ্লস্টারের বড় ছেলে।

এডমণ্ডঃ আর্ল অভ গ্লস্টারের অবৈধ সন্তান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক

তখন ব্রিটেনের রাজা ছিলেন লিয়ার। বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি, বয়স আশি পেরিয়েছে। অবসর নেয়ার কথা ভাবলেন রাজা। রাজ্যভার ছেড়ে দেবেন উত্তরাধিকারীদের ওপর। তাঁর কোন পুত্রসন্তান নেই। মেয়ে রয়েছে তিনটি। তাদের যে কোন একজনের ওপরই রাজ্য পরিচালনার ভার দিতে হবে। জল্পনা কল্পনা করতে লাগল প্রজারা, রাজা কাকে যোগ্য মনে করবেন কে জানে।

বড় মেয়ের নাম গনেরিল। সে ডিউক অভ অ্যালবানির স্ত্রী। মেঝ মেয়ে রেগানের বিয়ে হয়েছে ডিউক অভ কর্নওয়ালের সঙ্গে। ছোট মেয়ে কর্ডেলিয়া রাজার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী। সে অবিবাহিতা। ভদ্র-নম্র মেয়েটিকে সবাই পছন্দ করে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

নির্দিষ্ট দিনটিতে সবাইকে চমকে দিলেন রাজা।

'তোমরা সবাই জানো আজ রাজ্য ভাগ হবে,' উপস্থিত সভাসদ এবং মেয়েদের উদ্দেশে বললেন তিনি। 'পরবর্তী প্রজন্মের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করব আমি। আমার সামনে একটা ম্যাপ দেখতে পাচ্ছ, আমাদের দেশের ম্যাপ। আমার তিন মেয়ের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হবে। আমি কেবল নামে মাত্র রাজা থাকব।'

গনেরিলের দিকে ফিরলেন রাজা। 'আমাকে কতখানি ভালবাস তুমি? যে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে মনে করব তাকেই দেব সবচেয়ে বড় অংশটা।'

গনেরিল ধূর্ত মেয়ে। সে বুঝল, বাবাকে তোয়াজ করতে পারলে বড় অংশটা তার কপালেই জুটবে।

'আপনাকে কতখানি ভালবাসি তা বলে বোঝাতে পারব না। আপনাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি,' বলল সে।

সন্তুষ্ট হলেন বৃদ্ধ রাজা। রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দিয়ে দিলেন বড় মেয়েকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবার রেগানের পালা।

'আপনাকে আমি বোনের সমানই ভালবাসি। হয়ত আরও বেশিই বাসি। আপনাকে ভালবাসাই আমার জীবনের একমাত্র সুখ। চিরজীবন ভালবেসে যাব।'

খুশি হলেন রাজা লিয়ার। এক তৃতীয়াংশ জুটল রেগানের ভাগ্যে।

তিন

বোনদের কথাগুলো চুপচাপ শুনছিল কর্ডেলিয়া। বাবাকে সে অন্তর থেকে ভালবাসে। ভালবাসে না কেবল তা নিয়ে বাগাড়ম্বর করতে। সে ভাবল, বাবা তো তার গভীর ভালবাসার কথা জানেনই; অযথা গালভরা কথা বলে কি হবে?

ওদিকে লিয়ার ছোট মেয়ের মুখে তোষামোদ শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি বোঝেন, তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে কর্ডেলিয়া। সেই মেয়ের মুখে মিষ্টি কথা শুনতে কি ভালই না লাগবে!

'এখন, সোনামণি,' বললেন তিনি, 'আমাকে কি বলার আছে বলে ফেলো তো।'

www.BanglaBook.org

'কিছুই বলার নেই।'

'একটা কিছু বলো,' অনুরোধ করলেন লিয়ার। 'কিছু না বললে কিছু পাবে কিভাবে?'

'মাই লর্ড,' বলল কর্ডেলিয়া, 'বোনদের মত চাটুকারিতা করতে পারব না আমি। ওদের মত অত সুন্দর করে কথা বলতে পারি না। একজন দায়িত্বশীল মেয়ে হিসেবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ভালবাসি আপনাকে, সম্মান করি। বোনেরা এতক্ষণ যা বলল তা যদি সত্যিই হত তবে তারা বিয়ে করেছে কেন? আমার বিয়ে হয়ে গেলে আমার স্বামী অর্ধেক ভালবাসার দাবিদার হবে।'

অসন্তুষ্ট হলেন লিয়ার। বয়স এবং অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মেয়ের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না।

'তবে দূর হয়ে যাও,' চিৎকার করে বললেন তিনি, 'তুমি আর আমার মেয়ে নও! যদি মনে করে থাকো সত্যি কথা বলেছ তবে সত্যিটাই তোমার প্রাপ্য। আমার কাছ থেকে কিচ্ছু পাবে না তুমি।'

লিয়ারের একজন বিশ্বস্ত লর্ড, ডিউক অভ কেন্ট কর্ডেলিয়ার প্রতি রাজার কঠোর মনোভাবে দুঃখ পেলেন। তিনি বিচক্ষণ লোক। বড় দু'বোনের প্রশস্তির কারণ বুঝতে মোটেও অসুবিধে হয়নি তাঁর। রাজাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন তিনি।

'সিদ্ধান্তটা আরেকবার ভেবে দেখুন, মাই লর্ড,' বললেন তিনি। 'আপনার ভুল হচ্ছে।'

'তুমি চুপ থাকো,' গর্জে উঠলেন রাজা। 'আমাকে আর

www.BanglaBook.org

খেপিয়ো না। আর একটি কথা বললে তোমাকে "অভদ্র" বলতে বাধ্য হবো আমি।'

'আমি যদি অভদ্র হই,' বললেন সাহসী ডিউক, 'তবে আপনি পাগল ছাড়া আর কিছু নন। মোসাহেবদের কাছে ঠকে যাবেন? নিজের মেয়েদের চেনেন না আপনি? ছোটজন আপনাকে কম ভালবাসে না। বড় দু' মেয়ের মিথ্যে কথাগুলো বুঝতে পারছেন না? একটু ভাবুন। তোষামোদ আর সত্যিকারের ভালবাসার পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করুন।'

প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন রাজা। এতবড় সাহস! তাঁর বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলে!

'তুমি বিশ্বস্ততা ভঙ্গ করেছ,' চেঁচিয়ে বললেন তিনি। 'তোমাকে নির্বাসিত করলাম। এক সপ্তাহ সময় দিচ্ছি, আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। এরপর যদি আমার সাম্রাজ্যে আর দেখা যায় তোমাকে, তবে আর প্রাণে বাঁচবে না।'

বো করলেন কেন্ট। বেরিয়ে গেলেন প্রাসাদ ছেড়ে।

BanglaBook.org

চার

লিয়ার এবার ফিরলেন মেয়েদের দিকে।

www.BanglaBook.org

'রাজার উপাধি আর একশো নাইট ছাড়া সবই ত্যাগ করছি আমি। তোমাদের কাছে ঘুরেফিরে থাকব, আমাকে দেখেশুনে রাখতে হবে। এছাড়া সবই তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। কর্ডেলিয়ার অংশটা তোমাদের দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। ও ওর অহঙ্কার নিয়ে থাকুক।'

লিয়ার তারপর ডেকে পাঠালেন ডিউক অভ বারগাণ্ডি আর কিং অভ ফ্রান্সকে। কদিন যাবত প্রাসাদে বাস করছেন তাঁরা, কর্ডেলিয়াকে বিয়ে করার মানসে এসেছেন।

তাঁরা এলে রাজা সোজাসুজি বললেন, 'আমার মেয়ে কর্ডেলিয়া সম্পত্তির কিছুই পাবে না। আমাকে রাগিয়েছে সে। কিন্তু তারপরও যদি আপনারা কেউ ওকে বিয়ে করতে চান তো করতে পারেন। সাদর আমন্ত্রণ রইল।'

তক্ষুণি পিছিয়ে গেলেন ডিউক অভ বারগাণ্ডি। যে মেয়ে সম্পত্তির কানাকড়ি পাবে না তাকে বিয়ে করার মত বোকা লোক নন তিনি।

কিন্তু কিং অভ ফ্রান্স জিজ্ঞেস করলেন কর্ডেলিয়াকে, 'আপনার দোষটা কি, জানতে পারি?'

'দোষটা আমার জিভে, সুন্দর সুন্দর কথা বলতে পারি না।'

'অদ্ভুত ব্যাপার! খানিক আগেও আপনি ছিলেন বাবার চোখের মণি, আর চাটুকারিতা করেননি বলে এখন চোখের বিষ। কর্ডেলিয়া, সততার কারণে আপনি অনন্যা। আমি আপনাকেই বিয়ে করব।'

www.BanglaBook.org

কর্ডেলিয়ার অনেক প্রশংসা করলেন কিং অভ ফ্রান্স। তিনি নিশ্চিত, কর্ডেলিয়া তাঁর যোগ্য রানী হবেন।

অনাড়ম্বরভাবে রাজা লিয়ারের ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল।

বোনদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় অনেক কাঁদল কর্ডেলিয়া।

'বাবাকে দেখে রেখো,' অনুরোধ করল সে।

'সে তোমাকে বলে দিতে হবে না,' বলল তারা। তারপর বিদ্রূপ করল, 'স্বামীকে সুখী কোরো। ওটাই তোমার দায়িত্ব। হাজার হলেও যৌতুক ছাড়া বিয়ে করেছে বেচারা।'

তো, দুজন অত্যন্ত অনুগত ভক্তকে তাড়িয়ে দিলেন রাজা লিয়ার।

ভারি মনে বাবার প্রাসাদ ত্যাগ করল কর্ডেলিয়া। যাহোক, রাজা ঠিক করলেন প্রথম দুমাস কাটাবেন বড় মেয়ে গনেরিলের সঙ্গে।

ওদিকে বাবাকে নিয়ে আলাপ সেরে ফেলেছে বড় দু মেয়ে।

'উনি একেবারে থুত্থুড়ে হয়ে গেছেন। মাথার ঠিক নেই,' বলল গনেরিল। 'কর্ডেলিয়ার সঙ্গে কী ব্যবহারটা করলেন! অথচ ওকেই ভালবাসতেন সবার চেয়ে বেশি। ওঁর ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে। নইলে আবার কি উল্টো পাল্টা করে বসবেন কে জানে!'

'ওঁর বুদ্ধি বড়ই মোটা,' বলল রেগান। 'তাছাড়া বুড়ো

www.BanglaBook.org

হয়ে গেছেন, ফলে ভীমরতি দেখা দিয়েছে। বেমানান কিছু দেখলে আমাকে আগে থেকে সাবধান করে দিয়ো কিন্তু।'

বিদায় নিল দু বোন। গনেরিলের প্রাসাদে গেলেন লিয়ার। স্বার্থপর দু মেয়ের মধ্যে সব বেঁটে দিয়ে, আর দায়িত্বশীল মেয়েটিকে বঞ্চিত করে নিজের কপাল নিজেই পোড়ালেন রাজা লিয়ার।

পাঁচ

ব্রিটেনের অন্য প্রান্তে আরেকজন বাবা তাঁর ছেলের দ্বারা প্রবঞ্চিত হলেন। আর্ল অভ গ্লস্টার রাজা লিয়ারের বিশ্বস্ত বন্ধু এবং প্রজা। তাঁর দু ছেলে, এডগার আর এডমণ্ড। বড়টির নাম এডগার। অন্যদিকে এডমণ্ড হচ্ছে অবৈধ সন্তান।

এডগার ভদ্র, বিনীত। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। বাবাকে কিছুতেই সে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়মুক্ত করতে পারেনি। সে যে একজন দক্ষ সৈনিক এবং কূটনীতিক তা মানতে রাজি নন আল অভ গ্লস্টার। তিনি আবার এডমণ্ডকে খুব পছন্দ করেন। সাহসী যোদ্ধা সে। মাঝেমধ্যে গ্লস্টারের মনে হয় ছেলেটি তাঁর বৈধ

www.BanglaBook.org

উত্তরাধিকারী হলে বড় ভাল হত।

এডমণ্ড অত্যন্ত ধূর্ত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সে বাবার পরে আর্ল হতে চায়।

'জন্মের কারণে বঞ্চিত হব কেন? আমার কি অপরাধ?' নিজেকেই প্রশ্ন করে সে। বড় ভাইকে মনে প্রাণে ঘৃণা করে ও। পরিকল্পনা আঁটে কি করে সরানো যায় তাকে।

সে গ্লস্টারের কাছে গিয়ে এডগারের নামে মিথ্যে কথা লাগাল। 'এডগার জাদুচর্চা করছে। ও আসলে আমাকে খুন করতে চায়।'

ওর কথা প্রথমে বিশ্বাস করলেন না গ্লস্টার। এডগার অত্যন্ত সৎ এবং দায়িত্ববান ছেলে। সে অমন কথা ভাবতেই পারে না। তিনি ডেকে পাঠাতে চাইলেন এডগারকে। এডমণ্ড জানাল সে বাইরে গেছে।

'ওর সঙ্গে কথা বলি আগে,' বললেন গ্লস্টার। 'সব জেনে নিয়ে পরে জানাব তোমাকে।'

এডগারের সঙ্গে বৈঠক ডাকলেন তিনি। সে বেচারা এডমণ্ডের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি।

'বাবা তোমার ওপর খুব রেগে আছেন,' এডমণ্ড বলল এডগারকে। 'কাজেই বৈঠকে যেয়ো না ডাকলেও না। তুমি বরং কদিন বাইরে কাটিয়ে এসো।'

সরল বিশ্বাসে বাড়ি ছাড়ল এডগার। সে বেরিয়ে যেতেই আর্তচিৎকার করতে লাগল এডমণ্ড, 'বাঁচাও!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাঁচাও!'

গ্লস্টার ছেলেকে সাহায্য করতে ছুটে এলেন। দেখতে পেলেন এডমণ্ড আহত হয়েছে। তিনি বুঝলেন না সে নিজেই নিজেকে ছুরি মেরেছে, যাতে প্রমাণ করা যায় এডগার তাকে খুনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

ক্রুদ্ধ গ্লস্টার নির্বাসিত করলেন বড় ছেলেকে, তাঁর ভূমি থেকে। কুচক্রী এডমণ্ডের প্রাথমিক সাফল্য এল।

ছয়

অ্যালবানিতে, বড় মেয়ে গনেরিলের দুর্গে সুখে নেই রাজা লিয়ার। মেয়ে মুখে ভালবাসার কথা বললেও তার কোন প্রমাণ রাখেনি। জঘন্য ব্যবহার করছে তাঁর সঙ্গে। এমনকি কাজের লোকেরা পর্যন্ত রাজার কোন নির্দেশ পালন করতে রাজি নয়। তাদের কর্ত্রী বলে দিয়েছে যাতে রাজার কথা শোনা না হয়।

একমাত্র সুখকর ঘটনা হচ্ছে কাইয়াস নামে এক নতুন লোকের নিয়োগ। লোকটি রাজার কাছে এল একদিন, কাজের খোঁজে। তার নিষ্পাপ চেহারাটা পছন্দ হয়ে গেল রাজার। তাকে চাকরিতে নিয়ে নিলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেদিনই সন্ধেয় গনেরিলের দেওয়ান যখন কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল রাজার কথার, তখন এক ঘুসিতে তাকে ধূলিশয্যায় শায়িত করল কাইয়াস; প্রমাণ দিল নিজের বিশ্বস্ততার। রাজা লিয়ার জানলেন না কাইয়াস আর কেউ নন—ছদ্মবেশী ডিউক অভ কেন্ট। গনেরিল আর রেগানকে ভাল করেই চেনেন তিনি। তাই ছদ্মবেশে এসে রাজার সঙ্গ নিয়েছেন।

রাজা একদিন গনেরিলকে বললেন, 'কিরে, মা, ইদানীং দেখছি বড় বেশি ভ্রূ কুঁচকাচ্ছিস তুই, কি হয়েছে খুলে বল তো।'

'ভ্রূ কুঁচকাব না তো কি করব?' খেঁকিয়ে উঠল মেয়ে। 'আপনার লোকেরা চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করে, মারামারি করে। ভেবেছিলাম আপনি হয়ত ওদের সামলাতে পারবেন। কিন্তু কিসের কি! আপনি ওদের আরও উৎসাহ জোগাচ্ছেন। আপনার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। আপনার একশো নাইট কেবল খায় দায় আর ফুর্তি করে, যেন সরাইখানা পেয়ে বসেছে। কিছু লোকজন কমালে ভাল হত।'

লিয়ার হতভম্ব হয়ে গেলেন। নাইটরা তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী। কখনোই তাঁদেরকে অভদ্রতা করতে দেখেননি তিনি। অথচ মেয়ে তাঁদের নামে কত কথাই না বলল!

'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়,' চিৎকার করে উঠলেন তিনি। 'আমার আরেকটা মেয়ে আছে, সে আমাকে পেলে খুশি হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাপ-বেটির মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করল গনেরিলের স্বামী। শ্বশুরের প্রতি স্ত্রীর আচরণ খুশি করতে পারেনি তাকে। কিন্তু গনেরিলকে ও কথা বলতেই তেড়ে উঠল সে, 'তুমি আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না তো। আমি যা করার ঠিকই করছি।' তারপর আরও বলল, 'বোনকে বলে দেব যেন একশো নাইটকে ওর বাসায় জায়গা না দেয়।'

কাজের লোককে দিয়ে সে বোনকে চিঠি পাঠাল।

ওদিকে লিয়ার কেন্ট (কাইয়াস) কে পাঠালেন রেগানের দুর্গে। তাঁর এবং একশো নাইটের আগমনী বার্তা আগাম পৌঁছে দেয়ার জন্যে।

কেন্ট পৌঁছে দেখেন গনেরিলের লোক তার আগেই হাজির হয়ে গেছে ওখানে। আর চিঠি পড়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেগান, তার বাবা পৌঁছনর আগেই।

রেগান এবং তার স্বামী ডিউক অভ কর্নওয়াল চলে গেল গ্লস্টারের দুর্গে। খুব কাছেই রয়েছে ওটা। রেগান কেন্টকে বলল তিনি চাইলে ওর পিছন পিছন গিয়ে রাজার পাঠানো খবরটা দিয়ে আসতে পারেন।

কেন্টের মনে হল, ব্যাপারটা রাজার জন্যে অমর্যাদাকর। বাবার দূতের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে বাবাকেই আসলে অসম্মান করল রেগান। তীব্র ক্ষোভ বুকে চেপে গ্লস্টারের দুর্গে গেলেন কেন্ট।

দুর্গে যাওয়ার পর গনেরিলের দূতের সঙ্গে আবারও

www.BanglaBook.org

দেখা হয়ে গেল তাঁর। বেধে গেল মারামারি। আহত হল গনেরিলের লোক। খবরটা রেগান আর তার স্বামীর কানে যেতে সময় লাগল না। কোথায় তারা রাজার দূতের পক্ষ নেবে, তা নয় তাঁকে দুর্গের সামনের খোঁয়াড়ে আটকে রাখল। গ্লস্টার এতে খুব মনক্ষুণ্ন হলেন। রাজা লিয়ারের প্রতি এখনও অনুগত তিনি, তাঁর লোককে এভাবে অপমান করাটা সমর্থন করতে পারলেন না।

এক ঝড়ের রাতে গ্লস্টারের দুর্গে হাজির হলেন লিয়ার। এসেই দেখলেন তাঁর বিশ্বস্ত লোকটি খোঁয়াড়ে আটক! হতচকিত হয়ে রেগানকে ডেকে পাঠালেন তিনি। গ্লস্টার ডাকতে গেলেন তাদের। কিন্তু তখুনি আবার একাই ফিরে এলেন।

'ওদেরকে আপনার কথা বলেছি,' করুণ শোনাল তাঁর গলা। 'ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে।' গ্লস্টার বুঝে পেলেন না কোন্ অপরাধে রাজাকে এতবড় শাস্তি পেতে হচ্ছে।

'ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে! আমার সঙ্গে দেখা করবে না! আমি রাজা লিয়ার!' ক্রুদ্ধ গর্জন করলেন লিয়ার। 'যান, ওদের গিয়ে বলুন আমি দেখা করতে বলেছি।'

গ্লস্টার চলে গেলে পর খানিকটা শান্ত হলেন রাজা। 'হয়ত সত্যিই ক্লান্ত ওরা। আমার মাথা গরম করা ঠিক নয়,' আপন মনেই বললেন তিনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাত

রেগান আর কর্নওয়াল এল শেষ পর্যন্ত। কেন্টকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিল তারা।

'রেগান,' ধরা গলায় বললেন রাজা, 'তুইও কি গনেরিলের মত ব্যবহার করবি? ও আমাকে বড় কষ্ট দিয়েছে রে।'

'ধৈর্য ধরুন, বাবা। গনেরিল অন্যায় কিছু করেনি,' বলল রেগান। রাজা লিয়ারকে তাড়াতে পারলে বাঁচে সে-ও। তাই বলল, 'ও দায়িত্ব পালন করেছে শুধু। মানুষ নিজের বাড়ি রক্ষা করবে না? আপনার বয়স হয়েছে, আজ আছেন কাল নেই। আপনি বরং ওর কাছে ফিরে যান, মাফ চেয়ে নিন।'

'তুমি বলতে চাও ওর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইব আমি? খাবার আর কাপড়ের জন্যে হাত পাতব? কখনও নয়! ওর ওপর অভিশাপ পড়ুক। নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাবে ও। অল্প বয়সে মরলে আরও ভাল।'

'ছিঃ!' বলে উঠল কর্নওয়াল। যেন অবুঝ শিশুকে তিরস্কার করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'নিজের মেয়েকে এভাবে অভিশাপ দিতে পারলেন? ও যা করার আপনার ভালর জন্যেই করেছে। কে জানে কবে আমাকেও বদদোয়া দেবেন আপনি,' বলল রেগান।

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন লিয়ার, কাঁপছেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না রেগান কিভাবে বোনের পক্ষ টেনে কথা বলতে পারে। বাপের জন্যে কি তবে তার সামান্যতম সহানুভূতিও নেই?

এ সময় গনেরিল এসে হাজির হল সেখানে। লিয়ারকে অনুসরণ করে এসেছে। দু বোন মিলে ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগল বাপের বিরুদ্ধে, তাঁকে কেউই কাছে রাখতে রাজি নয়।

বাপের কাছ থেকে সবই পাওয়া হয়ে গেছে তাদের। কাজেই বুড়ো বাপের সুখ দুঃখ তাদের কাছে এখন মূল্যহীন।

'আপনি গনেরিলের বাসায় ফিরে যান,' বলল রেগান। 'আপনার লোকগুলোর জন্যেই যখন এত বিপত্তি তখন ওদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনুন। দু মালিকের চাকররা একই ছাদের নিচে কখনোই থাকতে পারে না। গোটা পঞ্চাশেক নাইটকে সঙ্গে রাখুন। আর আপনাকে এখন জায়গা দিতে পারছি না আমি। দেখতেই তো পাচ্ছেন, নিজেই অন্যের বাসায় এসে উঠেছি।'

'গনেরিলের কাছে আর যাচ্ছি না,' ক্রুদ্ধ লিয়ার বললেন।

'তবে শুনে রাখুন, আমার বাসায় থাকতে হলে সঙ্গে

www.BanglaBook.org

পঁচিশ জনের বেশি লোক আনবেন না। আপনাকে দেখে রাখার জন্যে আমার চাকররাই যথেষ্ট, পঁচিশজনেরও আসলে দরকার পড়ে না।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, সাম্রাজ্যের অর্ধেক দিয়েছি তোমাকে। এখন বলছ মাত্র পঁচিশজন নাইটকে সঙ্গে রাখতে পারব। মনে হচ্ছে গনেরিল আমাকে তোমার ডবল ভালবাসে। অন্তত পঞ্চাশ জনকে সহ্য করবে সে।'

গনেরিল তক্ষুণি সুর পাল্টাল।

'রেগান যদি পঁচিশ জন রাখে তবে আমি কোন্ দুঃখে তারচেয়ে বেশি সহ্য করব? আমার বাড়িতে ফিরতে হলে হয় পঁচিশ জন আনবেন, নইলে আনবেনই না।'

'আমি ঝড়ের মধ্যে বাইরে থাকতেও রাজি আছি, তবু তোমাদের কারও সঙ্গে যাচ্ছি না,' বললেন ভগ্নহৃদয় রাজা। 'হা ঈশ্বর!' মিনতি করলেন তিনি, 'আমাকে কান্না চাপার শক্তি যোগাও। এদের দুর্ব্যবহারে কাঁদার চেয়ে আমার মরে যাওয়াও ভাল।'

কথা কটা বলেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন রাজা। তাঁর সঙ্গ নিলেন কেন্ট আর গ্লস্টার।

তবে শীঘ্রি আবার ফিরে এলেন গ্লস্টার। 'এই ঝড়ের মধ্যে ওঁকে ছেড়ে দেয়া যায় না। বাইরে গাছ-পালা বা ছাউনি কিছুই নেই। ওঁকে ফেরান!' অতিথিদের অনুরোধ করলেন বৃদ্ধ গ্লস্টার।

'জেদি বুড়ো কারও কথা শুনবে না। মজা বুঝুক। দুর্গের গেটগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা করে শুয়ে পড়ুনগে যান,' বলল রেগান।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আট

লিয়ার যখন খোলা প্রান্তরে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর চেতনা প্রায় লোপ পেতে বসেছে। দুনিয়ার কোনকিছুই মাথায় ঢুকছে না তাঁর, মন ভারি হয়ে রয়েছে আত্মগ্লানিতে।

দু মেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাঁর সঙ্গে। খুব শিগ্‌গিরই মুখোশ খুলে পড়েছে তাদের। এ মুহূর্তে মানসিক যাতনা পীড়িত রাজা তাঁর পরিপার্শ্ব সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল নন। প্রচণ্ড ঝড় বয়ে চলেছে। চারদিক ঠাণ্ডা, অন্ধকার।

একদার দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রাজা আজ অসহায়ের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে। ব্যাপারটা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন!

মনোকষ্ট সইতে পারছেন না রাজা। বিজলীকে অনুরোধ করলেন তাঁকে বজ্রপাতে আহত করতে। বৃষ্টিকে বললেন তাঁকে ডুবিয়ে মারতে।

'তোমাদেরকে আমি কিছুই দিইনি। না রাজ্য, না ভালবাসা,' আকাশের দিকে চেয়ে চিৎকার করে বললেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিনি। 'আমাকে মেরে ফেলছ না কেন তোমরা?'

বুকের ওপর পাষাণ ভার তাঁর। কর্ডেলিয়ার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্যে প্রতি মুহূর্তে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন। মনে হচ্ছে, পাপের ফল ভোগ করছেন তিনি, একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছেন উন্মুক্ত প্রান্তরে।

কেন্ট বললেন, 'মাই লর্ড, চলুন কোথাও আশ্রয় নিই। এখন রাতে বাইরে থাকা মোটেও ঠিক হবে না। আমরা তো নিরীহ মানুষ, ভয়ঙ্কর জন্তুরাও আজ গুহা ছেড়ে বেরোবে না। একটা কুঁড়ের সন্ধান পেয়েছি। চলুন ওখানেই যাই।'

রাজাকে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি। ঢুকে পড়লেন কুঁড়েঘরে। হঠাৎ তাঁদের নজরে এল কেউ একজন রয়েছে ঘরে। লোকটি হচ্ছে—এডগার। পাগলের ছদ্মবেশে রয়েছে। তবে তাকে চিনতে পারলেন না এঁরা দুজন।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

'আমি পাগলা টম,' বলল সে।

'মেয়েরা তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে বুঝি? তুমিও কি ওদেরকে রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলে?'

কাঁপতে লাগলেন রাজা। চেতনা লোপ পাচ্ছে তাঁর।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! বিস্মিত হল এডগার। রাজা পাগল হয়ে গেছেন অথচ সে করছে পাগলের অভিনয়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নয়

ওদিকে ডিউক অভ কর্নওয়াল এবং অ্যালবানির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। দুজনই রাজা হতে চায়। অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে ব্রিটেন। ফলে ফ্রান্স ব্রিটেন আক্রমণের পরিকল্পনা করল।

কেন্ট জেনে গেলেন খবরটা। কর্ডেলিয়াকে তার বাবার অবস্থা সম্পর্কে জানানর ব্যবস্থা করলেন তিনি।

গ্লস্টারও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত, তবে কারও কাছে এখন পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকার করেননি।

এই টলমল অবস্থার সুযোগটাই গ্রহণ করল এডমণ্ড। সে ডিউক অভ কর্নওয়ালকে গিয়ে বলল তার বাবা রাষ্ট্রদ্রোহী।

তক্ষুণি ডেকে পাঠানো হল গ্লস্টারকে। জানা গেল তিনি লিয়ারকে আশ্রয় খুঁজে দেয়ার জন্যে বেরিয়েছিলেন। খেপে লাল হয়ে গেল ডিউক। গ্লস্টারের এতবড় ঔদ্ধত্য? নিষেধ করার পরও সে রাজাকে সাহায্য করার জন্যে পিছন পিছন গিয়েছে?

গ্লস্টার অবশ্য সে রাতে বাইরে বেরিয়ে খুঁজে পাননি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিয়ারকে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা আর আনুগত্যহীনতার কারণে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল গ্লস্টারকে।

তাঁর সামনে অন্য আরেকটি চেয়ারে বসে ছুরি বার করল কর্নওয়াল।

'আমার কথা কানে যায়নি?' ক্রুদ্ধ চিৎকার ছাড়ল সে। উপড়ে নিল গ্লস্টারের একটি চোখ।

'অন্যটাও উঠিয়ে নাও,' চেঁচিয়ে উৎসাহ জোগাল রেগান। খুব আমোদ পাচ্ছে সে।

গ্লস্টারের লোকেরা এবার আর সহ্য করল না। তলোয়ার বাগিয়ে ডিউকের দিকে তেড়ে এল। একজন আহত করল তাকে। আহত কর্নওয়াল ইতোমধ্যে অবশ্য গ্লস্টারের অপর চোখটিও তুলে নিয়েছে। তবে বাঁচতে পারল না ডিউক, মারা পড়ল।

'তোমরা মনিবের ভাল চাইলে তাঁকে জলদি নিয়ে যাও এখান থেকে। রক্ত বন্ধ করো,' চেঁচিয়ে বলল রেগান। স্বামীর মৃতদেহের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল লোকগুলোকে।

রক্তাক্ত মনিবকে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল লোকগুলো।

এ সময় এডগারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদের। অন্ধ বাপকে দেখে ভেঙে পড়ল সে। অবশ্য ছদ্মবেশের কারণে তাকে চিনতে পারল না কেউ।

গ্লস্টার যখন ডোভারে, ফরাসি সৈন্যদের ক্যাম্পে যেতে চাইলেন তখন এডগার প্রস্তাব করল সে নিয়ে যাবে। সে

www.BanglaBook.org

বুঝতে পারল তারা দুজনই এডমণ্ডের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে।

ওদিকে অন্ধ গ্লস্টার তখন অনুতাপ করছেন।

'চোখ থাকতেও আমি অন্ধ ছিলাম। ছেলেদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করেছি।'

ওদিকে রাজা কেমন আছেন? কি করছেন? তিনি অনবরত আবোল তাবোল বকে চলেছেন। বারবার কেবল কর্ডেলিয়ার প্রতি তাঁর অন্যায়ের জন্যে মনস্তাপ করছেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন কেন্ট। বৃদ্ধ রাজার স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছে দিনকে দিন। তিনি বুঝলেন রাজার জন্যে এ মুহূর্তে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান হচ্ছে ডোভার, যেখানে ফরাসি সেনাবাহিনী ছাউনি ফেলেছে। তাছাড়া কর্ডেলিয়াকেও পাওয়া যাবে ওখানে। ডোভারের দিকে দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু হল তাঁদের।

ফরাসি আক্রমণ রুখতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। যুদ্ধ অনিবার্য। কর্নওয়াল মারা গেছে, ফলে অ্যালবানি নেতৃত্ব দেবে।

ওদিকে দু বোনের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়ে গেছে। দুজনই বদমাশ এডমণ্ডের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এডমণ্ড এখন আগের চেয়েও বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছে। সে ব্রিটেনের রাজা হতে চায়। রেগানকে বিয়ে করলে রাজ্যের মাত্র অর্ধেকখানি পাবে ও। তাই যুদ্ধ শেষ না হওয়াতক অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে। যুদ্ধশেষে অ্যালবানিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সরিয়ে দেবে, তারপর যে কোন এক বোনকে বিয়ে করে ব্রিটেনের রাজা বনে যাবে।

লিয়ার ডোভারে পৌঁছলে কর্ডেলিয়া তাঁর দুরবস্থা দেখে আতঙ্কিত হল। তক্ষুণি ডাক্তারদের চিকিৎসায় লাগিয়ে দিল সে। ডাক্তাররা রাজাকে পরীক্ষা করে বলল মানসিকভাবে তিনি প্রচণ্ড অবসাদগ্রস্ত। তাঁর এখন প্রয়োজন সেবা শুশ্রূষা এবং পরিপূর্ণ বিশ্রাম।

কর্ডেলিয়ার মনে শান্তি নেই, বাবা চরম দুর্দশায় পতিত। তার বিশ্বাসই হতে চায় না এই সেই ক্ষমতাধর রাজা, যিনি একদিন ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাবাকে ভালবাসে সে, ফলে বোনদের অপকর্মের জন্যে ভয়ানক রেগে গেল।

লিয়ার এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরেননি। আশেপাশের পরিচিত মুখগুলোকে মাঝে মধ্যে চিনতে পারে, আবার কখনও বা পারেনও না।

কর্ডেলিয়া আর কেন্টকে চিনতে পারলেন না তিনি। ডাক্তাররা কর্ডেলিয়াকে বলল অল্প কদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন রাজা।

চেতনা ফিরে পেয়েছেন রাজা লিয়ার। কিন্তু মনের শান্তি ফিরে পাননি।

'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন?' বাবার হাতে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করল কর্ডেলিয়া।

'আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছ কেন?' পাল্টা প্রশ্ন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করলেন লিয়ার, 'আমি ভাল করে কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি কে? তুমি দেখতে অনেকটা আমার কর্ডেলিয়ার মত।'

'আমিই সেই কর্ডেলিয়া,' কেঁদে ফেলল সে।

'তুমি কর্ডেলিয়া? জানি আমাকে ঘৃণা করো তুমি, বললেন লিয়ার, তোমার প্রতি অবিচার করেছি আমি। সেজন্যে শাস্তিও পেয়েছি। তোমার বোনেরা আমার কি দশা করেছে দেখতেই পাচ্ছ। আমাকে ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণ তোমার রয়েছে।'

'আমি আপনাকে একটুও ঘৃণা করি না,' বলল কর্ডেলিয়া। বাবাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিল।

দশ

ব্রিটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। পরাজিত হয়েছে ফরাসি সেনাবাহিনী। সবার আগে ডোভারে পৌঁছল এডমণ্ড। কর্ডেলিয়া আর রাজা লিয়ারকে বন্দী করার নির্দেশ দিল। অন্য একটি ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়া হল তাদের।

অ্যালবানি ডোভারে পৌঁছে বৃদ্ধ রাজা এবং কর্ডেলিয়ার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খোঁজ করতে লাগল। শ্বশুরের প্রতি কখনোই সেভাবে বিদ্বেষ পোষণ করেনি সে। তাঁকে আবার স্বআসনে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছে তার।

এডগারও তার অন্ধ বাবাকে নিয়ে ডোভারে পৌঁছেছে। কিন্তু অসুস্থ গ্লস্টার মারা গেলেন। এডগার শপথ করল সে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে, লড়াই করবে এডমণ্ডের সঙ্গে।

সোজা ব্রিটিশ ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল সে। চ্যালেঞ্জ করল এডমণ্ডকে।

'তোমার আর্ল হওয়ার কোন অধিকার নেই,' বলল সে। 'আমি এডগার, গ্লস্টারের বড় ছেলে। তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি।'

চ্যালেঞ্জ অর্থ লড়তে হবে দুজনকে। অ্যালবানির নির্দেশে শুরু হল লড়াই।

এডমণ্ডকে সন্দেহ করে অ্যালবানি। লোকটি তার স্ত্রী এবং শ্যালিকা দুজনকেই ফুসলাচ্ছে। রেগান প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে, সে এডমণ্ডকে বিয়ে করবে। কিন্তু তাতেও সন্দেহমুক্ত হতে পারেনি অ্যালবানি। তার ধারণা গনেরিলও গোপনে ভালবাসে এডমণ্ডকে।

কথাটা সত্যি। রেগানের ঘোষণায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছে গনেরিল, সে স্বামীকে হত্যা করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। স্বামীকে সরিয়ে দিতে পারলেই এডমণ্ড তার হবে।

এডগার আর এডমণ্ড যখন লড়ছে তখন বোনকে মনোযোগ সহকারে লক্ষ করল গনেরিল। রেগানকে বিষ

www.BanglaBook.org

খাইয়েছে সে। এখন অপেক্ষা করছে তার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে।

গুরুতর আহত হল এডমণ্ড। মৃত্যুশয্যায় সে মনস্তাপ করল, ভাইয়ের কাছে ক্ষমা চাইল। তারপর অ্যালবানিকে বলল, 'অন্য ক্যাম্পটাতে রাজা আর কর্ডেলিয়া রয়েছে। আমি তাদেরকে খুন করতে বলেছি। জলদি যান, ওদের বাঁচান।'

ছুটে গেল এডগার। ওদিকে বিষক্রিয়ায় মারা গেছে রেগান। গনেরিল আত্মহত্যা করল। কারণ এডমণ্ড তাদের সম্পর্কের কথা সব ফাঁস করে দিয়েছে, আর রক্ষা নেই।

অন্য ক্যাম্পটিতে পৌঁছে এডগার দেখল বাবার কোলে মরে পড়ে রয়েছে কর্ডেলিয়া। এডমণ্ডের লোকেরা ইতোমধ্যে মেরে ফেলেছে তাকে।

'জানি ও মারা গেছে,' কাঁদতে কাঁদতে বললেন রাজা। 'তোমরা সব পাথরের তৈরি মানুষ! খুনী! বিশ্বাসঘাতক! তোমরা সবাই মরবে!'

কেন্ট তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।

'মাই লর্ড, আমাকে চিনতে পারছেন?'

তীক্ষ্ণ চোখে তাঁকে দেখলেন রাজা।

'তোমাকে কেন্টের মত লাগছে, আবার কাইয়াসের মতও।'

মৃত মেয়ে ছাড়া অন্য কারও প্রতি এখন নজর নেই রাজার।

'তুই কেন বেঁচে নেই রে মা! কেন বেঁচে নেই?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাহাকার করতে করতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রাজা লিয়ার। তখনও আঁকড়ে ধরে রেখেছেন মেয়েকে।

শেষ হয়ে গেল একজন মহান অথচ হঠকারী রাজার জীবন।

'আমাদের সামনে কঠিন সময়,' বলল এডগার, 'সাহসের সঙ্গে সময়টা পাড়ি দিতে হবে।'

ব্রিটেনে শান্তি ফিরিয়ে আনার তাগিদে কেন্ট এবং এডগারের হাতে রাজক্ষমতা অর্পণ করল অ্যালবানি। আর সে নিজে অবসর নিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

দ্য টুয়েলফথ নাইট

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রধান চরিত্র

অরসিনোঃ ডিউক অভ ইলিরিয়া।

ভায়োলাঃ সেবাস্তিয়ানের যমজ বোন।

সেবাস্তিয়ানঃ ভায়োলার যমজ ভাই।

অ্যান্টোনিওঃ একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন,
সেবাস্তিয়ানের জীবন রক্ষাকারী।

অলিভিয়াঃ
ইলিরিয়ার এক সুন্দরী ধনী মহিলা।

স্যার টবি বেলচঃ অলিভিয়ার চাচা।

স্যার অ্যান্ড্রু অগুচিকঃ
স্যার টবির নির্বোধ বন্ধু।

ম্যালভোলিওঃ অলিভিয়ার কাজের লোক।

মারিয়াঃ অলিভিয়ার মেইড।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক

অনেকদিন আগের কথা। গ্রীসে সেবাস্তিয়ান আর ভায়োলা নামে দুই ভাই বোন বাস করত। তারা ছিল যমজ। দুজনের চেহারায় এত বেশি মিল যে লোকের পক্ষে তাদের আলাদা করে চেনা বড় কঠিন ছিল। আর একই রকম পোশাক পরলে তো কথাই নেই, তাদের চেনে কার সাধ্য।

সেবাস্তিয়ান আর ভায়োলা একবার সমুদ্র যাত্রায় বেরোল। যাত্রার শেষ পর্যায়ে ঝড়ের কবলে পড়ল তাদের জাহাজ, বিধ্বস্ত হল। জাহাজ ডুবে যাওয়াতে বহু লোক মারা পড়ল। কিন্তু জাহাজের ক্যাপ্টেন, ভায়োলা আর আরও কয়েকজন ছোট একটা নৌকায় চেপে প্রাণ বাঁচাল। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটায় তীরে এসে ঠেকল তাদের নৌকা।

ভায়োলা প্রাণে রক্ষা পেলেও মনে শান্তি নেই তার। মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে ভাইয়ের কথা।

'ডুবেই গেছে বোধহয়,' ভাবল সে।

ক্যাপ্টেন তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'জাহাজ ভেঙে পড়ার পর ওকে দেখেছি আমি,' বললেন তিনি। 'শক্ত একটা মাস্তুলের সঙ্গে কষে বেঁধেছে নিজেকে, পানিতে ভাসছিল ওটা। ও নিরাপদেই আছে।'

মন খানিকটা শান্ত হল ভায়োলার। কিন্তু চারপাশে চেয়ে নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হতে লাগল। অন্যান্য অভিজাত বংশের মেয়েদের মত সেও নিজের জন্যে ভাবতে শেখেনি। তার হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার লোকের অভাব ছিল না এতদিন। কিন্তু এখন কি উপায়?

জায়গাটা চেনেন?' ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল সে।

'খুব ভাল করেই চিনি,' বললেন ক্যাপ্টেন।

জায়গাটা ইলিরিয়া। ভায়োলাকে ইলিরিয়ার কথা গড়গড় করে বলতে লাগলেন তিনি। ইলিরিয়ার ডিউকের নাম অরসিনো। চমৎকার লোক, বিয়ে করেনি এখনও। তার অবশ্য কারণও রয়েছে। অলিভিয়া নামে এক মহিলাকে অসম্ভব ভালবাসে সে, বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মহিলা ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। অলিভিয়াকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না ডিউক।

'অলিভিয়া কে?' কৌতূহলী ভায়োলা জানতে চাইল।

'এক কাউন্টের মেয়ে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'মহিলার বাবা মারা গেছেন বছর খানেক হল। একটা ভাই ছিল, সেও মারা গেছে। ভাইয়ের শোকে ভেঙে পড়েছে অলিভিয়া। ভাইয়ের মৃত্যুর পর বাড়ি ছেড়ে বেরোয়নি আর, কাউকে দেখাও দেয়নি।'

অলিভিয়ার জন্যে দুঃখ হল ভায়োলার। তারই মত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দশা মহিলার, ভাইয়ের শোকে কাতর। ভায়োলার ইচ্ছে জাগল অলিভিয়ার সঙ্গী হিসেবে সময় কাটাতে। সেজন্যে চাকরি নিতে হবে। মনের কথাটা ক্যাপ্টেনকে জানাল সে। কিন্তু তাকে নিরুৎসাহিত করলেন ক্যাপ্টেন।

'আমি তবে ডিউকের দরবারে কাজ নেব,' বলল ভায়োলা। 'আমাকে কিন্তু সাহায্য করতে হবে। ছেলেদের পোশাক চাই আমার, ছেলে সাজব। আমাকে তারপর ডিউকের কাছে নিয়ে যাবেন, বলবেন তাঁর পেইজ * হতে চাই আমি। তাঁকে গান শোনাব, তাছাড়া অন্যান্য সব কাজও করে দেব। তবে আপনাকে কথা দিতে হবে, আমার আসল পরিচয় ফাঁস করবেন না।'

রাজি হলেন ক্যাপ্টেন। ছেলেদের পোশাক জোগাড় করে দিলেন ভায়োলাকে। ওটা পরতেই বিস্ময়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন। ভায়োলাকে দেখতে লাগছে অবিকল সেবাস্তিয়ানের মত। তাকে নিয়ে ডিউকের দরবারে গেলেন ক্যাপ্টেন। সুদর্শন ছেলেটিকে দেখে পছন্দ হয়ে গেল ডিউক অরসিনোর। নিজেকে সিজারিও নামে পরিচয় দিল ভায়োলা। তাকে কাজে নিয়োগ করলেন ডিউক। ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কেউ ছদ্মবেশী ভায়োলার পরিচয় জানল না।

BanglaBook.org

* পেইজ—কিশোর কাজের ছেলে

www.BanglaBook.org

দুই

ডিউকের মন জয় করতে বেগ পেতে হল না ভায়োলার। গান শুনিয়ে, মজার মজার কথা বলে ডিউককে গলিয়ে ফেলল সে। ঠিক তিন দিন পর ডিউক বলল তাকে, 'সিজারিও, অলিভিয়ার কথা তোমাকে তো বলেছি, জানোই তো ওকে কি রকম ভালবাসি আমি। তুমি ওর কাছে যাবে, বলবে ও আমার সঙ্গে দেখা না করলেও ওকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না আমি। তুমি কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করে তবে আসবে। ওর লোকেরা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেও হাল ছাড়বে না, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। জানি তোমার কথা না শুনে পারবে না ও।'

ঘটনা জট পাকিয়ে গেল এখানটাতে। আসল ব্যাপার হচ্ছে ভায়োলা নিজেই এই সুদর্শন ডিউকের প্রেমে পড়ে গেছে। আর এখন কিনা অন্য এক মহিলার কাছে ডিউকের প্রেমের বার্তা পৌঁছানর দায়িত্ব চেপেছে তারই কাঁধে। মনটা খারাপ হয়ে গেল ভায়োলার।

'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব,' বিষণ্ন গলায়

www.BanglaBook.org

বলল সে।

রওনা দিল ভায়োলা। অলিভিয়ার বাড়ির গেটে আটকানো হল তাকে। কিন্তু সে-ও নাছোড়বান্দা। জানাল, ঢুকতে না দিলে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে।

'উনি অসুস্থ,' কাজের লোকেরা বলল, 'কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।'

'জানি,' বলল ভায়োলা, 'কিন্তু দেখা আমার করতেই হবে। আমি নড়ছি না।'

'উনি ঘুমোচ্ছেন,' বলল কাজের লোকেরা।

'কোন অসুবিধে নেই। উনি উঠুন, আমি অপেক্ষা করছি।'

সুদর্শন সিজারিওর কথা অলিভিয়াকে জানানো হলে উৎসাহিত হল সে। লোকদের বলল তাকে ভেতরে পাঠাতে। অলিভিয়া জানে ছেলেটিকে অরসিনো পাঠিয়েছে। মুখটা ভাল করে ঢেকে নিল সে, তার সঙ্গিনীদেরও ঢাকতে বলল।

ভায়োলা যখন ঢুকল তখন সবার মুখ ঢাকা হয়ে গেছে। ফলে কোন্ জন অলিভিয়া তা বুঝে উঠতে পারল না সে। অলিভিয়া, অর্থাৎ তার প্রতিদ্বন্দ্বীর চেহারা দেখার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল ভায়োলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তিন

মুখ ঢেকে সহচরীদের নিয়ে বসে রয়েছে অলিভিয়া।

'লেডি অলিভিয়া কোন্ জন জানতে পারি?' বলল ভায়োলা।

মৃদু হাসল অলিভিয়া। 'আমিই অলিভিয়া,' বলল সে।

ভায়োলা অনুরোধ করল অলিভিয়া যাতে ঘরের অন্যান্য মহিলাদের চলে যেতে বলে।

'আমার কথা কেবল আপনার সঙ্গে,' বলল সে।

তক্ষুণি সহচরীদের বাইরে যেতে বলল অলিভিয়া। ডিউকের সুদর্শন দূতটিকে ভাল লেগে গেছে তার।

'আপনার মুখটা দেখতে দেবেন?' জানতে চাইল ভায়োলা।

'হ্যাঁ, ঘোমটা সরাচ্ছি, দেখতে পাবে।' ঘোমটা সরাল অলিভিয়া। 'সুন্দর না?' প্রশ্ন করল সে।

'খুবই সুন্দর,' স্বীকার করল ভায়োলা। অলিভিয়া সত্যিই অপরূপা, ভায়োলা তার রূপের প্রশংসা করতে লাগল। কিন্তু কেমন যেন অধৈর্য হয়ে উঠল অলিভিয়া।

'আমার প্রশংসা করতেই কি পাঠানো হয়েছে

www.BanglaBook.org

তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'তোমার মনিবকে তো বলেই দিয়েছি, তাঁকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হতে পারে তিনি সুদর্শন, ভদ্র, শিক্ষিত—'

'মনিব আপনাকে যেমন ভালবাসেন তেমন যদি আমি বাসতাম, তবে আপনার গেটের কাছে একটা উইলো কাঠের ঘর বানাতাম। যতক্ষণ না আপনি পাল্টা ভালবাসছেন ততক্ষণ গান গেয়েই যেতাম, আপনার জন্যে।'

'হয়ত সফলও হতে!' বলে ফেলল অলিভিয়া। 'এখন সোজা মনিবের কাছে ফিরে যাও। তাঁকে বলে দেবে আমাকে আর প্রেম নিবেদন করার দরকার নেই। অবশ্য চাইলে তুমি এসে দেখা করে যেতে পারো। তোমার মনিব কি বললেন তা কাল এসে জানিয়ে যেয়ো।'

ভায়োলাকে বকশিশ হিসেবে কিছু টাকা দিতে চাইল সে। নিল না ভায়োলা।

'আমি টাকা চাই না। আমার মনিবকে ভালবাসলেই আমি খুশি।'

সিজারিও অর্থাৎ ভায়োলা চলে গেলে চিন্তামগ্ন হল অলিভিয়া। ডিউকের দূতের প্রেমে পড়ে গেছে সে। ছেলেটিকে আবার দেখার জন্যে উথাল-পাথাল করছে ভেতরটা। ম্যালভোলিওকে ডেকে পাঠাল সে।

'এক্ষুণি যাও, ডিউকের দূতকে এটা ফিরিয়ে দিয়ে এসোগে,' বলল অলিভিয়া। আঙুল থেকে আঙটি খুলে রেখেছে সে, 'ওকে বলবে এটা নেব না আমি। ওর

www.BanglaBook.org

মনিবের কোন উপহারই দরকার নেই আমার। বলে দেবে ডিউককে কখনোই বিয়ে করব না আমি। ও যেন কথাটা তাঁকে জানিয়ে দেয়। কাল ওকে আসতে বলবে, আমার রাজি না হওয়ার কারণ যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেব।'

আদেশ পালন করতে ছুটল ম্যালভোলিও। আঙটি আর বার্তা দুটোই পৌঁছে দিল ভায়োলাকে। আঙটিটা দেখে বুদ্ধিমতী ভায়োলার বুঝতে অসুবিধে হল না, অলিভিয়া তার প্রেমে পড়ে গেছে। অলিভিয়াকে কোন কিছুই দেয়নি সে। আবার দেখা করার জন্যে চালাকি করে এ কাজটা করেছে অলিভিয়া।

'বেচারী!' ভাবল ভায়োলা, 'কী কঠিন অবস্থায়ই না পড়েছি আমরা! আমি ভালবাসি ডিউককে। ডিউক ভালবাসে অলিভিয়াকে, অলিভিয়া আবার প্রেমে পড়েছে আমার। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর গতি নেই! সময়ে হয়ত সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে!'

চার

প্রাসাদে ফিরে ডিউককে অলিভিয়ার প্রত্যাখ্যান বার্তা পৌঁছে দিল ভায়োলা। নাখোশ হল ডিউক। কোন যুক্তিই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানতে রাজি নয় সে।

'ধরুন,' তাঁকে বোঝাতে চাইল ভায়োলা, 'কোন এক মহিলা আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, এই আপনি যেমন লেডি অলিভিয়াকে বাসেন আরকি। কিন্তু আপনি সেই মহিলাকে ভালবাসতেন না। সেক্ষেত্রে তাকে ব্যাপারটা মেনে নিতেই হত, ঠিক না?'

'হয়ত ঠিক,' বলল ডিউক। 'কিন্তু মেয়েরা তো আর আমাদের পুরুষদের মত অত ভালবাসতে পারে না।'

'নিশ্চয়ই পারে,' বলল ভয়োলা। 'আমার বাবার মেয়ে এক লোককে খুব ভালবাসত। কিন্তু কখনও তা প্রকাশ করেনি। ফলে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়েছিল সে।'

তারপর হঠাৎই যেন ভায়োলা সামলে নিল নিজেকে।

'লেডি অলিভিয়ার কাছে কি আবার যাব?' জানতে চাইল সে।

'যাও,' বলল ডিউক। অলিভিয়াকে দেয়ার জন্যে একটা আঙটি দিল সে সিজারিওকে।

এ দফায় খুব সহজেই অলিভিয়ার কাছে পৌঁছে গেল ভায়োলা, কেউ ঠেকায়নি তাকে। ডিউকের ভালবাসার কথা আবারও জানাল সে অলিভিয়াকে। কিন্তু অলিভিয়া তার কথায় কানই দিল না।

'ওর নাম আমি আর শুনতে চাই না,' বলল সে, 'তোমার নিজের কিছু বলার থাকলে বলো। আমি তোমাকেই ভালবাসি,' কুমারীর স্বভাবসিদ্ধ লাজ লজ্জা ত্যাগ করে বলে বসল অলিভিয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভায়োলা বুঝে পেল না কি করা বা বলা উচিত এ মুহূর্তে। অলিভিয়ার জন্যে করুণা হচ্ছে তার।

'আপনাকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল সে। 'আমি কখনোই কোন মেয়েকে বিয়ে করব না।'

কথা কটা বলে বিষণ্ন মনে বেরিয়ে গেল ভায়োলা।

পাঁচ

ইতোমধ্যে পেরিয়ে গেছে তিনটি মাস। সেবাস্তিয়ানের কথা বারবারই মনে পড়েছে ভায়োলার। ভাই কোথায় আছে, কি করছে ভেবে ভেবে আকুল হয়েছে সে।

একদিন এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দেখা গেল ইলিরিয়ায়। তার সঙ্গে এক যুবক। ডিউকের কাজের ছেলে সিজারিওর সঙ্গে তার চেহারার অদ্ভুত মিল।

ক্যাপ্টেনটির নাম অ্যান্টোনিও। আর তার সঙ্গী অন্য কেউ নয়—সেবাস্তিয়ান, ভায়োলার যমজ ভাই। অ্যান্টোনিও নিজের জাহাজে তুলে নিয়ে বাঁচিয়েছিল তাকে। গত তিনটি মাস সমুদ্রে ঘুরে বেরিয়েছে ওরা। ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছে দুজনে।

শহরে প্রবেশ করলেও সেবাস্তিয়ান বা ভায়োলা একে

www.BanglaBook.org

অপরের কোন খোঁজ জানে না। শহরটা ঘুরে দেখতে চাইল সেবাস্তিয়ান। কিন্তু এ কাজে তাকে সঙ্গ দিতে পারল না অ্যান্টোনিও। কারণ ডিউক অরসিনোর ভাগ্নে এক সমুদ্র-যুদ্ধে আহত হয়েছে অ্যান্টোনিওর হাতে। ফলে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়েছে ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে। তাই একাই যেতে হল সেবাস্তিয়ানকে।

'সাবধানে থেকো,' তাকে বলে দিল অ্যান্টোনিও। 'আমি এলিফ্যান্ট ইন-এ অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। এটা রাখো.' টাকা ভর্তি একটা ব্যাগ সে ধরিয়ে দিল সেবাস্তিয়ানের হাতে। ঘন্টা কয়েক বাদে ফিরে আসবে, কথা দিল সেবাস্তিয়ান।

ওদিকে অলিভিয়ার বাড়িতে তখন মজার সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে। তার চাচা, অর্থাৎ স্যার টবি বেলচ বাস করেন ভাতিজির বাড়িতে। ভদ্রলোক কাজকর্ম কিছুই করেন না, কেবল খান-দান আর ফুর্তি করেন। তাঁর অবশ্য একজন বন্ধুও আছেন; স্যার অ্যাণ্ড্রু অগুচিক। এই ভদ্রলোক বোকা-সোকা, অহঙ্কারী ধরনের মানুষ। তাঁর সরলতার সুযোগ গ্রহণ করেন স্যার টবি। স্যার অ্যাণ্ড্রুকে তিনি ভাবতে শিখিয়েছেন অলিভিয়াকে স্ত্রী হিসেবে পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব।

একদিন অলিভিয়ার কাজের লোক ম্যালভোলিও অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্যে স্যার টবির সমালোচনা করল। ম্যালভোলিও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা তার। আত্মপ্রেমে মগ্ন সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবারই জানা আছে রসিকতা বোঝে না ম্যালভোলিও। কেউই খুব একটা পছন্দ করে না তাকে। তবে অলিভিয়ার মেইড মারিয়া (স্যার টবিকে সে পছন্দ করে) যতখানি অপছন্দ করে ম্যালভোলিওকে ততখানি বোধহয় আর কেউই করে না। স্যার টবির সম্মতি নিয়ে ম্যালভোলিওর সঙ্গে একটু মশকরা করল মারিয়া। অলিভিয়ার হাতের লেখা নকল করে ম্যালভোলিওকে চিঠি লিখল সে। চিঠিতে বুঝিয়ে দিল অলিভিয়া তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ফলে গোপনে চিঠি লিখেছে।

মারিয়ার ফাঁদে পা দিল ম্যালভোলিও। চিঠিটা পেয়েই আনন্দে আত্মহারা হল সে। ছুটে গেল অলিভিয়াকে প্রেম নিবেদন করতে। ফলে যা হবার তাই হল, অলিভিয়ার শত্রু হয়ে গেল সে।

স্যার টবি এতেও তৃপ্ত হলেন না। এবার লাগলেন তিনি স্যার অ্যান্ড্রুর পেছনে। তাঁকে বললেন অলিভিয়া সিজারিওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করছে, যাতে স্যার অ্যান্ড্রু ঈর্ষান্বিত হন। নির্বোধ স্যার অ্যান্ড্রু সে কথা বিশ্বাসও করলেন। স্যার টবি তাঁর বন্ধু স্যার অ্যান্ড্রুকে সিজারিওর সঙ্গে ডুয়েল লড়তে অনুপ্রাণিত করলেন।

'সবাই দেখবে আপনার কত সাহস' উৎসাহিত করলেন তিনি।

স্যার অ্যান্ড্রু তক্ষুণি কড়া এক চিঠি লিখলেন সিজারিওকে। চ্যালেঞ্জ করলেন। বেচারী ভায়োলা ভয় পেয়ে গেল। তার ভীতি বাড়ল আরও যখন স্যার টবি

www.BanglaBook.org

জানালেন স্যার অ্যান্ড্রু দক্ষ অসিযোদ্ধা। ওদিকে স্যার অ্যান্ড্রু স্যার টবির মুখে শুনেছেন সিজারিও দুর্দান্ত সাহসী যোদ্ধা। ফলে দু প্রতিযোগীর কেউই পারতপক্ষে একে অপরের মুখোমুখি হতে চাইল না।

ডুয়েলের দিন দুই যোদ্ধা ভয়ে কাঁপতে লাগল। অন্যদিকে স্যার টবি তখন বিজয়ের হাসি হাসছেন। ভায়োলা বুঝে পেল না এই সঙ্কট সে কাটিয়ে উঠবে কিভাবে। তলোয়ার ধরা হাতটা থরথর করে কাঁপছে তার। ঠিক এ সময় এক আগন্তুককে নাঙ্গা তরবারি হাতে রঙ্গমঞ্চে হাজির হতে দেখা গেল। স্যার অ্যান্ড্রু আর ভায়োলার মধ্যখানে দাঁড়াল এসে সে।

'থামুন!' বলল লোকটি। 'আমার সঙ্গে লড়ুন। আমি এই ছেলের পক্ষে তলোয়ার চালাব।'

এই বিপদের বন্ধু আর কেউ নয়—সেবাস্তিয়ানের বন্ধু অ্যান্টোনিও। সেবাস্তিয়ানের দেখা না পেয়ে তাকে শহরে খুঁজতে এসেছে সে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এসেই ভায়োলাকে দেখেছে এবং সেবাস্তিয়ান ভেবে ভুল করেছে।

BanglaBook.org

ছয়

অবাক হয়ে গেছে ভায়োলা। এই অপরিচিত লোকটি

www.BanglaBook.org

তাকে সাহায্য করতে চাইছে কেন? কে এ? এসব কথা যখন ভাবছে তখন ডিউক অরসিনোর দুজন অফিসার এসে হাজির হল সেখানে।

'অ্যান্টোনিও, তোমাকে গ্রেফতার করা হল,' বলল তারা। 'চলো আমাদের সঙ্গে।' অ্যান্টোনিওকে গ্রেফতার করল ওরা।

সিজারিওর দিকে ফিরে অ্যান্টোনিও বলল, 'আমাকে যেতে হচ্ছে। ধরা পড়েই গেলাম শেষ পর্যন্ত। আমার এখন টাকার দরকার। ব্যাগটা দিলে ভাল হয়।'

'কিসের ব্যাগ? কিসের টাকা?' বিস্মিত ভায়োলা জানতে চাইল। অবশ্য এই পরোপকারী লোকটিকে সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া সে।

'সামান্য কিছু টাকা আছে আমার। তোমাকে তার থেকে অর্ধেক দেব।'

এবার অবাক হওয়ার পালা অ্যান্টোনিওর।

'টাকা দিয়েছি অস্বীকার করতে চাও? আমার সাহায্যের কথা এত সহজে ভুলে গেলে?'

'কিসের সাহায্য?' জানতে চাইল ভায়োলা।

'তোমাকে জীবনেও দেখিনি আমি, সাহায্য করা তো দূরের কথা।'

ভীষণ আঘাত পেল অ্যান্টোনিও। অফিসারদের বলল সে, 'আমি এই সেবাস্তিয়ান ছেলেটাকে বন্ধু ভেবেছিলাম, জীবনের পরোয়া না করে ওকে খুঁজতে এসেছি এখানে। আর এখন ও বলছে আমি ওকে টাকা ধার দিইনি,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে ও চেনে না।'

অ্যান্টোনিওর ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি নয় অফিসাররা। তারা টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল তাকে।

সেবাস্তিয়ান! তার মানে ভাইটি বেঁচে রয়েছে! ক্যাপ্টেন তাকে এই নামে ডেকেছে। হঠাৎই সব পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল ভায়োলার কাছে। অন্তরটা ভরে উঠল দারুণ আনন্দে। কিন্তু স্যার অ্যান্ড্রুর সঙ্গে ডুয়েলের কথা মনে পড়তেই দ্রুত কেটে পড়ল সে ওখান থেকে।

ভায়োলা চলে যাওয়ার খানিক বাদেই বন্ধুকে খুঁজতে খুঁজতে ওখানে এসে পৌঁছল সেবাস্তিয়ান। স্যার অ্যান্ড্রু ভাবলেন সেই বুঝি সিজারিও। সাহস ভরে তেড়ে গেলেন তিনি, আঘাত করলেন সেবাস্তিয়ানের মাথায়। আর যায় কোথায়! সেবাস্তিয়ান শক্তিশালী যুবক, আঘাতে আঘাতে কাহিল করে ছাড়ল স্যার অ্যান্ড্রুকে। তারপর তরবারি বার করে চ্যালেঞ্জ করল প্রতিদ্বন্দ্বীকে। ওরা লড়াই শুরু করতেই বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল অলিভিয়া। তাকে বলা হয়েছে ডুয়েলের কথা। ফলে সিজারিওর নিরাপত্তার কথা ভেবে ছুটে এসেছে সে।

'তলোয়ার নামান!' চেঁচিয়ে উঠল অলিভিয়া। স্যার অ্যান্ড্রুকে দূর হয়ে যেতে নির্দেশ দিল সে। তারপর সেবাস্তিয়ানের দিকে ফিরে বাড়ির ভেতরে আসতে অনুরোধ করল। বলাই বাহুল্য, সেবাস্তিয়ানকে সে-ও সিজারিও ভেবেছে।

সেবাস্তিয়ানই বা কি করে এই সুন্দরী মহিলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুরোধ ফিরিয়ে দেয়? ভদ্রমহিলা এত আন্তরিক ব্যবহার করছে যে ওর মনে হল স্বপ্ন দেখছে। মহিলাকে সে চেনে না, অথচ মহিলা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন দুজনে কতদিনের পরিচিত! তাছাড়া এই আগন্তুকের মধ্যে খানিকটা অধিকারবোধও যেন কাজ করছে বলে মনে হল সেবাস্তিয়ানের।

কে জানে, হয়ত পাগল-টাগল হবে,' ভাবল সেবাস্তিয়ান।

তবে মহিলার অন্যান্য আচরণে পাগলামির কোন চিহ্ন খুঁজে পেল না ও।

সাত

অলিভিয়া তার ভালবাসার কথা নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছে। ফলে আরও আশ্চর্য হতে হয়েছে সেবাস্তিয়ানকে।

তবে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। খানিক বাদেই এক পাদ্রীকে ডেকে পাঠাল অলিভিয়া। সেবাস্তিয়ানকে এখুনি বিয়ে করবে সে।

অলিভিয়া কথা দিয়েছে বিয়ের কথা গোপন রাখবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু কি কারণে, সেটাই বুঝে উঠতে পারছে না সেবাস্তিয়ান। যাহোক, পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ করল সে। অল্প পরেই বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। স্ত্রীকে রেখে এবার অ্যান্টোনিওর খোঁজে চলল সেবাস্তিয়ান। সে জানে, সব রহস্যের জট খুলে দিতে পারবে তার বন্ধু।

ওদিকে অরসিনো বুঝে ফেলেছে সিজারিওকে দিয়ে হবে না। অলিভিয়াকে স্বয়ং প্রেম নিবেদন করতে হবে। সে সিজারিও এবং লর্ডদের নিয়ে অলিভিয়ার বাড়ির গেটে এসে দাঁড়াল। অলিভিয়ার বেরিয়ে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল তারা। এ সময় সেই দুই অফিসার অ্যান্টোনিওকে ধরে নিয়ে এল সেখানে। ডিউককে খুঁজছে ওরা, জানাল কিভাবে পাওয়া গেছে অ্যান্টোনিওকে।

ভায়োলা অ্যান্টোনিওকে মনপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করতে চাইল। অ্যান্টোনিও কিভাবে তাকে ডুয়েল লড়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তা মনিবকে বলল। 'তার পরপরই ও এমন সব অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করল যে কিছুই বুঝলাম না,' জানাল সে।

অ্যান্টোনিও ভায়োলাকে সেবাস্তিয়ান মনে করে ডিউকের কাছে নালিশ করল। অকৃতজ্ঞ বন্ধুটিকে সে তিনটি মাস সহায়তা দিয়েছে, অথচ তার বন্ধু কি প্রতিদানটাই না দিল।

সব কথা শোনা হলে পর ডিউক বলল, 'তুমি ভুল করছ। গত তিন মাস ধরে ও আমার চাকরি করছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক এসময় দেখা দিল অলিভিয়া। ডিউকের আগ্রহ অ্যান্টোনিওর দিক থেকে ত্বরিত চলে গেল তার দিকে। অফিসারদের নির্দেশ দিল ডিউক, অ্যান্টোনিওকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে। আর নিজে এগিয়ে গেল অলিভিয়ার সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু তার প্রতি অলিভিয়ার কোন মনোযোগ নেই। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ সিজারিওর ওপরে, তার মিঠে বুলি শুধু সিজারিওর জন্যে।

খেপে লাল হয়ে গেল অরসিনো। কাজের ছেলেটি কোথায় মনিবের হয়ে প্রেম নিবেদন করবে তা নয় নিজেই ভালবেসে বসে রয়েছে।

সিজারিওকে তার সঙ্গে চলে যেতে নির্দেশ দিল ডিউক। খুশি মনে আদেশ পালন করল ভায়োলা। হাঁটা দিল তারা।

'দাঁড়াও, যেয়ো না!' চেঁচিয়ে উঠল অলিভিয়া।

'আমি আমার মনিবের সঙ্গে যাব। নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসি তাঁকে,' বলল ভায়োলা।

'সিজারিও, যেয়ো না, স্বামী! দাঁড়াও!' প্রায় কেঁদে ফেলল অলিভিয়া। ভুলে গেল বিয়ের গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতির কথা।

'স্বামী!' চরম বিস্ময়ে বলে উঠল ডিউক।

'হ্যাঁ, ও আমার স্বামী। পারলে অস্বীকার করুক তো দেখি।'

'মাই লর্ড, সব মিথ্যে কথা,' বলল ভায়োলা।

অলিভিয়া তক্ষুণি সেই বিয়ে পড়ানো পাদ্রীকে ডাকিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আনল।

'পাদ্রী বাবা, আপনিই বলুন, আমার আর সিজারিওর বিয়ে পড়িয়েছেন কিনা?'

'পড়িয়েছি। দুঘন্টাও হয়নি এখনও,' বললেন পাদ্রী।

আট

অরসিনোর এবার আর কোন সন্দেহ রইল না। অলিভিয়া তবে সত্যি কথাই বলেছে! তার বিশ্বস্ত লোক শুধু যে প্রেয়সী অলিভিয়াকে ফুসলেছে তা-ই নয়, গোপনে বিয়েও করেছে।

নাহ্, বিশ্বাসঘাতকতাকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না। ক্রুদ্ধ ডিউক ফিরল সিজারিওর দিকে, তার অপকর্মের জন্যে তীব্র তিরস্কার করল।

ওদিকে মুষড়ে পড়েছে অলিভিয়া। স্ত্রী হিসেবে তাকে স্বীকার করেনি সিজারিও। বেচারা সিজারিওর অবস্থা আরও করুণ। অলিভিয়া বা পাদ্রী কারও কথার মাথামুণ্ড বুঝতে পারেনি সে। তারচেয়েও বড় কথা বিনা দোষে এখন প্রাণপ্রিয় ডিউককেও হারাতে বসেছে।

এ সময় সেবাস্তিয়ানকে আসতে দেখা গেল

www.BanglaBook.org

অলিভিয়ার বাড়ির দিকে। অলিভিয়াকে সে 'প্রিয়া' বলে সম্বোধন করল। তারপর অ্যান্টোনিওর দিকে ফিরে আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'বন্ধু, কেমন আছ? তোমাকে খুঁজতেই গিয়েছিলাম। খুব চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে।'

সবার মুখে কুলুপ পড়েছে। প্রত্যেকে বিস্ময়ে হতবাক; একবার সেবাস্তিয়ান আরেকবার ভায়োলার দিকে চাইছে। দুজনের চেহারায় এত মিল যে আলাদা করে তাদের চিনতে পারল না ওরা।

এবার মুখ খুলল সেবাস্তিয়ান।

'তুমি যদি মেয়ে হয়ে থাকো তবে আশা জাগছে আমার মনে। ভেবেছিলাম আমার বোন ভায়োলা ডুবে মারা গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা নয়। তুমিই কি সে-ই?'

'অপেক্ষা করো, সব জানতে পারবে,' বলল ভায়োলা। 'ছেলেদের পোশাক পরেছি বলে ধোঁকা লাগছে? আমার নিজের পোশাক রয়েছে এক বন্ধুর কাছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন তিনি। তিন মাস আগে তাঁর সঙ্গেই এ শহরে এসেছিলাম। ওই পোশাক পরলেই বোনকে চিনতে পারবে তুমি।'

সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সেবাস্তিয়ান খোঁচাল অলিভিয়াকে, 'তুমি প্রেমে পড়েছ একটা মেয়ের অথচ ভুল করে তার ভাইকে বিয়ে করে বসেছ।'

ভুলটা করার জন্যে এতটুকু অনুতপ্ত দেখাল না অলিভিয়াকে। খুব খুশি সে। ডিউক অরসিনোর আর

www.BanglaBook.org

অলিভিয়াকে বিয়ে করা হল না। তার মনে পড়ে গেল ভায়োলা প্রায়শই বলতঃ "আপনাকে যতখানি ভালবাসি ততখানি কোন মেয়েকেও বাসতে পারব না।"

ভায়োলার মনের কথা এবার আর বুঝতে বাকি রইল না ডিউক অরসিনোর। ভায়োলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল সে, রাজি হয়ে গেল ভায়োলা।

গল্প এখানেই ফুরাল। যমজ ভাই বোন খুঁজে পেল একে অপরকে। ডিউকের জীবনসঙ্গী হল সুন্দরী, বিশ্বস্ত ভায়োলা। আর লেডি অলিভিয়া পেল তার মনের মত স্বামী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাকবেথ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রধান চরিত্র

ডানকানঃ স্কটল্যাণ্ডের রাজা।

ম্যাকবেথঃ রাজার সেনাবাহিনীর একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেনারেল।

ব্যাঙ্কুওঃ আরেকজন জেনারেল।

ফ্লেয়ান্সঃ ব্যাঙ্কুওর ছেলে।

ম্যাকডাফঃ উচ্চ খেতাবধারী লোক।

লেনক্সঃ ঐ

ম্যালকমঃ রাজা ডানকানের ছেলে।
ডোনালবেইনঃ

লেডি ম্যাকবেথঃ ম্যাকবেথের স্ত্রী।

তিন ডাইনী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক

সে সময় স্কটল্যাণ্ড শাসন করছিলেন রাজা ডানকান। থেন অভ কডর নামে এক লোক বিদ্রোহ করল রাজার বিরুদ্ধে। ম্যাকবেথ সহ বেশ কয়েকজন সেনাপতি এই দুঃসময়ে রাজার পাশে দাঁড়াল। ম্যাকবেথ, থেন অভ গ্ল্যামিস, দক্ষ, সাহসী যোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃত। স্কটল্যাণ্ডের রাজা, অভিজাতশ্রেণীর লোকজন এবং সাধারণ মানুষের অতি প্রিয়পাত্র সে।

কডর বিদ্রোহ ঘোষণা করলে রাজা ডানকান ডেকে পাঠালেন ম্যাকবেথকে, নির্দেশ দিলেন যে-কোন উপায়ে কডরকে দমন করতে। স্বভাবগত নৈপুণ্যে বিদ্রোহী বাহিনীকে পরাজিত করল সেনাপতি ম্যাকবেথ, ধরে আনল কডরকে। পরে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হল তাকে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যুদ্ধসঙ্গী ব্যাঙ্কুওকে নিয়ে যখন ফিরে আসছে ম্যাকবেথ তখন ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। ওরা তখন নির্জন এক প্রান্তর পেরোচ্ছে, হঠাৎ এ সময় ওদের সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর দর্শন তিন ডাইনী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দুই

ভয় পায়নি ম্যাকবেথ।

'তোমরা কারা?' দৃঢ় কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে। 'দেখতে মেয়েমানুষের মত, অথচ দাড়ি রয়েছে। কারা তোমরা? কি চাও?'

সরাসরি জবাব দিল না তিন ডাইনী। তার বদলে চেঁচিয়ে উঠল প্রথম জনঃ "ম্যাকবেথ, লর্ড অভ গ্ল্যামিসকে সবার অভিনন্দন।"

দ্বিতীয় ডাইনী বলে উঠল তার পরপরইঃ "ম্যাকবেথ, লর্ড অভ কডরকে সবার অভিনন্দন।"

অবাক হয়ে গেল দুই জেনারেল। আসল থেন অভ কডর মারা গেছে। তার উপাধি এখনও দেয়া হয়নি অন্য কাউকে। ফলে স্বভাবতই আশ্চর্য হয়েছে ওরা।

তবে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে। এবার চেঁচিয়ে উঠল তৃতীয় ডাইনীঃ "স্কটল্যাণ্ডের হবু রাজা ম্যাকবেথকে সবার অভিনন্দন।"

তিন ডাইনী এখন পর্যন্ত কেবল ম্যাকবেথের সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। ব্যাঙ্কুও নিজের সম্বন্ধে জানার জন্যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুখ খুলতে বলল ডাইনীদের।

প্রথম জন বলল, "ব্যাঙ্কুওকে অভিনন্দন, সে ম্যাকবেথের চেয়ে নিচু হয়েও উঁচু।"

দ্বিতীয় জন ওদের চমকে দিল আরও, "তুমি ম্যাকবেথের মত অত সুখী নও তবে ভবিষ্যতে ওকে ছাড়িয়ে যাবে।"

তৃতীয়জন বলল, "তুমি রাজা হতে না পারলেও তোমার বংশধরেরা স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবে।"

কৌতূহলী ম্যাকবেথ আরও কিছু জানতে চাইছিল, কিন্তু তিন ডাইনী যেমন হঠাৎ হাজির হয়েছিল তেমনি আবার হঠাৎই মিলিয়ে গেল।

দুই জেনারেল বিস্ময়ে হতবাক। আজব এই অভিজ্ঞতার কথা যখন আলাপ করতে শুরু করেছে; ঠিক তখনি রাজার কজন অমাত্যকে দেখা গেল ঘোড়ায় চেপে ওদের দিকে আসতে।

'রাজা তোমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন,' বলল তারা। 'আর সেজন্যে 'থেন অভ কডর' উপাধিতে ভূষিত করেছেন তোমাকে।'

চমকিত হল ম্যাকবেথ আর ব্যাঙ্কুও। দ্বিতীয় ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিই ফলে গেছে। ম্যাকবেথকে দ্বিতীয় ডাইনী 'লর্ড অভ কডর' নামে সম্বোধন করেছিল। আর এখন সে তাই হয়ে বসে আছে।

দ্রুত খেলে চলেছে ম্যাকবেথের মাথা। তবে কি তৃতীয় ডাইনীর কথাও ফলবে? সত্যিই কি সে কখনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্কটল্যাণ্ডের রাজা হতে পারবে?

ম্যাকবেথ এবার চাইল ব্যাঙ্কওর দিকে।

'তোমার বংশধরেরা রাজা হবে,' বলল সে। সান্ত্বনা দিতে চাইল ব্যাঙ্কওকে।

ব্যাঙ্কও অবশ্য পাত্তা দিল না তার কথা।

'আমি ঐ জীবগুলোর কথা বিশ্বাস করি না। ওরা শয়তান, আমাদেরকেও শয়তান বানাতে চায়। খারাপ কাজ করাতে চায়। ওদের কথা বিশ্বাস করলে বিপদে পড়বে।'

কিন্তু ব্যাঙ্কওর কথায় কর্ণপাত করল না ম্যাকবেথ। ইতোমধ্যেই সে নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করেছে। ভাববে না-ই বা কেন? রাজা ডানকানের নিকটাত্মীয় সে। রাজার দরবারের অন্যতম জনপ্রিয় সভাসদও বটে। তার বয়স কম। ওদিকে রাজা বুড়িয়ে গেছেন। স্কটল্যাণ্ড শাসন করার জন্যে যোগ্য একজন রাজা দরকার। ম্যাকবেথ বুঝল না ডাইনীরা সুচারুভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছে। আর তাদের ফাঁদে পড়ে গেছে সে।

রাজা বিদ্রোহ দমনের পুরস্কার হিসেবে ম্যাকবেথকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতে চাইলেন। সে সময়কার প্রথা অনুযায়ী তিনি ম্যাকবেথের দুর্গে বেড়াতে আসবেন ঘোষণা করলেন। রাজার সিদ্ধান্তের কথা শুনে তক্ষুণি প্রাসাদ ত্যাগ করল ম্যাকবেথ, তার স্ত্রীকে রাজার আগমন বার্তা জানানর জন্যে।

বাড়ির পথে রওনা দেয়ার আগে ম্যাকবেথ একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিঠিও লিখল স্ত্রীর উদ্দেশে। তারপর সেটা পাঠিয়ে দিল দূত মারফত। চিঠিতে সে ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করল। জানাল প্রথমটা ফলে গেছে, দ্বিতীয়টাও কি ফলবে?

তিন

লেডি ম্যাকবেথও স্বামীর চেয়ে কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়। ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত সে। মহিলা বুদ্ধিমতী। তার বুঝতে অসুবিধা হল না ডানকান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ম্যাকবেথের রাজা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ছলে বলে কৌশলে সরিয়ে দিতে হবে পথের কাঁটা ডানকানকে। সে ঠিক করল এ ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করবে স্বামীর ওপর।

চিঠিটা পড়ে সন্দেহ হল লেডি ম্যাকবেথের স্বামী তার কথায় রাজি হবে তো? স্বামীকে সে ভাল করেই চেনে। মানুষটি যতই উচ্চাকাঙ্ক্ষী হোক না কেন তার মনটা বড় নরম। যাহোক, স্বামীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করিয়ে ফেলবে সে। সৌভাগ্যক্রমে রাজা আসছেন তাদের দুর্গে। মস্তবড় সুযোগ জুটে গেছে ভাগ্যে। প্রথম রাতেই

www.BanglaBook.org

খুন করতে হবে রাজাকে। কেউই সন্দেহ করতে পারবে না তার স্বামীকে, কারণ সাম্প্রতিক যুদ্ধে রাজার প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ রেখেছে ম্যাকবেথ।

স্বামী পৌঁছামাত্রই লেডি ম্যাকবেথ তার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করল। যা ভেবেছিল তাই। বেঁকে বসল ম্যাকবেথ। সে অবশ্যই রাজা হতে চায়, কিন্তু ডানকানকে খুন করে নয়।

'আজ রাতে রাজা আসছেন,' বলল ম্যাকবেথ।

'যাবেন কখন?' জানতে চাইল তার স্ত্রী।

'আগামীকাল।'

'সে সুযোগ তিনি আর পাচ্ছেন না,' বলল লেডি ম্যাকবেথ।

লেডি ম্যাকবেথ স্বামীকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিল, কিভাবে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে হবে রাজাকে। আর 'রাতের কাজ' এর ভার ছেড়ে দিতে বলল তার ওপর। সব পরিকল্পনা সম্পন্ন। আজ রাতেই হত্যা করা হবে রাজা ডানকানকে।

রাজা তাঁর দু ছেলে এবং অন্যান্য লোকদের নিয়ে দুর্গে পৌঁছলে লেডি ম্যাকবেথ সকলকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল। তার আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলেন রাজা। ক্লান্ত রাজা তখুনি বিশ্রামের জন্যে বিছানায় যেতে মনস্থ করলেন। তবে তার আগে বিশাল এক হীরকখণ্ড উপহার দিলেন লেডি ম্যাকবেথকে, তার আন্তরিকতার জন্যে।

সন্ধে গড়িয়ে রাত নামল। বেড়ে চলল ম্যাকবেথের

www.BanglaBook.org

অস্বস্তি আর অস্থিরতা। রাজার হত্যাকাণ্ডে সায় নেই তার।

'উনি আমার আত্মীয়, মনিবও,' বলল সে। 'তাছাড়া আমাদের এখানে উনি অতিথি। ওঁর ভাল-মন্দের ভার এখন আমাদের ওপর। ওঁকে খুনের পরিকল্পনা বাদ দেয়া উচিত।'

কিন্তু তার কথা শোনার পাত্রী নয় লেডি ম্যাকবেথ। তার বিশ্বাস, খুব সহজেই ডানকানকে খুন করে তার দায়ভার চাপিয়ে দেয়া যাবে অন্যদের ওপর।

'সঙ্কল্পে স্থির থাকতে হবে,' বলল সে। 'একটি রাতের কাজই তোমাকে স্কটল্যাণ্ডের রাজা আর আমাকে রানী করে দেবে। কাজেই মনে কোন দ্বিধা রেখো না।'

স্ত্রীর কথায় প্রভাবিত হল ম্যাকবেথ। দুজনে মিলে আরেকবার যাচাই করে নিল হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাটা। রাজার ঘরের গার্ড দুজনের ওয়াইনে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেবে ওরা। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাজাকে খুন করবে ম্যাকবেথ। তারপর রাজার রক্ত মাখিয়ে দেবে গার্ডদের পোশাকে। কাল সকালে মাতাল, রক্তাক্ত পোশাক পরা গার্ডদের খুনী সাব্যস্ত করবে।

সে রাতে সবাই তখন ঘুমে অচেতন। রাজার ঘরে পা টিপে টিপে প্রবেশ করল লেডি ম্যাকবেথ। গার্ডদেরও ঘুমাতে দেখে সাহস বেড়ে গেল তার। নিজেই খুনটা করতে মনস্থ করল সে। কিন্তু ছুরি হাতে ঘুমন্ত ডানকানের দিকে এগোতেই নিজের মৃত বাবার কথা মনে পড়ে গেল তার। ফলে পিছিয়ে এল সে। চুপিসারে বেরিয়ে গেল ঘর

www.BanglaBook.org

ছেড়ে। ছুরিটা ধরিয়ে দিল অপেক্ষমাণ স্বামীর হাতে।

'যাও,' বলল লেডি ম্যাকবেথ, 'রাজাকে খুন করে এসো।'

চার

অন্ধকার রাতে ছুরি হাতে ডানকানের ঘরের দিকে এগোল ম্যাকবেথ। দুরুদুরু কাঁপছে বুকটা। খানিক দূর এগোতেই ভয়ে হাত-পা অসাড় হয়ে এল তার। দেখতে পেল শূন্য থেকে একটা ছুরি ঝুলছে। টপটপ করে রক্ত পড়ছে ওটা থেকে। ঠিক তার হৃৎপিণ্ডের দিকে তাক করে রয়েছে ওটার তীক্ষ্ণ ফলা। হাত বাড়িয়ে ছুরিটা ধরতে চাইল ম্যাকবেথ। কিন্তু কোথায় ছুরি! মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল ওটা। দৃষ্টিভ্রম!

সমস্ত আশঙ্কা ঝেড়ে ফেলল ম্যাকবেথ। দ্রুত ডানকানের ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপণ না করে ছুরিটা বসিয়ে দিল ঘুমন্ত রাজার হৃৎপিণ্ডে। এক আঘাতেই মারা পড়লেন ডানকান।

এবার হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে চলে এল ম্যাকবেথ। বেরোতে যাবে যেই অমনি ঘুমের মধ্যে

www.BanglaBook.org

চেঁচিয়ে উঠল একজন গার্ড, 'খুন!' আর হেসে উঠল অন্যজন। থমকে গেল ম্যাকবেথ। কিন্তু বিপদ ঘটল না কোন। গার্ড দুজন ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে উদ্বিগ্ন লেডি ম্যাকবেথ। চারদিক অন্ধকার। কান পেতে রয়েছে সে। শুনতে চেষ্টা করছে প্রতিটি শব্দ। গার্ডদের একজনকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনে ভেবেছে, ম্যাকবেথ ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু ম্যাকবেথ ফিরে এসে সব জানাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তার স্ত্রী।

কিন্তু এই অপকর্ম ঘটিয়ে মানসিকভাবে প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ম্যাকবেথ। পাগলের মত পায়চারি করতে লাগল সে। কানে আসছে কার যেন কণ্ঠঃ "ঘুম হারাম! ম্যাকবেথ ঘুমকে খুন করেছে! তার ঘুম হারাম!"

লেডি ম্যাকবেথ তার এই করুণ অবস্থা দেখে ধমক দিল, 'বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল নাকি তোমার? ছুরিটা নিয়ে এসেছ কেন? ওটা গার্ডদের পাশে রেখে এসোগে যাও। ওদের কাপড়ে রক্ত মাখিয়ে দিয়ে এসো।'

কিন্তু মৃত ডানকানের ঘরে ফিরে যেতে নারাজ ম্যাকবেথ। ফলে লেডি ম্যাকবেথকেই স্বয়ং যেতে হল ও ঘরে। ঘুমন্ত গার্ডদের সারা শরীরে সে মেখে দিল ডানকানের রক্ত। ছুরিটা ফেলে এল ওদের পাশে। সে যখন ফিরল তখন দেখতে পেল নিজের রক্তমাখা হাত দুটির দিকে আতঙ্কিত চোখে চেয়ে রয়েছে ম্যাকবেথ।

'সমুদ্রের সব পানি দিয়ে ধুলেও কি এ দাগ যাবে?'

www.BanglaBook.org

আপন মনেই প্রশ্ন করল সে। 'উঁহুঁ, পুরো সমুদ্রটাই লাল হয়ে যাবে।'

এসময় হঠাৎই দুর্গের গেটে ধাক্কা দেয়ার শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠে কাঁপতে লাগল ম্যাকবেথ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করল লেডি ম্যাকবেথ। ফিসফিস করে স্বামীকে বলল, 'জলদি গিয়ে হাত ধুয়ে নাও। নাইট গাউনটাও পরে নেবে, তাহলে সবাই মনে করবে আমরা এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলাম। যাও!'

বাইরে তখন ঝড় বয়ে চলেছে। ম্যাকবেথের মনে হল, প্রকৃতি তার দুষ্কর্মের কথা সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে। ওদিকে বেড়ে চলেছে গেট ধাক্কানর শব্দ, ভেঙেই ফেলবে যেন। দারোয়ান ঘুম ভেঙে উঠে গেট খুলতে গেল।

ডানকানের দুজন বিশ্বস্ত অমাত্য, ম্যাকডাফ এবং লেনক্স এসেছে রাজার খোঁজ নেয়ার জন্যে।

ম্যাকডাফকে ডানকানের ঘর দেখিয়ে দেয়া হল। ঘরে ঢুকেই আর্তচিৎকার করে উঠল সে, মুহূর্তে হট্টগোল বেধে গেল গোটা দুর্গ জুড়ে। ম্যাকডাফ স্পষ্ট বুঝল হত্যা করা হয়েছে রাজা অর্থাৎ তার মনিবকে। সে এ হত্যাকাণ্ডের কথা জানাতেই প্রচণ্ড ক্রোধে কাঁপতে লাগল ম্যাকবেথ। তক্ষুণি নিরীহ গার্ড দুজনকে খুন করল সে। তার ধারণা, এতে রাজার প্রতি তার বিশ্বস্ততার স্পষ্ট প্রমাণ পাবে ম্যাকডাফ এবং ডানকানের দু ছেলে। দু ভাই কিন্তু গার্ডদের হত্যাকাণ্ডকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখল। গার্ডদের মেরে ফেলার পর ডানকানের হত্যাকাণ্ডের আর কোন সাক্ষী

www.BanglaBook.org

রইল কই? রাজাকে মেরে গার্ডদের কি লাভ?

দু ভাই আলোচনা করল এসব ব্যাপার নিয়ে। তারপর পালাতে মনস্থ করল। ম্যাকবেথ এ মুহূর্তে নির্মম, বেপরোয়া হয়ে গেছে। সে অনেক অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে। কাজেই নিরাপত্তার খাতিরে ম্যালকম ইংল্যাণ্ড আর ডোনালবেইন আয়ারল্যাণ্ডের পথে পাড়ি জমাল। ভেঙে পড়েছে ম্যাকডাফও। কিন্তু তখনকার মত রয়ে গেল সে, ভাবতে লাগল কি করা যায়।

ওদিকে লেডি ম্যাকবেথ ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অস্থির। জ্ঞান হারাল সে। কিন্তু পরে জ্ঞান ফিরতে বুঝল ভয়ের কিছু নেই। এখন স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসন আর ম্যাকবেথের মধ্যখানে আর কেউ নেই।

ডানকানের দু ছেলের পলায়নের পর তার নিকটাত্মীয় ম্যাকবেথের মাথায় রাজমুকুট উঠল। তৃতীয় ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণী অবশেষে ফলল।

BanglaBook.org

পাঁচ

ম্যাকবেথের মনের আশা পুরল। সে এখন স্কটল্যাণ্ডের রাজা। কিন্তু মনে শান্তি নেই তার। সিংহাসনে নিরাপদ

www.BanglaBook.org

বোধ করছে না সে। তীব্র অপরাধবোধে দগ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বিশেষত ব্যাঙ্কুওকে তার সবচেয়ে বেশি ভয়। ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণী সর্বক্ষণ খোঁচায় তাকে। ডাইনী ব্যাঙ্কুওকে বলেছিলঃ "তুমি রাজা হতে না পারলেও তোমার বংশধরেরা স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবে।"

ব্যাঙ্কুওর কটা ব্যাপার অস্বস্তিতে রেখেছে ম্যাকবেথকে। রাজা ডানকানের প্রতি অসম্ভব অনুগত ছিল সে। শান্ত, গম্ভীর প্রকৃতির লোক ব্যাঙ্কুও। কখন কি ভাবছে বোঝা বড় দায়। তাছাড়া ওর তরুণ ছেলে ফ্লেয়ান্স তো রয়েছেই। সন্দেহপ্রবণ ম্যাকবেথ প্রতিজ্ঞা করল তার সম্ভাব্য সকল শত্রুকে হত্যা করবে। তালিকায় এ ক্ষেত্রে সবার আগে আসল ব্যাঙ্কুও আর ফ্লেয়ান্সের নাম। ম্যাকবেথের মনে হল, যে মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে সে রাজাকে খুন করেছে; ব্যাঙ্কুওর বংশধরেরা সিংহাসনে বসলে তা পানিতে যাবে।

ব্যাঙ্কুওকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিল ম্যাকবেথ। এ উদ্দেশে মস্ত ভোজের আয়োজন করা হল প্রাসাদে।

'আজ রাতে ডিনারের আয়োজন করেছি,' ব্যাঙ্কুওকে বলল ম্যাকবেথ। 'তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে।'

'আসব, ইয়োর ম্যাজেস্টি,' জবাব দিল ব্যাঙ্কুও, 'তার আগে আমাকে একটু কাজে যেতে হবে, ঘোড়া নিয়ে যাব।'

'অনেক দূর নাকি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, ইয়োর ম্যাজেস্টি,' উত্তর দিল ব্যাঙ্কুও। 'ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে ডিনারের সময় হয়ে যাবে। আর ঘোড়া যদি আস্তে ছোটে তবে ফিরতে হয়ত রাত হতে পারে।'

'ফ্লেয়ান্সও যাচ্ছে?' জানতে চাইল ম্যাকবেথ।

'হ্যাঁ, ইয়োর ম্যাজেস্টি।'

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল ম্যাকবেথের হাতে। প্রাসাদের ভোজসভায় যোগ দেয়ার পথে ভাড়াটে খুনীর হাতে নিহত হল ব্যাঙ্কুও। আর কোনমতে পালিয়ে বাঁচল ফ্লেয়ান্স। (অনেক পরে ফ্লেয়ান্সের বংশধরেরা বংশানুক্রমিক ভাবে স্কটল্যাণ্ড শাসন করেছিল। তৃতীয় ডাইনীর কথা ফলে গিয়েছিল।)

ওদিকে ব্যাঙ্কুওর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় সমস্ত অমাত্যদের ডেকে পাঠিয়েছে ম্যাকবেথ। ম্যাকডাফ দাওয়াত গ্রহণ করেনি। নতুন রাজাকে চরম সন্দেহ তার। লেনক্স অবশ্য এসেছে। নিমন্ত্রণকর্তা এবং সকল অতিথি উপস্থিত। দেখা নেই কেবল প্রধান অতিথি ব্যাঙ্কুওর। সবাই তার খোঁজ খবর করতে লাগল।

উসখুস করছে ম্যাকবেথ।

'ওর কি যে হল কে জানে,' বলল সে। 'কোন অসুবিধা হয়নি আশা করি। মনে হয় এক্ষুণি এসে পড়বে।'

সে একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজার জন্যে রক্ষিত চেয়ারে এসে বসল ব্যাঙ্কুওর ভূত।

ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হল ম্যাকবেথের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'রক্তমাখা চুলগুলো অমন করে ঝাঁকাচ্ছ কেন? আমি কিছু করিনি,' কর্কশ কণ্ঠে ফিসফিস করে বলল সে। ও ছাড়া আর কেউ ভূতটাকে দেখেনি। ফলে ওর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল সকলে।

লেডি ম্যাকবেথ প্রমাদ গুণল। দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করল সে।

'আমার কর্তা প্রায়ই অমন করেন,' সমবেত অতিথিদের উদ্দেশে বলল সে। 'ও কিছু নয়। আপনারা ভাববেন না।'

স্বামীকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল লেডি ম্যাকবেথ। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' স্বামীকে বলল সে। 'ওরা আমাদের সন্দেহ করবে তো। কি হয়েছে তোমার? খালি চেয়ারের দিকে চেয়ে রয়েছ!'

একথা বলা মাত্রই ভূতটা উধাও হয়ে গেল। সাহস ফিরে পেল ম্যাকবেথ, অতিথিদের সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে উঠল। "প্রিয় বন্ধু" ব্যাঙ্কওর সুস্বাস্থ্য কামনা করে মদপান করল সে।

'ও এখানে থাকলে কি ভালই না হত,' বলে ফেলল ম্যাকবেথ। অমনি আবার হাজির হয়ে গেল ব্যাঙ্কওর ভূত। ভয়ে গা শিরশির করতে লাগল ম্যাকবেথের। 'যাও, দূর হয়ে যাও!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও!'

অতিথিরা আবারও বিস্মিত হল। পরিস্থিতি আবারও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সামাল দেয়ার চেষ্টা করল লেডি ম্যাকবেথ। সে জানাল, তার স্বামীর প্রায়ই এরকম অসুবিধা হয়; কাজেই অতিথিরা আজকের মত চলে গেলেই ভাল হয়। বুদ্ধিমতী লেডি ম্যাকবেথ অনেক অভ্যাগতের চোখেমুখে স্পষ্ট সন্দেহের ছাপ দেখতে পেল। উপলব্ধি করল তার স্বামীর শত্রুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে দিনকে দিন।

অতিথিরা চলে গেলে একান্ত আলোচনা সেরে নিল স্বামী-স্ত্রী। ম্যাকবেথ স্ত্রীকে জানাল, সে ডাইনীদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। কি ঘটতে যাচ্ছে জানতে হবে তার।

পরদিন সকালে সেই নির্জন প্রান্তরে চলে গেল ম্যাকবেথ। ডাইনীরা তখন জাদুমন্ত্র করছে, প্রেতাত্মাদের ডেকে আনার জন্যে। এই প্রেতাত্মারা ভবিষ্যৎ উদঘাটন করবে।

'কি ঘটতে যাচ্ছে জানতে চাই আমি,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল ম্যাকবেথ।

জবাবে তিনটি প্রেতাত্মাকে ডেকে আনাল ডাইনীরা। প্রথম প্রেতাত্মার আবির্ভাব ঘটল শিরোস্ত্রাণ পরা এক মুণ্ডু রূপে। ম্যাকবেথ ওটার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কিন্তু নিষেধ করল ডাইনীরা। ম্যাকবেথকে চুপ করে কেবল শুনে যেতে বলল।

মুণ্ডুটা ধীরে ধীরে সতর্কবাণী শোনাল: "ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ! ম্যাকবেথ! ম্যাকডাফ হতে সাবধান! লর্ড অভ ফাইফের কাছ থেকে সাবধান।" তারপর মাটির নিচে মিলিয়ে গেল ওটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বজ্রপাতের শব্দে আবির্ভূত হল দ্বিতীয় প্রেতাত্মা। এটা এসেছে শিশুর রক্তাক্ত মুণ্ডুর বেশেঃ "খুনী, সাহসী আর দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হও। স্ত্রীলোকের জন্ম দেয়া কোন মানুষ কখনও তোমার ক্ষতি করতে পারবে না।"

'তাহলে,' ভাবল ম্যাকবেথ, 'ম্যাকডাফ আমার কোন ক্ষতি করতে পারছে না। তবে ও মরলে আরও বেশি নিশ্চয়তা পাব।' তক্ষুণি মনস্থির করল সে, ম্যাকডাফ মরবে।

এবার দেখা দিল তৃতীয় প্রেতাত্মা। এটা মুকুট পরা একটা বাচ্চা, হাতে গাছঃ "ভয়ের কিছু নেই,' বলল প্রেতাত্মা, "কোন কিছুকেই ভয় করবে না। বার্নামের জঙ্গল ডানসিনেন পাহাড়ে না আসাতক অজেয় থাকবে তুমি।" এটাও তারপর সেঁধিয়ে গেল মাটির গভীরে।

ম্যাকবেথ এখন অনেকখানি স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। তৃতীয় প্রেতাত্মার কথা মনে ধরেছে তার। শত্রুদের পরোয়া করার কোন কারণই নেই। একটা জঙ্গল কিভাবে জায়গা ছেড়ে এগিয়ে আসবে? অবাস্তব কল্পনা!

তবে একটা প্রশ্ন বারবার খোঁচাচ্ছে তাকেঃ ব্যাঙ্কওর বংশধরেরা সত্যিই কি স্কটল্যাণ্ড শাসন করবে? ডাইনীদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষ প্রশ্নটা করল ম্যাকবেথ। তারা চমকে তাকাল ওর দিকে, নিষেধ করল প্রশ্নটা করতে। কিন্তু ম্যাকবেথ নাছোড়বান্দা, শুনবেই সে। ফলে বাধ্য হয়ে মিলিয়ে গেল তিন ডাইনী, তাদের জায়গায় একে একে আবির্ভূত হল আট প্রেতাত্মা, বাজনার

www.BanglaBook.org

শব্দের সঙ্গে মিলিয়েও গেল তক্ষুণি আবার। সব পরিষ্কার দেখল ম্যাকবেথ। সে বুঝতে পারল ছায়া—শরীরগুলো আর কারও নয় আটজন ভবিষ্যৎ রাজার। অষ্টম প্রেতাত্মার সঙ্গে ব্যাঙ্কুওর চেহারার অদ্ভুত মিল। এই প্রেতাত্মাটার শরীর রক্তমাখা, হাতে আয়না। আয়নায় চোখ পড়তেই ম্যাকবেথ দেখল তাতে ফুটে উঠেছে ব্যাঙ্কুওর আরও বংশধরদের চেহারা; মাথায় তাদের স্কটিশ রাজমুকুট। হতাশ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে রইল ম্যাকবেথ।

'আর না! আর দেখতে চাই না!' ডাইনীদের উদ্দেশে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল ম্যাকবেথ।

এ মুহূর্তে বেপরোয়া হয়ে গেছে সে। শত্রুর শেষ রাখবে না ও। শয়তান ভর করেছে তার ওপর।

ম্যাকবেথ যখন ফেরার জন্যে রওনা দিচ্ছে তখন দেখা হল লেনক্সের সঙ্গে। সে জানাল ম্যাকডাফ ইংল্যাণ্ডে পালিয়েছে। মহাখাপ্পা হল ম্যাকবেথ। ম্যাকডাফকে এখন খুন করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে তার স্ত্রী এবং শিশু সন্তানদের ছেড়ে দেবে না ও। প্রতিশোধ নেবে তাদের ওপর। মুহূর্তে মনস্থির করল ম্যাকবেথ, খুন করবে সবাইকে।

ম্যাকডাফের দুর্গে হানা দেয়া হল। তার স্ত্রী, সন্তান সহ উপস্থিত সবাইকে খুন করা হল নির্বিচারে।

অমাত্যবর্গ এখন মনেপ্রাণে ঘৃণা করে ওকে। অনেকেই তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যোগ দিয়েছে ম্যালকমের সঙ্গে। শক্তিশালী সেনাবাহিনী নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইংল্যাণ্ড থেকে অগ্রসর হচ্ছে ম্যালকম।

ডাইনীরা বলেছিল ব্যাঙ্কুও ম্যাকবেথের চেয়ে নিচু হয়েও উঁচু, বলেছিল সে ওর মত অত সুখী নয় তবে ভবিষ্যতে ওকে ছাড়াবে। ম্যাকবেথের মনে হল সত্য বড় নিষ্ঠুর!

ছয়

ম্যাকবেথের প্রাসাদে এখন উদ্বেগ আর ভীতি জাঁকিয়ে বসেছে। তবে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে লেডি ম্যাকবেথ। দিনের বেলা ঠিকঠাক মত কাজ করে সে, কিন্তু রাতের বেলা পাল্টে যায় দৃশ্যটা। আসলে ডানকানের হত্যাকাণ্ড গভীর ছাপ ফেলেছে তার মনে। রাতে শান্তিতে ঘুমোতে পারে না সে, হেঁটে বেড়ায় ঘুমের মধ্যে। আর ঘষতে থাকে দু হাত। তার মনে হয় হাত দুটোয় রক্তমাখা। দাগ ওঠাতে চেষ্টা করে সে।

'আরব দেশের সমস্ত আতর মাখলেও রক্তের গন্ধ দূর হবে না,' বিড়বিড় করে বলে লেডি ম্যাকবেথ।

অপরাধবোধ কাবু করে ফেলেছে তাকে। দিনের পর

www.BanglaBook.org

দিন পেরিয়ে যেতে লাগল এভাবে। হাজার চিকিৎসাতেও কোন কাজ হল না।

'এ রোগের ওষুধ জানা নেই আমার,' চিকিৎসক বলল, 'বিবেকের দংশন থেকে কেবলমাত্র ঈশ্বরই তাঁকে মুক্তি দিতে পারেন।'

যন্ত্রণাময় জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যে শেষে একদিন আত্মহত্যা করল লেডি ম্যাকবেথ।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই বিশাল পৃথিবীতে একদম একা হয়ে পড়ল ম্যাকবেথ। ইতোমধ্যেই জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে তার। বেশিরভাগ দক্ষ সৈনিক এবং যোদ্ধা তার পক্ষ ত্যাগ করেছে। এ মুহূর্তে শত্রুপক্ষের আক্রমণ ঠেকানর জন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করাও অসম্ভব তার পক্ষে।

ডানসিনেন-এ নিজের দুর্গে স্বেচ্ছা বন্দী হল ম্যাকবেথ। প্রেতাত্মারা জানিয়েছে বার্নাম জঙ্গল ডানসিনেন পাহাড়ে না আসা পর্যন্ত চিন্তা নেই। এবং স্ত্রীলোকের প্রসবিত কোন মানুষ তার ক্ষতি করতে পারবে না। কাজেই ম্যাকবেথের মনে হল ডানসিনেন দুর্গে এমুহূর্তে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে। জঙ্গলের পক্ষে কি জায়গা ছেড়ে এগিয়ে আসা সম্ভব? মোটেই না। তবে সেজন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকার লোক নয় ম্যাকবেথ। সাহসী যোদ্ধা সে, প্রয়োজন পড়লে লড়ে মরবে।

স্ত্রী এবং বিশ্বস্ত বন্ধুবিহীন একাকী ম্যাকবেথের দিন কেটে যেতে লাগল চরম মানসিক যন্ত্রণায়।

www.BanglaBook.org

একদিন এক দূত ছুটে এল ম্যাকবেথের কাছে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তার মুখ চোখ। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে বোঝা যায়, প্রায় বাক্‌হারা হয়ে পড়েছে।

'বার্নামের জঙ্গল ডানসিনেন পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে,' কোনমতে বলতে পারল লোকটি।

'মিথ্যুক!' গর্জে উঠল ম্যাকবেথ। 'তোমার কথা মিথ্যে হলে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেব; আর সত্যি হলে আমাকে গাছে ঝোলাতে পারো, কিছু যায় আসে না।'

সমস্ত সাহস উবে গেছে ম্যাকবেথের। সে বুঝে ফেলেছে ডাইনীদের মিথ্যে আশ্বাসের কথা।

'আর বাঁচতে চাই না আমি,' চেঁচিয়ে উঠল সে। তারপর সামলে নিয়ে চিৎকার করল, 'সবাই বেরিয়ে এসো, অস্ত্র নিয়ে। পালানর পথ নেই। লড়াই করব আমরা।'

সাত

দূত বস্তুত সত্যি কথাই বলেছে। বার্নামের জঙ্গল আসলেই এগিয়ে আসছে ডানসিনেন পাহাড়ের দিকে। কিভাবে? ম্যালকম তার লোকদের নির্দেশ দিয়েছে গাছের ডাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাটতে। প্রত্যেক সৈন্য সেই কাটা ডাল সামনে নিয়ে এগোলে ম্যালকমের লোকবল সম্বন্ধে জানা মুশকিল হয়ে পড়বে ম্যাকবেথের। ম্যালকমের বিশ্বাস, ধোঁকা খাবে ম্যাকবেথ। প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না নিয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়ে আসবে। ম্যালকমের রণকৌশল সত্যিই কাজে লাগল।

গাছের ডালগুলোকে এগোতে দেখে দূত ভেবেছে পুরো বার্নাম জঙ্গলটাই এগিয়ে আসছে।

ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণী এবারেও ফলে গেল। ম্যাকবেথ বুঝতে পারল, ডাইনীরা বিভ্রান্ত করেছে তাকে। সে উপলব্ধি করল, ব্যাঙ্কুও ঠিকই বলেছিল। ডাইনীদের কথায় বিশ্বাস করা মোটেই উচিত হয়নি। এই নরকের জীবগুলো কুমন্ত্রণা দিয়ে ধ্বংস করে ছেড়েছে তাকে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আরম্ভ হল। অমিতবিক্রমে লড়ে চলল ম্যাকবেথ। মনে আশা তার; স্ত্রীলোকের প্রসবিত কোন মানুষ তার ক্ষতি করতে পারবে না। ম্যাকবেথের সেনাবাহিনী তাদের নেতাকে যথাসাধ্য সহায়তা দিল। সম্মুখ সমরে ম্যাকবেথ তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করেছে। শেষে ম্যাকডাফের মুখোমুখি হতে হল তাকে। যুদ্ধের ময়দানে এতক্ষণ তাকেই খুঁজছিল ম্যাকডাফ। দেখা হতেই তেড়ে এল সে।

'খুনী! নরকের কুকুর! শত্রু!' চিৎকার করে গালি দিল ম্যাকডাফ।

'ভাল চাইলে ফিরে যাও!' পাল্টা চেঁচাল ম্যাকবেথ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার পরিবারের সকলে আমার হাতে মরেছে।'

কিন্তু ম্যাকডাফ দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ, ম্যাকবেথকে হত্যা করবেই সে। শুরু হল ভয়াবহ লড়াই। আঘাত, পাল্টা আঘাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল দুজনেই। দম নেয়ার জন্যে খানিকক্ষণের জন্যে থামল ওরা।

'তুমি খামোকাই শক্তি ক্ষয় করছ,' বলে উঠল ম্যাকবেথ। কোন মহিলার প্রসবিত সন্তান কখনোই আমার ক্ষতি করতে পারবে না।'

অট্টহাসি করল ম্যাকডাফ।

'মা আমাকে প্রসব করেনি,' আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ম্যাকডাফ বলল। 'নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মায়ের গর্ভ থেকে বার করে নেয়া হয়েছিল আমাকে।'

আঁতকে উঠল ম্যাকবেথ। স্পষ্ট বুঝল আবারও বিভ্রান্ত হয়েছে সে, ডাইনীদের কথায়। ওদেরকে অভিশাপ দিল সে। এ মুহূর্তে আর বিন্দুমাত্র সাহস অবশিষ্ট নেই তার।

'তোমার সঙ্গে লড়ব না,' কঠিন গলায় বলল ম্যাকবেথ।

'তবে বেঁচে থাকো,' ঠাট্টা ঝরে পড়ল ম্যাকডাফের কণ্ঠে, 'তোমাকে খাঁচায় পুরে মানুষকে দেখাব বিভিন্ন মেলায়। গায়ে সাঁটিয়ে দেব এই নোটিশ: "এখানে অত্যাচারীকে দেখতে পাবেন"।'

'না!' চেঁচাল ম্যাকবেথ। 'আমি কক্ষণও অপমান সইব না।' ঢাল ছুঁড়ে দিয়ে ম্যাকডাফকে আক্রমণ করল সে।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না

www.BanglaBook.org

ম্যাকবেথ। মৃত্যুবরণ করল ম্যাকডাফের হাতে। ম্যাকবেথের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিল ম্যাকডাফ। তারপর ওটা নিয়ে বিজয়ীর বেশে হাজির হল ম্যালকম আর সৈন্যদের সামনে।

ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণী—"ম্যাকডাফ হতে সাবধান!" সত্যে পরিণত হল।

শেষ হয়ে গেল একজন সাহসী এবং একদা বিশ্বস্ত সৈনিকের জীবন। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্যে বড় বেশি মূল্য দিতে হল ম্যাকবেথকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্য টেমিং অভ দ্য শ্রু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

প্রধান চরিত্র

ব্যাপটিস্টাঃ পাড়ুয়ার এক ধনী ভদ্রলোক।

ভিনসেনশিওঃ পিসার সওদাগর।

লুসেনশিওঃ ভিনসেনশিওর ছেলে।

পেট্রুশিওঃ ক্যাথরিনের স্বামী।

ক্যাথরিনঃ ব্যাপটিস্টার বড় মেয়ে।

গ্রেমিও, হোর্টেনশিওঃ
বিয়াংকার পাণিপ্রার্থী।

ট্রেনিও, বিওনডেলোঃ
লুসেনশিওর কাজের লোক।

গ্রুমিওঃ পেট্রুশিওর কাজের লোক।

বিধবাঃ হোর্টেনশিওর স্ত্রী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

এক

ব্যাপটিস্টা পাডুয়ার এক ধনী ভদ্রলোক। দু মেয়ে তাঁর, ক্যাথরিন আর বিয়াংকা। ছোটটি বিয়াংকা: মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। অন্যদিকে ক্যাথরিন বদমেজাজী, মুখরা মেয়ে হিসেবে পরিচিত।

বিয়াংকার পাণিপ্রার্থীর অভাব নেই। কিন্তু ক্যাথরিনকে বিয়ে করতে সাহস পায় না কেউ।

বিয়াংকার অসংখ্য ভক্তের মধ্যে হোর্টেনশিও আর গ্রেমিও অন্যতম। কিন্তু বড় মেয়েকে রেখে ছোট মেয়ের বিয়ে দিতে নারাজ ব্যাপটিস্টা। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ক্যাথরিন উপযুক্ত স্বামী খুঁজে পাওয়ার পর বিয়াংকার বিয়ে হবে।

হোর্টেনশিও আর গ্রেমিও একদিন ব্যাপটিস্টার সঙ্গে গল্প করছিল। বিয়াংকা আর ক্যাথরিনও উপস্থিত ছিল সেখানে।

'তোমরা কেউ ক্যাথরিনকে বিয়ে করতে চাইলে আমার আপত্তি নেই,' কথায় কথায় বললেন ব্যাপটিস্টা।

'আমার সঙ্গে ও খুব দুর্ব্যবহার করে,' বলল গ্রেমিও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার সঙ্গেও,' যোগ করল হোর্টেনশিও। তারপর ক্যাথরিনকে বলল, 'নিজের স্বভাব বদলাও, নইলে কেউ বিয়ে করবে না তোমাকে।'

বিয়াংকার দুই পাণিপ্রার্থীর শত অনুরোধেও মত পাল্টালেন না ব্যাপটিস্টা। আপাতত ছোট মেয়ের বিয়ে দেবেন না তিনি। তার বদলে ওদের ওপর দায়িত্ব দিলেন সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র এবং কবিতার জন্যে যোগ্য শিক্ষক জোগাড় করে দেয়ার জন্যে; যাতে বিয়ের আগ পর্যন্ত ওসব নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে বিয়াংকা।

দুই

সেদিনই পিসা থেকে লুসেনশিও নামে এক যুবক এসেছে পাডুয়ায়, সঙ্গীত এবং কবিতায় তালিম নেয়ার উদ্দেশ্যে। তার সঙ্গে এসেছে কাজের লোক, ট্রেনিও। ব্যাপটিস্টার সঙ্গে হোর্টেনশিও আর গ্রেমিওর আলাপচারিতা শুনে ফেলেছে সে। ট্রেনিও এবং সে গোপনে লক্ষ্য করেছে ক্যাথরিন আর বিয়াংকাকে।

বাবার ইচ্ছার প্রতি বিয়াংকার শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তার ভদ্র ব্যবহারে এতই মুগ্ধ হয়েছে লুসেনশিও যে প্রথম

www.BanglaBook.org

দেখাতেই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছে।

আলাপ শেষে সবাই চলে গেলে গুপ্ত জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে এল লুসেনশিও আর ট্রেনিও। বিয়াংকার প্রতি হৃদয়ের দুর্বলতার কথা ট্রেনিওর কাছে খোলাসা করল লুসেনশিও।

'ওহ্, ট্রেনিও!' বলল সে, 'কখনও ভাবিনি ভালবাসার জালে এত সহজে ধরা পড়ে যাব। এই মেয়েকে না পেলে আমি বাঁচব না।'

মনিবের করুণ হাল দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল ট্রেনিও। তক্ষুণি এক পরিকল্পনা আঁটল সে, 'শিক্ষক বনে যান আপনি,' উপদেশ দিল ট্রেনিও, 'সহজেই তবে ঐ মেয়ের বাড়িতে ঢুকে পড়তে পারবেন।'

'দারুণ বলেছ!' খুশি হয়ে উঠল লুসেনশিও। 'পাড়ুয়ায় কেউ চেনে না আমাদের। কিসের ছাত্র, আমি এখন শিক্ষক।'

তিন

এদিকে আরেকজন লোক পাড়ুয়ায় এল। নাম তার পেট্রুশিও, ভেরোনা থেকে এসেছে। প্রিয় বন্ধু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হোর্টেনশিওর বাড়িতে এসে উঠল সে। সঙ্গে তার কাজের লোক, গ্রুমিও।

বন্ধুকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হল হোর্টেনশিও, উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল।

'পাড়ুয়ায় হঠাৎ কি মনে করে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'বাবা মারা গেছেন কিছুদিন আগে,' জবাবে বলল পেট্রুশিও। 'বিয়ে করব ঠিক করেছি। তাই দুনিয়াটা ঘুরে দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।'

'তোমাকে ধনী বউ জোগাড় করে দিতে পারি,' বলল হোর্টেনশিও। 'কিন্তু মেয়েটি বড্ড বদমেজাজী। তুমি ওকে নিয়ে সুখী হতে পারবে না।'

'হোর্টেনশিও, ওটা কোন ব্যাপার নয়। আমাকে তো তুমি ভাল করেই চেনো। মেয়ের টাকা থাকলেই যথেষ্ট। বুড়ী, কুৎসিত, অপয়া কোন কিছুকেই পরোয়া করব না আমি।'

'তবে ব্যাপটিস্টার বড় মেয়েকে বিয়ে করতে পারো,' বলল হোর্টেনশিও।

'আমি এক্ষুণি ব্যাপটিস্টার বাড়িতে যাব!'

'দাঁড়াও! আমি নিয়ে যাব তোমাকে, আমার সম্পত্তি জমা আছে ওঁর কাছে। বিয়াংকা, তাঁর ছোট মেয়ে,' বলল হোর্টেনশিও।

'তুমি এক কাজ করো। গানের শিক্ষকের ছদ্মবেশ নাও। জলদি,' বলল পেট্রুশিও।

ব্যাপটিস্টার বাড়ির দিকে যাওয়ার পথে দু বন্ধুর দেখা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়ে গেল লুসেনশিও আর গ্রেমিওর সঙ্গে। বিয়াংকাকে বিয়ে করার জন্যে তারাও এক পায়ে খাড়া। ঠিক হল, পেট্রুশিও ক্যাথরিনকে বিয়ে করার পর বিয়াংকার পাণি প্রার্থনা করবে ওরা তিনজন। যার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে সে-ই পাবে বিয়াংকাকে।

চার

ব্যাপটিস্টার বাড়িতে পৌঁছে পেট্রুশিও বলল, 'আমি সওদাগর অ্যান্টোনিওর ছেলে, ভেরোনা থেকে এসেছি। আপনার তো শুনেছি দু মেয়ে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বললেন ব্যাপটিস্টা।

'আপনার বড় মেয়ের অনেক প্রশংসা শুনেছি; খুবই নাকি ভদ্র আর লাজুক। খুব সুন্দরীও নাকি। আমি ওকে বিয়ে করতেই এসেছি, আপনার অনুমতি চাই।'

তারপর গানের শিক্ষকের ছদ্মবেশধারী হর্টেনশিওকে ব্যাপটিস্টার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি, আপনার মেয়েকে দেখার জন্যে। বিখ্যাত শিক্ষক। ইনি দেখেশুনে মতামত দেবেন আরকি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'বেশ,' বললেন ব্যাপটিস্টা। ভেতরে যেতে বললেন হোর্টেনশিওকে, ক্যাথরিন আছে ওখানেই।

'আপনি ভুল শুনেছেন। আমার মেয়ে লাজুক তো নয়ই ভদ্রও নয় খুব একটা,' সরাসরি বলে দিলেন ব্যাপটিস্টা। 'বলতে পারেন ঠিক উল্টোটি।'

'মেয়েকে আসলে কাছছাড়া করতে চাইছেন না, তাই অমন কথা বলছেন,' বলল আত্মবিশ্বাসী পেট্রুশিও।

'ঠিক বললেন না,' বলে উঠলেন ব্যাপটিস্টা। 'তবে আমি চাই আপনি আমার মেয়েকে নিয়ে সুখী হোন।'

'আমার হাতে সময় বেশি নেই,' বলল পেট্রুশিও। 'জানা দরকার মেয়ের বিয়েতে কি রকম যৌতুক দেবেন।'

'বিয়ের সময় বিশ হাজার ক্রাউন এবং আমার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অর্ধেকটা পাবে ও।'

'তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ওকেই বিয়ে করব।'

ওরা যখন যৌতুকের কথা আলাপ করছে তখন মাথায় হাতচাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল হোর্টেনশিও। সে জানাল, বাঁশি দিয়ে তার মাথায় বাড়ি দিয়েছে ক্যাথরিন; বাজানর ভুল ধরাতে।

পেট্রুশিও ফিরল ব্যাপটিস্টার দিকে।

'বড় গুণী মেয়ে। ওর সঙ্গে একাকী কথা বলতে চাই। সম্ভব?'

ডেকে পাঠানো হল ক্যাথরিনকে। ওদিকে পরিকল্পনা তৈরি করে নিল পেট্রুশিও। 'আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে, বলব বড় মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অহঙ্কারী কেট ঘরে ঢুকলে তাকে স্বাগতম জানাল পেট্রুশিও।

'গুড মর্নিং, কেট।'

'আমি ক্যাথরিন। কেট নই,' ক্রুদ্ধ শোনাল কেটের কণ্ঠ।

'মিথ্যে কথা! তোমাকে কেট, সুন্দরী কেট অথবা বদরাগী কেট বলে ডাকে সবাই। অবশ্য এখন বুঝতে পারছি লোকে ভুল বলে। তুমি আসলে খুব লক্ষ্মী মেয়ে।'

'গেলে এখান থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথরিন। কিন্তু যাওয়ার জন্যে আসেনি পেট্রুশিও। যতবারই ঝগড়া বাধানর চেষ্টা করে কেট, ততবারই তার মধুর ব্যবহারের প্রশংসা করে পেট্রুশিও। রাগের লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে চলেছে। বিস্মিত হতে হল ক্যাথরিনকে। এমন আজব লোক বাপের জন্মে দেখেনি ও।

'কেট সোনা,' বলল পেট্রুশিও, 'আমি তোমাকে বিয়ে করছি।'

রেগে আগুন হয়ে গেল ক্যাথরিন।

কিছুক্ষণ পরে ব্যাপটিস্টা ওখানে এলে পেট্রুশিও জানাল, পরবর্তী রবিবারে বিয়ে হচ্ছে ওদের।

'অসম্ভব!' গর্জে উঠল ক্যাথরিন। 'ওদিন এই লোকটার ফাঁসি হলে খুশি হব আমি। পাগল কোথাকার!' তারপর বাবার দিকে ফিরে মাটিতে পা দাপাল সে।

'একটা পাগলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাও!'

পেট্রুশিও ব্যাপটিস্টাকে অনুরোধ করল মেয়ের কথায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কান না দিতে।

'আপনি আসার আগ পর্যন্ত খুবই ভদ্র ব্যবহার করেছে কেট। আসলে আমাদের মধ্যে একটা রফা হয়েছে, লোকের সামনে মেজাজ করবে ও। আর ভালবাসবে আড়ালে। ও আমাকে ইতোমধ্যেই প্রচণ্ড ভালবেসে ফেলেছে।'

তারপর ক্যাথরিনের দিকে ফিরল পেট্রুশিও। 'একটা চুমু খাবে, এসো। তোমার জন্যে বিয়ের পোশাক কিনতে ভেনিসে যাব আমি।' তারপর ব্যাপটিস্টাকে বলল, 'বাবা, আপনি রবিবারের জন্যে ভোজের ব্যবস্থা করুন, অতিথিদের দাওয়াত দিয়ে দিন।'

কথাগুলো বলেই দ্রুত বেরিয়ে পড়ল পেট্রুশিও।

পাঁচ

রবিবার এল। খাবারের আয়োজন সম্পন্ন। অতিথিরা অপেক্ষমাণ। কিন্তু পেট্রুশিও কোথায়?

রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল ক্যাথরিন। তার ধারণা লোকটি তাকে বোকা বানিয়েছে।

'ওহ্, লোককে মুখ দেখাব কেমন করে? সবাই এখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে!'

অতিথিরা বিরক্ত হয়ে উঠছে। চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ব্যাপটিস্টা। ঠিক সে সময় হাজির হল এক লোক, খবর নিয়ে এসেছে।

'পেট্রুশিও,' বলল সে, 'শিগগিরই আসছে। তবে বড় অদ্ভুত সাজে সেজেছে সে। মাথায় তার নতুন হ্যাট, অথচ জারকিন আর প্যান্টটা বহু পুরানো। পায়ের বুটজোড়া আরও অদ্ভুত। একটায় ফিতে আছে, অন্যটা বগলসওয়ালা। সঙ্গে একটা তলোয়ারও রয়েছে, তবে হাতল ভাঙা। ওর হাড্ডিসার ঘোড়াটা আগে বাড়তেই চায় না।'

লোকটি আরও জানাল পেট্রুশিওর কাজের লোক গ্রুমিও-ও একই রকমভাবে সেজেছে। ব্যাপটিস্টা সব শুনে কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

'কেট কোথায়? কোথায় আমার বউ? নিয়ে এসো তাকে!' খানিক বাদে পেট্রুশিওর চিৎকারে সচকিত হলেন তিনি।

'আজ তোমার বিয়ে। এত দেরিই বা করলে কেন আর এমন বিদঘুটে পোশাক পরেই বা এসেছ কেন?' বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলেন ব্যাপটিস্টা।

'আমার পোশাক ধার নিন,' বলল শিক্ষকরূপী লুসেনশিও। 'নইলে কেটের সামনে যাবেন কিভাবে?'

'ও ঠিকই বলেছে,' বললেন ব্যাপটিস্টা। 'কেটের সামনে বা গির্জায় যেতে হলে ভাল কাপড় পরতে হবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না?'

'অতশত জানি না,' জবাবে বলল পেট্রুশিও। 'কেট বিয়ে করছে আমাকে, আমার কাপড়কে নয়।'

কি আর করা! সেভাবেই গির্জায় গেল ওরা। কেটের জন্যেও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পোশাক নিয়ে আসেনি পেট্রুশিও।

বিয়ের সময়টুকু যথেচ্ছ পাগলামি করল সে। পাদ্রী যখন জানতে চাইলেন সে কেটকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে কিনা তখন বিকট চিৎকার ছেড়ে সায় জানাল পেট্রুশিও। ভয়ে পাদ্রীর হাত থেকে বই পড়ে গেল মাটিতে। তিনি ওটা তুলছেন, এ সময় তাঁকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল সে।

পেট্রুশিওর বন্য আচরণে হতবাক হয়ে গেল উপস্থিত লোকজন। অনুষ্ঠান শেষ হলে পর ওয়াইনের জন্যে হাঁক পাড়ল পেট্রুশিও। ওয়াইন এলে খানিকটা গিলল সে, বাকিটা ছুঁড়ে দিল বেচারা পাদ্রীর মুখে।

'তোমার দাড়িগুলো ওয়াইনের জন্যে হাপিত্যেশ করে বসে ছিল,' কুৎসিত হেসে বলল পেট্রুশিও।

শেষমেষ ক্যাথরিন তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে গেল বাপের বাড়িতে। এখানে এসে আবার বেঁকে বসল পেট্রুশিও। ভুরিভোজের জন্যে অপেক্ষা করবে না সে, কেটকে নিয়ে এখুনি রওনা দেবে ভেরোনার উদ্দেশে।

'এখন যাচ্ছি না আমি,' ঘোষণা করল কেট। 'অতিথিরা রয়েছে, খাওয়া-দাওয়া হবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমরা এখুনি রওনা দেব,' পেট্রুশিও এক কথার মানুষ।

'তুমি রওনা দাওগে যাও,' বলল কেট, 'আমি আজ যাচ্ছি না।' তারপর সমবেত সুধীবৃন্দের উদ্দেশে বলল, 'আপনারা সবাই ডিনারে আসুন।'

'আপনারা খেতে বসুন,' বলল পেট্রুশিও। 'কেউ না খেয়ে যাবেন না কিন্তু। আমার স্ত্রী অবশ্য এখুনি বিদায় নিচ্ছে।'

ক্রুদ্ধ ক্যাথরিনকে নিয়ে ভেরোনার পথে রওনা দিল সে।

ছয়

যাত্রা হল শুরু। চর্মসার এক ঘোড়ায় স্ত্রীকে চাপিয়েছে পেট্রুশিও। তার এবং গ্রুমিওর ঘোড়া দুটোর অবস্থাও তথৈবচ। ইচ্ছে করে ভাঙাচোরা, কর্দমাক্ত পথ বেছে নিয়েছে ও। পথিমধ্যে ক্যাথরিনের ঘোড়াটা আরোহীকে নিয়ে কাদায় পিছলে পড়ল। পেট্রুশিও কোথায় স্ত্রীকে সাহায্য করবে তা নয়, সে গ্রুমিওকে বকাবাজি করতে লাগল; যেন সব দোষ তার। কাজের লোকটিকে খামোকা

www.BanglaBook.org

গালাগাল আর মারধর করতে শুরু করল পেট্রুশিও। ফলে বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসতে হল ক্যাথরিনকে। ক্ষুব্ধ স্বামীর হাত থেকে কাজের লোকটিকে রক্ষা করল সে।

ইতোমধ্যে গোলমাল দেখে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে ঘোড়াগুলো। শেষ পর্যন্ত ধরা হল ওদেরকে। আরোহীরা সওয়ার হল আবার। ধুঁকতে ধুঁকতে স্বামীর বাড়ি পৌঁছল ক্যাথরিন। ক্লান্ত, অবসন্ন। খিদেয় জ্বলে যাচ্ছে তার পেট, সারা শরীরে লেপ্টে রয়েছে কাদা।

বাড়ি পৌঁছে পেট্রুশিওর মেজাজ আরও বিগড়ে গেল। চিৎকার করে কাজের লোকদের বকতে লাগল সে। ডিনার এলে তেড়ে উঠল পেট্রুশিও। মাংস নাকি পুড়ে গেছে, ক্যাথরিনকে পোড়া মাংস খেতে দেবে না সে।

অভুক্ত ক্যাথরিন তখন পোড়া মাংস কেন, সব কিছুই খেতে রাজি। কিন্তু অহঙ্কারে বাধল বলে চুপ করে রইল সে।

'ক্লান্তি লাগছে, শুতে যাব,' স্বামীকে কোনমতে বলল ক্যাথরিন।

খালি পেটে বিছানায় গেল সে, কিন্তু বিশ্রাম পেল না। বিছানা, বালিশ, চাদর সব কিছুই ছুঁড়ে ফেলে দিল পেট্রুশিও। ওগুলো নাকি ব্যবহারের অনুপযুক্ত। অগত্যা চেয়ারে গিয়ে বসে রইল ক্যাথরিন। কিন্তু পেট্রুশিওর অবিরাম চেঁচানিতে তার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। শান্তি পেল না একবিন্দু।

পরদিন খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে তখন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাথরিনের। কাজের লোককে খাবার দিয়ে যেতে অনুরোধ করল। কিন্তু মনিবের ভয়ে সে পথ মাড়াল না লোকটি।

'বাপের বাসায় ভিক্ষে করতে এলে ফকিররাও আমার চেয়ে ভাল ব্যবহার পায়,' মনে মনে বলল ক্যাথরিন, 'আমাকে না খাইয়ে মারার জন্যে ও বিয়ে করেছে নাকি?'

খানিক বাদে এক প্লেট ভর্তি মাংস নিয়ে এল পেট্রুশিও।

'কেমন আছ, কেট সোনা?' জিজ্ঞেস করল সে, 'নিজের হাতে রেঁধেছি, তোমাকে খাওয়াব বলে।'

কথা না বাড়িয়ে খেতে শুরু করল ক্যাথরিন। মাংসে এক কামড় দিয়েছে কি দেয়নি অমনি একটানে প্লেট সরিয়ে নিল পেট্রুশিও।

'আহ্‌হা! তোমার পছন্দ হয়নি দেখছি,' মুখ বেজার করে বলল সে।

'কে বলল পছন্দ হয়নি!' প্রায় আঁতকে উঠল ক্যাথরিন। 'ওটা দয়া করে নামিয়ে রাখো।'

'আমার ধন্যবাদ কই? তোমার জন্যে যে এত কষ্ট করে রেঁধে নিয়ে এলাম সেজন্যে ধন্যবাদ দেবে না?'

'ধন্যবাদ, স্যার,' অনিচ্ছায় বলল ক্যাথরিন। খেতে শুরু করল আবার। এ সময় চিৎকার করে কাজের লোককে ডাকল পেট্রুশিও। সে এলে তাকে নির্দেশ দিল খাবার সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারপর অভুক্ত ক্যাথরিনকে বলল, 'তোমার খিদে নেই দেখতে পাচ্ছি।

www.BanglaBook.org

থাক, জোর করে আর খেতে হবে না। তোমাকে এখন দারুণ সুন্দর একটা ক্যাপ আর ড্রেস উপহার দেব।'

পেট্রুশিও টুপিওয়ালাকে ডাকল। বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল সে, ঢুকল ঘরে।

'আপনি এই ক্যাপটা বানাতে দিয়েছিলেন,' বলল টুপিওয়ালা।

ওটার দিকে এক নজর দেখেই খেঁকিয়ে উঠল পেট্রুশিও।

'কক্ষণো নয়,' বলল সে। 'এত ছোট ক্যাপ মানুষে পরে নাকি? যাও, বড় করে বানিয়ে আনোগে।'

'ওতেই চলবে,' বলল ক্যাথরিন। 'ভদ্রমহিলাদের ক্যাপ ওরকমই হয়।'

'আগে ভদ্রমহিলা হও তারপর অমন ক্যাপ পাবে, তার আগে নয়,' বলল পেট্রুশিও।

এবার ঢুকল দরজি, চমৎকার একটা গাউন নিয়ে এসেছে। বলাবাহুল্য সেটাও পছন্দ হল না পেট্রুশিওর, ফিরিয়ে দিল। তার 'কেট সোনা' আজেবাজে পোশাক পরলে লোকে কি বলবে?

টুপিওয়ালা আর দরজিকে আগেভাগেই গোপনে পয়সা দিয়ে রেখেছে পেট্রুশিও। ফলে তার অদ্ভুত ব্যবহারে অবাক হল না ওরা।

লোক দুজনকে বিদায় করে দেবার পর পেট্রুশিও স্ত্রীকে বলল, 'এই পোশাকেই তোমার বাবার বাসায় যেতে হবে। এখন বাজে সাতটা। ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিনারের সময় হয়ে যাবে।'

আসলে তখন বাজে মাত্র দুটো। ফলে চুপ করে থাকতে পারল না ক্যাথরিন।

'উঁহুঁ, তখন সাপারের সময় হবে।'

'তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করে চলেছ,' বলল পেট্রুশিও, 'আমার কথা মানছ না। থাক তবে, আজ আর যাব না। যেদিন আমার সঙ্গে তোমার সময়ের গরমিল হবে না সেদিন যাব।'

ক্যাথরিনের মুখে কথা সরল না।

সাত

একদিন পর পাড়ুয়ার উদ্দেশে রওনা দিল স্বামী-স্ত্রী।

'কি চমৎকার চাঁদের আলো!' বলল পেট্রুশিও।

তখন মধ্যদুপুর!

'চাঁদ? চাঁদ কোথায় পেলে? সূর্য! সূর্যের আলো!' প্রতিবাদ জানাল ক্যাথরিন।

'আমি বলছি চাঁদ!' চেতে উঠল পেট্রুশিও।

'আমি বলছি সূর্য!' তেতে উঠল ক্যাথরিন।

'আমি চাঁদ বললে চাঁদ, তারা বললে তারা; নইলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ি ফেরা!' ভয় দেখাল পেট্রুশিও।

'চলো, চলো। তুমি যা বলবে তাই সই,' হাল ছেড়ে দিয়ে বলল ক্যাথরিন। পাগলাটে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং তার কথা মেনে নেয়াই ভাল। নইলে আর বাপের বাড়ি যেতে হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর এক বুড়ো লোকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল ওদের। বুড়ো হচ্ছেন ভিনসেনশিও, লুসেনশিওর বাবা। পাডুয়ায় ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন তিনি।

'গুড মর্নিং, ভদ্রমহোদয়া,' তাঁকে বলল পেট্রুশিও। 'কেট, এত সুন্দরী মহিলা আগে কখনও দেখেছ? ওঁকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খাও।'

কথা না বাড়িয়ে ভিনসেনশিওর দিকে ফিরল ক্যাথরিন, জড়িয়ে ধরল। এ দফায়ও পরাজয় মেনে নিল সে।

'আপনি দেখতে কি সুন্দর! কোথায় যাচ্ছেন? থাকেন কোথায়? এত সুন্দরী মেয়ে সচরাচর চোখেই পড়ে না!' হতভম্ব ভিনসেনশিওকে বলল সে।

'কেট, পাগল হলে নাকি?' চোখ বড় বড় করে বলল পেট্রুশিও। 'জলজ্যান্ত বুড়ো মানুষটাকে সুন্দরী মেয়ে ঠাওরালে?'

হতচকিত বুড়োর দিকে চাইল ক্যাথরিন।

'মাফ করে দেবেন, স্যার! আসলে সূর্যের আলোয় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোন্‌দিকে চলেছেন, স্যার?' প্রশ্ন করল পেট্রুশিও।

'পাডুয়ায়, আমার ছেলে লুসেনশিওর কাছে,' বললেন ভিনসেনশিও।

'দেখা হয়ে ভালই হল,' বলল পেট্রুশিও, 'আপনার ছেলে আমার শ্যালিকা বিয়াংকাকে বিয়ে করছে। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

'নিশ্চয়ই যাব,' জবাব দিলেন ভিনসেনশিও। ছেলের বিয়ের খবর শুনে অবাক হয়ে গেছেন বৃদ্ধ।

ক্যাথরিনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ব্যাপটিস্টা বিয়াংকার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে যে বড়লোক তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন ঘোষণা করলেন। দেখা গেল সবার মধ্যে লুসেনশিওই বেশি ধনবান। ফলে ঠিক হল, বিয়ে হবে ওদের। ওদিকে বিয়াংকার আরেক পাণিপ্রার্থী হোর্টেনশিও বিয়ে করেছে এক ধনী বিধবাকে।

আট

ক্যাথরিন আর পেট্রুশিও পাডুয়ায় পৌঁছল ভিনসেনশিওকে সঙ্গে নিয়ে। তখন বিয়াংকার বিবাহোত্তর ভোজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সবাই মেতে রয়েছে আমোদ ফুর্তিতে। তবে প্রত্যেকের ধারণা তিনটি নব বিবাহিত দম্পতির মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য হচ্ছে পেট্রুশিও। তাদের মতে অমন মুখরা, ঝগড়াটে স্ত্রী নিয়ে কখনোই সুখী হতে পারবে না পেট্রুশিও।

এমন কি ক্যাথরিনের বাবা ব্যাপটিস্টা পর্যন্ত না বলে পারলেন না, 'তোমার কপালেই সবচেয়ে বদরাগী মেয়েটা জুটেছে।'

'আমি তা মনে করি না,' বলল পেট্রুশিও। 'তার প্রমাণও পাবেন। লুসেনশিও, হোর্টেনশিও আর আমি নিজ নিজ স্ত্রীকে ডেকে পাঠাব। যার স্ত্রী সবার আগে আসবে সেই সবচেয়ে ভাগ্যবান। আমি জানি সবার আগে আসবে আমার কেট।'

'বেশ,' বলল হোর্টেনশিও, 'তবে বাজি হয়ে যাক।'

লুসেনশিও আর হোর্টেনশিওর ধারণা তাদের স্ত্রীরাই বেশি অনুগত। আর হাজার ডাকলেও আসবে না অহংকারী ক্যাথরিন।

'কত টাকা বাজি ধরবে?' জানতে চাইল হোর্টেনশিও।

'বিশ ক্রাউন,' বলল লুসেনশিও।

'মাত্র বিশ? কুকুরের জন্যে হলে এতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু স্ত্রীর জন্যে বিশ গুণ বেশি ধরব,' বলল পেট্রুশিও।

'তবে একশোই সই,' বলল লুসেনশিও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রাজি হল বাকি দুজন।

'শুরু করবে কে?' জিজ্ঞেস করল হোর্টেনশিও।

'আমি,' জবাব দিল লুসেনশিও। 'বিওনডেলো, তোমার বেগম সাহেবাকে গিয়ে বলো আমি ডাকছি।'

চলে গেল বিওনডেলো। ফিরে এল ক মুহূর্ত বাদেই। বিয়াংকা জানিয়েছে সে ব্যস্ত রয়েছে, আসতে পারবে না।

'ব্যস্ত? এটা একটা জবাব হল?' বলে উঠল পেট্রুশিও।

ওদের সঙ্গে গ্রেমিও-ও উপস্থিত রয়েছে সেখানে। ক্যাথরিনের মেজাজ মর্জির খবর ভালই জানা আছে তার।

'এ আর এমন কি? দেখবে তোমার স্ত্রী কি জবাব দেয়!' পেট্রুশিওকে বলল সে।

এবার হোর্টেনশিওর পালা।

'বিওনডেলো, আমার স্ত্রীকে আসতে অনুরোধ করোগে যাও,' বলল সে।

'অনুরোধ?' হেসে উঠল পেট্রুশিও। 'ওকে আসতে আদেশ করো।'

ঘুরে এল বিওনডেলো। একাই এসেছে। তবে খবর আছে একটা।

'আপনার স্ত্রীর ধারণা আপনি ওঁর সঙ্গে তামাশা করছেন,' বলল বিওনডেলো। 'তাই বলেছেন আপনাকে নিজে যেতে।'

'খুব খারাপ কথা!' বলল পেট্রুশিও। তারপর কাজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লোককে বলল, 'যাও তো, গ্রুমিও, তোমার বেগম সাহেবাকে গিয়ে বলবে আমি এক্ষুণি ডেকে পাঠিয়েছি।'

'সে কি উত্তর দেবে জানা আছে,' বলল হোর্টেনশিও।

'বলো দেখি কি?' জানতে চাইল পেট্রুশিও।

'আসবে না!' বলল হোর্টেনশিও।

তবে তার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল ক্যাথরিন।

'ডেকেছ? কি ব্যাপার বলো তো?' নরম গলায় স্বামীকে জিজ্ঞেস করল সে।

'তোমার বোন আর হোর্টেনশিওর স্ত্রী কোথায়?'পাল্টা জানতে চাইল পেট্রুশিও।

'ওরা আগুন পোহাচ্ছে আর গল্প করছে,' জবাব দিল ক্যাথরিন।

'ওদের ডেকে নিয়ে এসো, যাও,' আদেশ করল পেট্রুশিও।

তক্ষুণি আদেশ পালন করতে ছুটল ক্যাথরিন।

'আশ্চর্য!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লুসেনশিও।

'এর মানে কি?' ততোধিক বিস্মিত হয়েছে হোর্টেনশিও।

'এর মানে প্রেমময় শান্তির জীবন। আমার স্ত্রীর গুণের আরও পরিচয় পাবে, সবুর করো। স্বীকার করতে বাধ্য হবে, ওর মত স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার,' ওদের উদ্দেশে বলল পেট্রুশিও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যাথরিন বিয়াংকা আর হোর্টেনশিওর স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এলে পেট্রুশিও বলল, 'কেট, ক্যাপটা তোমাকে মানায়নি। ওটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দাও দেখি।'

আশ্চর্য ব্যাপার! মাথা থেকে ক্যাপ খুলে নিল ক্যাথরিন, ছুঁড়ে দিল মাটিতে।

'এসব পাগলামির কোন অর্থ হয়?' অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল হোর্টেনশিওর স্ত্রী।

'আনুগত্য দেখানর নামে স্রেফ বোকামি!' বলল বিয়াংকা।

'তুমিও অমন বোকামি করলে আমি বেঁচে যেতাম,' বলল লুসেনশিও। 'তোমার চালাকির কারণে একশোটা ক্রাউন গচ্চা দিতে হয়েছে আমাকে।'

'বোকার মত বাজি ধরতে গিয়েছিলে কেন?' কথা শুনিয়ে দিল বিয়াংকা।

'ক্যাথরিন,' ডাকল পেট্রুশিও, 'এদের বলে দাও তো স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের কি দায়িত্ব।'

ক্যাথরিন তখন মহিলা দুজনকে উপদেশ দিল সব সময় স্বামীর কথা মেনে চলতে।

'স্বামীরা তোমাদের ভালবাসে, বিনিময়ে বেশি কিছু নয় শুধু ভালবাসা আর আনুগত্য আশা করে,' বলল ক্যাথরিন, 'তোমরা যা দেবে তা পাওয়ার তুলনায় কিছুই নয়।'

ওর কথা শুনে থ বনে গেল সবাই, কিছুদিন আগের সেই ঝগড়াটে, বদমেজাজী মুখরা মেয়েটিকে খুঁজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাওয়া গেল না এই মিষ্টি স্বভাবের কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীর মধ্যে।

পেট্রুশিও এখন একজন সুখী স্বামী। সুন্দরী, অনুগত স্ত্রীকে নিয়ে মহা আনন্দে কেটে যেতে লাগল তার দিন।

-- সমাপ্ত --

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG